NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের সহায়ক সদিচ্ছা

সিঙ্গুরে বুদ্ধদেবের স্বপ্নপূরণ না হওয়ায় এখনও হতাশায় রয়েছেন যুবকেরা ৫

কলকাতা ১ অগস্ট ২০২৩ ১৫ শ্রাবণ ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ৫২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 1.8.2023, Vol.17, Issue No.52, 8 Pages, Price 3.00

অভিষেক ঘোষিত ঘেরাও কর্মসূচিতে নিষেধাজ্ঞা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদালতে মুখ থুবড়ে পড়ল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজেপি নেতাকর্মীদের বাড়ি ঘেরাওয়ের অভিযান কর্মসূচি। একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে বিজেপি-র সর্ব স্তরের নেতাকর্মীদের শান্তিপূর্ণ ঘেরাও করে যে জঙ্গি আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমবার তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। 'বিজেপি নেতাদের বাড়ি ঘেরাও' কর্মসূচির ডাক দিয়েছিলেন অভিষেক। যার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে বিজেপি। শুধু তাই নয় অভিষেক ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআরও দায়ের করেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার সেই কর্মসূচি পালনে 'না'

প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যর ডিভিশন বেঞ্চের।

এদিন মামলাকারী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী এসএস পাটোয়ালিয়া সওয়াল করেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ২১ জুলাইয়ের সভা থেকে আগামী ৫ অগস্ট গোটা রাজ্যের বিজেপি নেতাদের বাড়ি ঘেরাও করা নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর পার্টি কর্মীদের।' বুধবার মামলার ইস্যু শোনার পরই রাজ্যের উপর বেজায় ক্ষুব্ধ হন প্রধান বিচারপতি। এরপরই তিনি প্রশ্ন ছুড়ে দেন, 'কেউ যদি এই ধরনের মন্তব্য করে প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেবে না? ধরুন কেউ বললো হাইকোর্ট ঘেরাও করবে। তখনও প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেবে না?'

রাজ্যের তরফে আইনজীবী সপ্তাংশু বসু এর উত্তরে সওয়াল করতে গিয়ে জানান, 'এই কর্মসূচি করা হবে প্রতীকী। সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যে ৬ টা চলবে কর্মসূচি। প্রত্যেকের বাড়ি থেকে ১০০ মিটার দূরে। এখানে সাধারণ মানুষ কোনও ভাবেই অসুবিধায় পড়বেন না। ব্লকে-ব্লকে করা হবে কর্মসূচি।'

রাজ্যের তরফের আইনজীবীর বক্তব্য শুনে প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম বলেন, '২১ জুলাই সভার জন্য আদালতে কোনও কাজ হয়নি। সাড়ে এগারোটার মধ্যে কোর্ট রুম ফাঁকা হয়ে যায়। আমরা বিচারপতিরা উঠে যেতে বাধ্য হই। রাজনীতি করুন। আপনি জিতুন, অন্যরা হারুক। আপনি হারুন, অন্যরা জিতুক। কিন্তু তার জন্য সাধারণ মানুষ কেন ভুগবে?'

এরপরই ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয় আগামী ৫ অগস্ট কোনও রকম ঘেরাও কর্মসূচি করা যাবে না। সাধারণ মানুষের সমস্যা হবে এমন কোনও কর্মসূচি করা যাবে না। রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দেয় প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যর ডিভিশন বেঞ্চ।

মণিপুর নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ

মমতা-শুভেন্দু বাগযুদ্ধে উত্তপ্ত রাজ্য বিধানসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অবিলম্বে বিবৃতি দেওয়া উচিৎ। সেখানে শান্তি ফেরাতে বিরোধীদের পরামর্শ ও সহায়তা প্রয়োজন হলে তাঁরা তা করতে প্রস্তুত বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানান। রাজ্য বিধানসভায় সোমবার মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের আনা নিন্দাপ্রস্তাব নিয়ে আলোচনার শেষে জবাবি ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী মণিপুরের বর্তমান অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তথা কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির ভূমিকাকে দায়ী করেন। মণিপুর নিয়ে বিধানসভায় নিন্দা প্রস্তাবে ভাষণ দিতে উঠে এভাবেই কেন্দ্র ও রাজ্যের বিরোধীর বিজেপিকে নিশানা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দুকে মুখের উপরে বলেন, 'ডোন্ট টক রাবিশ'।

বিধানসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলা শুরু করতেই তাঁকে সমস্বরে থামানোর চেষ্টা করেন বিরোধী বিধায়করা। শুরুতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মণিপুর নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ভূমিকা তাতে নিন্দাযোগ্য। প্রধানমন্ত্রী বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পান কিন্তু মণিপুরে যাওয়ার সুযোগ পান না। মণিপুরকে দিনের পর দিন অচল করে রাখা হয়েছে। কোনও পরিষেবা নেই। রিলিফ ক্যাম্পে মায়েরা বাচ্চা প্রসব করছেন। কারও কোনও নজর নেই। প্রধানমন্ত্রীকে বিঁধে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মণিপুর নিয়ে সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি দেওয়া উচিত। শান্তি এবং আলোচনার মধ্যে দিয়ে সবকিছু সম্ভব হয়। প্রধানমন্ত্রী না পারলে বিরোধীদের মণিপুরে শান্তি ফেরানোর দায়িত্ব দেওয়া হোক। এ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওই কথা শুনে শুভেন্দু অধিকারী বলে ওঠেন, বাংলার মা-বোনদের কথা বলুন। বিরোধী দলনেতার কথা শুনে তেঁতে ওঠেন মমতা। বলেন, 'ডোন্ট টক রাবিশ। আমায় জ্ঞান দেবেন না। মণিপুরের ঘটনায় আমি মর্মাহত। এটি একটি সেন্সেটিভ বিষয়। বাংলায় ১০৭টা বেশি টিম পাঠিয়েছে বিজেপি। কোনও কিছুই তারা পায়নি। ইচ্ছেকৃতভাবে তারা বাংলার বদনাম করছে। আমি একটা টিম পাঠিয়েছি। একটা ইঁদুর মারলে টিম পাঠায়। ইন্ডিয়া ক্ষমতায় আসবে। আপনাদের প্রতিটি কেসের বিচার হবে। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করলে কমিশন গড়া হয়। বেশি চিৎকার করবেন না। সবে জিতে এসেছেন। মন্ত্রী হবেন না। বসুন। আমরা টিকিটিকি নই, গিরগিটি নই। লেবু কচলাতে কচলাতে তেঁতো হয়।' মুখ্যমন্ত্রীর ওই কথার মধ্যেই দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে থাকেন শুভেন্দু।

মমতা বলতে থাকেন, 'প্রতিদিন বাংলাকে অসম্মান করা হচ্ছে। অনেক কিছুই দেখছি। এত টিম পঠিয়েও আপনারা সন্তুষ্ট নন। বিজেপি মানেই এজেন্সি।' মমতার কথার মধ্যে বিরোধী বিজেপি বিধায়করা এতটাই চিৎকার শুরু করেন যে মুখ্যমন্ত্রী কী বলছিলেন তা ভালোভাবে শোনাই যাচ্ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'মণিপুর একটি সেনসিটিভ ইস্যু। আপনারা যখন ফেল করেছেন, তখন মুখে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে বসে থাকুন। আমি চিঠি লিখেছিলাম মণিপুর যাওয়ার জন্য। আমি চিঠি না লিখেও তো যেতে পারতাম, কারণ ভারতবর্ষের যেকোনো জায়গায় যাওয়ার অধিকার আমাদের আছে।' এই সময় নৌশাদকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনারা ভাঙরের হাঙর, বিজেপির টাকায় গুলি চালান। আপনারা কত আইন জানেন সেটা আমি জানি, হরিদাস সব। মণিপুর নিয়ে সমস্ত দল এগিয়ে আসুন। ওখানকার অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি শান্ত করে শান্তি ফিরিয়ে আনুন। ডবল ইঞ্জিনের সরকার মানুষকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলুন, সব দলকেই আহ্বান জানাচ্ছি। মণিপুরের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর স্টেটমেন্ট দেওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি। ভাজপার সরকার, ধিক্কার ধিক্কার। এরা যতদিন থাকবে দেশকে জ্বালাবে। মণিপুরের মানুষের পাশে আমরা আছি।' মণিপুরের অত্যাচারিত মানুষকে রাজ্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আপনারা এখানে আসুন, যদি আমরা একটা রুটি পাই, আধাআধি করে খাব।'

মণিপুরের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি শান্ত করতে সমস্ত দলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। যদিও নিন্দাপ্রস্তাব নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, রাজ্য বিধানসভায় এই ধরনের প্রস্তাব আনা যায় না। এটা বেআইনি। তাঁরা এই বিষয় নিয়ে সুপ্রিম কোর্টেও যাবেন বলে জানান শুভেন্দু অধিকারী।

তার জবাবে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভার রুল ২১০-এর উল্লেখ করে জানান, 'বিধানসভা মনে করলে এই ধরনের প্রস্তাব আনতেই পারে। আপনি অধ্যক্ষকে এইভাবে হুমকি দিতে পারেন না। আপনাদের লোকসভার যাঁরা আছেন তাঁদের কাছ থেকে শিখে আসবেন কীভাবে অধ্যক্ষকে সম্মান জানাতে হয়। আপনি সুপ্রিম কোর্টে যেতেই পারেন, সেই অধিকার আপনার রয়েছে। সবারই সেই অধিকার রয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রীর কথার মধ্যেই শেষপর্যন্ত বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করে বেরিয়ে আসেন বিরোধী বিধায়করা।

ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন থেকে বার করে আনা হয়েছে

অসুস্থ বুদ্ধদেবকে দেখে এলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার বিকেলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দেখতে বেসরকারি হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা থেকে বেরিয়ে সোজা হাসপাতালে চলে যান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী যাওয়ার কিছুক্ষণ আগেই ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন সাপোর্ট থেকে বার করে আনা হয় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকেরা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে বাইপ্যাপ সাপোর্টে রাখা হবে বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর। এদিকে অসুস্থ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'এখন অনেকটাই ভালো আছেন বুদ্ধদেববাবু। ওঁর জ্ঞান আছে ভালোই। আমাকে দেখে হাত নাড়লেন।'

একইসঙ্গে হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি প্রশংসা করেন। মমতাও জানান, 'ওঁকে এখন ভেন্টিলেশন থেকে বার করা হয়েছে। তবে বাইপ্যাপ সার্পোটে আছেন। আমার মনে হয় প্যারামিটারগুলো অনেকটাই ঠিক আছে। তবে সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানাবেন চিকিৎসকেরা। ওঁর জন্য বোর্ড গঠন করা হয়েছে।' এরপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে চিকিৎসক সৌতিক পণ্ডা জানান, 'আমরা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ভেন্টিলেশন সার্পোট থেকে বাইরে বার করে আনার চেষ্টা করছিলাম। এদিন সকাল থেকে সে প্রক্রিয়া চলছিল।

অবশেষে তাঁকে সফলভাবে ভেন্টিলেশনের বাইরে আনা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত যা শারীরিক অবস্থা, তাতে আমরা খুশি। আমরা প্যারামিটারগুলো মনিটর করছিলাম। আমরা আবার নন-ইনভেনশিভ ভেন্টিলেশনে ফিরে যেতে পেরেছি। ভেন্টিলেশন খুলে নেওয়ার পর থেকেই তাঁর শারীরিক প্যারামিটারগুলির উপর আমরা নজর রাখছি। এখন পর্যন্ত স্থিতিশীল আছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সারাক্ষণ নজরদারি চলছে। প্যারামিটারগুলির ওঠা নামা নোট করা হচ্ছে।' একইসঙ্গে তিনি জানান, 'আগামী ২৪ ঘণ্টা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' তবে চিকিৎসকদের বিশ্বাস, যে ধরনের উন্নতি এখনও পর্যন্ত দেখা গিয়েছে, তাতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই কঠিন সময় পার করতে পারবেন বলেই তাঁরা আশা রাখছেন।

এদিকে হাসপাতাল সূত্রে খবর, সোমবার সকালে সিটি স্ক্যান করানো হয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের। ফুসফুসের সংক্রমণ পরিস্থিতি জানতেই এই স্ক্যান করানো হয়। কারণ, এই স্ক্যানের রিপোর্টের ভিত্তিতেই চিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তার ভেন্টিলেশনের মাত্রা কম করা যাবে কি না। এরপর দুপুরে মেডিক্যাল বোর্ড মিটিংয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকেরা।

অল্পেই মাথা গরম করেই গুলি করে চার জনকে হত্যা: আরপিএফ

মুম্বই, ৩১ জুলাই: ট্রেনে টহল দেওয়ার সময় চার জনকে হত্যা করে আপাতত খবরের শিরোনামে আরপিএফ কর্মী চেতন সিং। তার এমন আচরণের কারণ নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আরপিএফের ইনস্পেক্টর জেনারেল (পশ্চিম রেল) প্রবীণ সিন্‌হা সংবাদমাধ্যমকে জানালেন, অল্পতেই মাথা গরম করে ফেলতেন ওই আরপিএফ কর্মী। কোনও ঝগড়া কিংবা বিবাদ ছাড়াই চেতন চার জনকে গুলি করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। আরপিএফের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, চেতনের বাড়ি উত্তরপ্রদেশের হাথরসে। সোমবার ভোর ৫টা ২৩ মিনিটে রাজস্থানের জয়পুর থেকে মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ের উদ্দেশে যাওয়া জয়পুর এক্সপ্রেসে টহল দেওয়ার সময় নিজের আগ্নেয়াস্ত্র দিয়েই চলন্ত ট্রেনে চার যাত্রীকে হত্যা করেন আরপিএফ কর্মী চেতন। হত চার জনের মধ্যে রেল পুলিশের এক সাব-ইনস্পেক্টর এবং ট্রেনটির প্যান্ট্রি কারের এক কর্মীও রয়েছেন। রেলের তরফে জানা গিয়েছে, সোমবার ভোর ৫টা ২৩ মিনিটে যখন ট্রেনটি পালঘর স্টেশন দিয়ে যাচ্ছিল, সে সময় হঠাৎই নিজের স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করেন ওই পুলিশকর্মী। সংবাদ সংস্থা এএনআই পশ্চিম রেলকে উদ্ধৃত করে জানায়, জয়পুর এক্সপ্রেসের বি ফাইভ কোচে যাত্রীদের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন অভিযুক্ত পুলিশকর্মী। গুলি

চালিয়ে চার জনকে হত্যা করার পরেই পালঘরের পরের স্টেশন দাহিসারে ট্রেনের চেন টেনে এবং ঝাঁপ দিয়ে নামার চেষ্টা করেন তিনি। তার আগেই অবশ্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর সঙ্গে থাকা আগ্নেয়াস্ত্রটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। কী কারণে ওই আরপিএফ কর্মী এমন কাণ্ড ঘটালেন, তা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। প্রাথমিক ভাবে জানা যায়, নিহতদের মধ্যে এক জন ওই আরপিএফ আধিকারিকের পূর্বপরিচিত হলেও, কারও সঙ্গেই বিবাদ ছিল না তাঁর। পুলিশ সূত্রে অবশ্য জানা যায়, মানসিক ভাবে সুস্থ ছিলেন না অভিযুক্ত ব্যক্তি। বেশ কিছু দিন ধরেই তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটি চাইছিলেন। ঘটনার আগের দিন তিনি নাকি বলেছিলেন, তাঁর অসহিষ্ণু লাগছে। তখন তাঁকে বিশ্রাম নেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পরে নাকি তিনি জানিয়েছিলেন, একদম সুস্থ রয়েছেন।

অধ্যাপক নিয়োগে বরদাস্ত করা হবে না দুর্নীতি: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'বরদাস্ত করা হবে না দুর্নীতি। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগ করতে হবে স্বচ্ছতার সঙ্গে।' সোমবার রাজ্যপাল তাঁর নিয়োগ করা অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠকে স্পষ্ট ভাষায় এমনটাই জানান। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্বচ্ছতা'র সঙ্গে অধ্যাপক নিয়োগের লক্ষ্যে ভিনরাজ্যের বিশেষজ্ঞ আনার কথাও জানান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সোমবার রাজ্যপালের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয় কেন্দ্রের প্রথম বৈঠক হয় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে। সেখানে আচার্য বোস বার্তা দেন, 'নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না। 'ডু অ্যান্ড ডেয়ার' স্লোগানে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ হবে।' তিনি আরও বলেন, 'আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ হবে। তার জন্য তৈরি হচ্ছে অ্যাকাডেমিক-ইন্ডাস্ট্রি কমিটিও। এই কমিটিতে সরকার, স্টেক হোল্ডাররা একসঙ্গে কাজ করবে।' আরও বলেন, 'আমরা আমনে-সামনে অর্থাৎ মুখোমুখি প্রোগ্রামের শুরু করছি। যে কোনও বিষয়ে স্কুল-কলেজ পড়ুয়ারা রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলতে পারবে। একটা ফোনেই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করা যাবে।' সঙ্গে রাজ্যপাল এও জানান, 'বেস্ট অ্যান্ড ব্রাইটেস্ট অ্যামং দ্য স্টুডেন্টস'-রা রাজ্যপালের 'ডায়মন্ড গ্রুপ'-এ যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

'মণিপুরের ঘটনার সঙ্গে অন্য রাজ্যের তুলনা চলে না'

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই: মণিপুর মামলার শুনানিতেও উঠে এল বাংলার প্রসঙ্গ। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে মণিপুর নিয়ে এক মামলার শুনানি চলাকালীন সওয়ালকারি আইনজীবী বাঁশুরি স্বরাজ বলেন, মণিপুরের মতো বাংলার অবস্থা একই। কিন্তু সেখানে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। তারই উত্তরে দেশের প্রধান বিচারপতি জানান, 'অন্য রাজ্যের কথা তুলে মণিপুরের ঘটনাকে বিচার করা যায় না।'

প্রসঙ্গত, মণিপুরে বিবস্ত্র করে রাস্তায় হাঁটানোর ঘটনায় নতুন একটি আবেদন করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন দুই নির্যাতিতা। অন্য দিকে শীর্ষ আদালতের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল, সিবিআই তদন্ত ৬ মাসের মধ্যে শেষ করা এবং এই ঘটনার তদন্তপ্রক্রিয়া অন্যত্র সরানোর যে আর্জি কেন্দ্র জানিয়েছিল, তা সোমবার শুনবে তারা। এই মামলার শুনানিতেই আইনজীবী বাঁশুরি স্বরাজ পশ্চিমবঙ্গ এবং রাজস্থানের নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় ও বিচারপতি জেবি পর্দিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রর বেঞ্চে শুনানির সময় আইনজীবী বাঁশুরি স্বরাজ জানান, 'পশ্চিমবঙ্গ হোক বা রাজস্থানের বিকানের, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। আইনি ব্যবস্থা প্রয়োজন। শুধু মণিপুর নয়। সবটার বিচার চাই।' কিন্তু মণিপুরের ঘটনার চরিত্র

আলাদা বলে মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতি। এদিকে সোমবারের শুনানিতে দুই নির্যাতিতা আদালতে জানান, সিবিআই তদন্তে তাঁদের আস্থা নেই। উল্টে আদালতের পর্যবেক্ষণে বিশেষ তদন্তকারী দল গড়ে ওই ঘটনার তদন্ত করার আর্জি জানান তাঁরা। সোমবার দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে সওয়াল জবাব পর্ব চলার সময়ে কেন্দ্র জানায়, আদালতের পর্যবেক্ষণে তদন্ত হলে তাদের আপত্তির কিছু নেই। নিজেদের নাম প্রকাশ না করার আর্জি জানান।

সোমবারের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি তাঁর পর্যবেক্ষণে জানান, মণিপুরের যৌন নিগ্রহের ঘটনার ওটাই একমাত্র উদাহরণ নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বরাষ্ট্র সচিবের তরফে পেশ করা হলফনামার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, 'ওই হলফনামাই বলছে, এই ধরনের বহু ঘটনা সে রাজ্যে ঘটেছে।' এরপরই অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে তিনি জানতে চান, গত ৩ মে সে রাজ্যে হিংসা ছড়িয়ে পড়ার পর নারী নির্যাতনের কতগুলি অভিযোগ নথিবদ্ধ হয়েছে।

নির্যাতিতাদের হয়ে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী কপিল সিবল। তিনি এও জানান, 'সরকারের কাছে এই নিয়ে কোনও তথ্য নেই। তাঁরা যে সিবিআই তদন্ত চান না, তা-ও স্পষ্ট করে দেন সিবল। ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এটা স্পষ্ট যে অপরাধীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে পুলিশ। এর পরেও আমরা রাজ্য সরকারের উপরে কী ভাবে ভরসা রাখব?'

বোর্ড গঠন না হওয়ায় ডেঙ্গি মোকাবিলায় ব্যাহত কাজ: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: এখনও পর্যন্ত রাজ্যে চার হাজারের বেশি মানুষ ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে এখনও পর্যন্ত ৮ জনের। বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিসংখ্যান দিয়েছেন। তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত বোর্ড গঠন না হওয়ার কারণে পঞ্চায়েত বলে ঠিক মতো কাজ করতে পারছে না। ডেঙ্গি মোকাবিলার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। বিধানসভায় ডেঙ্গি নিয়ে এক বিস্তারিত পরিসংখ্যান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২৬ শে জুলাই পর্যন্ত চার হাজার ৪০১ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে পজিটিভিটি রেট ১.৩৭ শতাংশ। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৮৯৭ জন। নবান্ন ও সামগ্রিকভাবে প্রশাসন ডেঙ্গি ঠেকাতে দফায় দফায় পর্যালোচনা চালাচ্ছে বলেও অধিবেশনে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ডেঙ্গির প্রভাব বেশি দেখা যাচ্ছে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, কলকাতা উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এজলায়। তিনি বলেন মূলত মেট্রোরেলের কাজের জন্য যে সমস্ত জায়গায় জল জমেছে সেখানেই ডেঙ্গির প্রভাব বেশি। এজন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে জল যাতে না জমে সেদিকে করা নজর দেওয়ার পরামর্শ দেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

Change of Name

I, **Aphsana Khatoon** W/o Aslam Hussain Ansari, residing at Chota Ayma, Ward No. : 32, P.O. : Nimpura, P.S. : Kharagpur (T), Dist. : Paschim Medinipur - 721304 have changed my name from **AFSANA KHATOON** to **APHSANA KHATOON** for all purposes vide Affidavit no 6673/12 dated 24/07/ 2023 In the Court of Ld. Judicial Magistrate, (1st Class), Kharagpur. That **AFSANA KHATOON** & **APHSANA KHATOON** is the one, same and identical person, i.e. myself & henceforth my actual/correct name with surname is **APHSANA KHATOON.**

নাম-পদবী

আমি Mohammad Aslam Ali S/o Shan Mohammad. Balipathar, Magura, Pukhuria, Malda আমার পুত্র Md Akhtar Hossain এর Passport-এ (R6934703) আমার নাম Mohammad Aslam Ali আমার সমস্ত Document-এ আমার নাম Islam Ali আছে। ইং 24-07-23-এর বহরমপুর SDEM Court এর Affidavit বলে Mohammad Aslam Ali ও Islam Ali এক অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-**adconnexon@gmail.com**
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলীর চুঁচুড়াস্থ ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ৩০ / ২০১৯

শ্রী সুনির্মল গাঙ্গুলী .... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানান যাইতেছে যে অত্র কেসের দরখাস্তকারী শ্রী সুনির্মল গাঙ্গুলী, পিতা- ঁরমেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী, সাং- দক্ষিণ নলডাঙ্গা, পোঃ-ব্যান্ডেল, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী তাহার পিতা রমেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী কর্তৃক সম্পাদিত ও ডি.এস.আর. হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১৩/১৯৯৬ নং কোডিসিল দ্বারা প্রাপ্ত জেলা ও সাবরেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, জে.এল. নং-৫, মৌজা- কাজিডাঙ্গা, দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন আর. এস. খতিয়ান নং-৪৮, এল. আর খতিয়ান নং -৬৪০, দাগ নং-১৮৯, পরিমান- ২ ১/২ শতক বা ১ কাঠা ৯ ছটাক ৭ বর্গফুট বা কম বেশী .০৩ একর কলাবাগান বর্তমানে ভিটি মায় তদুপরিস্থিত ২৬ বৎসরের পুরাতন ৪৯৭.৩ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া বিশিষ্ট একতল গৃহ সম্পত্তির প্রবেট লইবার উদ্দেশ্যে হুজুর আদালতে অত্র কেস দায়ের করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অত্র প্রবেট দরখাস্তের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে তিনি স্বয়ং বা উকিলবাবু মারফত অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে অত্র কেসে হাজির হইয়া তাহার আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় অত্র কেসের একতরফা শুনানি হইবে।

দরখাস্তকারীর তরফ উকিলবাবু
শ্রী রঞ্জন পাল
এ্যাডভোকেট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরন সিং,
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট কোর্ট, হুগলী

নাম পদবী

গত 27/07/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11558 নং এফিডেভিট বলে আমি Kazi Abdul Halim ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Hafej Abdul Gaffar ও K. A. Goffar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম পদবী

গত 27/07/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11560 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Sujat Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Abdur Rauf ও A. Rouph Sk সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম পদবী

গত 27/07/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11487 নং এফিডেভিট বলে Manick Chandra Mandal S/o. Harigopal Mandal ও Manick Ch Mandal S/o. Lt. H. G. Mandal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 27/07/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11559 নং এফিডেভিট বলে Sujoy Pramanik S/o. Ramprasad Pramanik ও Sujay Pramanik S/o. Ram Prasad Pramanik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 25/07/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11344 নং এফিডেভিট বলে আমি Suman Siddhanta ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gopal Siddhanta ও G. Ch. Siddhanta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম পদবী

গত 19/07/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11075 নং এফিডেভিট বলে Sudip Kumar Maji S/o. Balai Chandra Maji ও Sudip Kr Maji S/o. B. Maji সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

আমি Putul Mandal, D/o. Sk Habu, ঠিকানা কামদেবপুর, হুগলী, 712102, আগে আমার নাম Esmatara Khatun ছিল। গত 01/06/23 তারিখে হুগলী চুঁচুড়া জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস কোর্টের এফিডেভিট বলে উক্ত স্থানে Putul Mandal হলাম। Putul Mandal ও Esmatara Khatun এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 31/07/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 3901 নং এফিডেভিট বলে আমি Polly Banerjee (old name) D/o. Nilratan Banerjee at Keota Sarat Park, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Polly Chakraborty (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Polly Chakraborty @ Polly Chakraborty (Banerjee) @ Polly Banerjee @ Polly Bandyopadhyay @ Polly Chakraborty (Bandyopadhyay) D/o. Nilratan Banerjee W/o. Goutam Chakraborty উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 24/07/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 04 নং এফিডেভিট বলে আমি Babli (old name) at Sahebbagan, Manushpur, Naldanga, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Babli Subal Saha (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Babli & Babli Subal Saha W/o. Subal Sachindranath Saha উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Sharmistha Subal Saha.

নাম পদবী

গত 31/07/23 নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে 1681 নং এফিডেভিট বলে আমি Md Nurul Hossain S/o. Md Mainuddin (old name) at Mahadebpur, Pandua, Hooghly-712149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mohammad Nurul Hossain S/o. Mohammad Mainuddin (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Md Nurul Hossain S/o. Md Mainuddin & Mohammad Nurul Hossain S/o. Mohammad Mainuddin উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলের পক্ষে সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, Sri Manabendra Biswas, S/o Late Narendranath Biswas মহাশয় গ্রহীতা পক্ষে সাং- ১১৮/১, বিবেকানন্দ সরনী, পোঃ গরফা, কোলকাতা-৭০০০৭৬। জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, জে. এল. নং- ১৮, কুলিহান্ডা মৌজায় সীট নং ২, সাবেক ২৪৬৩ নং দাগে, হাল এল. আর. ৫৪৯৩ দাগে ভিটি জমি, সাবেক ২৪৬২ দাগে ভিটি জমি ও সাবেক ২৪৫৯ দাগে বাগান জমি, তিনটি দাগের হাল এল.আর. ৫৪৯৩ নং দাগে ০.০৩৮ একর ভিটি সম্পত্তি আমি গত ইংরাজী ১২/০৩/১৯৮৬ তারিখে ডি. এস. আর হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ২০৫৩ নং দলিল মূলে খরিদ সূত্রে মালিকানা প্রাপ্ত হইয়া নিজের নামে হাল এল. আর. ১১৩২৮ নং খতিয়ানে নিজ নামে রেকর্ড ভুক্ত করাইয়া নিজ ভোগ দখলে কায়েম ও দখলিকার আছেন। ইংরাজী ১২/০৩/১৯৮৬ সনের বুক নং ৭, ভল্যুম ৩৬, পাতা ২২৯ থেকে ২৩৬, অরিজিনাল ২০৫৩ নং খরিদ করা দলিলটি হারাইয়া গিয়াছে। এই মর্মে, মাননীয় শ্রী সুব্রত কুমার দে, নোটারী হুগলী মহাশয়ের নিকটে ১১৯৬ নং ১৯/০৪/২০২৩ তারিখে এফিডেভিট করা হইয়াছে এবং চুঁচুড়া থানাতে ইং ২১/০৪/২০২৩ তারিখে ১৬০৫/২৩ নং মিসিং ডাইরি করা হয়। উক্ত অরিজিনাল দলিলটি যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি পাইয়া থাকেন অথবা উক্ত দলিল ও তাহাতে উল্লিখিত সম্পত্তি বিষয়ে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন বক্তব্য দাবী-দাওয়া আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে তথ্য প্রমান সহ লিখিত ভাবে উপরোক্ত আমার মক্কেলের নিকট জানাইতে হইবে বা দলিল ফেরৎ এর জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। উক্ত সময়ের পর কাহারও কোন বক্তব্য দাবী-দাওয়া, আপত্তি অগ্রাহ্য হইবে।

স্বাক্ষর
তাপস কুমার মন্ডল
উকিলবাবু
জেলা জজ কোর্ট চুঁচুড়া হুগলী
৩১-০৭-২৩

বিজ্ঞপ্তি

তমলুক ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, তমলুক
সাকসেশান কেস নং ৪৪ / ২০২২ সাল

শ্রীমত্যা উমা ভাঙ্গারী, বয়স ৪৮ বৎসর, পিতা-স্বর্গীয় রাম ভাঙ্গারী, স্বামী-স্বর্গীয় রমেশ ভাঙ্গারী, সাং- পদুমবসান (ওয়ার্ড নং ৮) পোঃ ও থানা-তমলুক,
জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৬৩৬ **...দরখাস্তকারিনী**

-বনাম-

শ্রী প্রশান্ত ভাঙ্গারী, পিতা-স্বর্গীয় ভোলানাথ ভাঙ্গারী, সাং- পদুমবসান (ওয়ার্ড নং ৮) পোঃ ও থানা- তমলুক, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৬৩৬ **...প্রতিপক্ষ**

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, হুজুর আদালতের এলাকাধীন তমলুক থানার অন্তর্গত পদুমবসান সাকিনের মৃতা মামনি ভাঙ্গারীর লাকান্তে তস্য ওয়ারিশ বিধায় দরখাস্তকারী নিম্ন তপশীল বর্ণিত টাকা পাওনের জন্য succession certificate পাইবার প্রার্থনায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমায় উল্লিখিত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৩০ দিনের মধ্যে হুজুর আদালতে নিজে বা কোন উকিল বাবুর মাধ্যমে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

Description of Debts and Securities

1. Employees' Provident Fund Organisation (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
Establishment ID/Name -WBCAL0055328000/ MIS, Tamluk Municipality.
Member ID/Name- WBCAL00553280000000086 / MAMANI BHANGARI
Office Name- (RO) KOLKATA
Employee Share- 75,043
Employer Share - 31,207
Grand Total (98,743 + 31,207) = 1,29,950
2. Account No. 3305000102125703 INR
In the name of MRS MAMANI BHANGARI
Punjab National Bank
IFSC Code- PUN80330500
Rs.2,007.00

অনুমত্যানুসারে
স্বা/- প্রভাস চন্দ্র মন্ডল
(সেরেস্তাদার)
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, তমলুক

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১ আগস্ট, ১৫ ই শ্রাবন। মঙ্গলবার,পূর্ণিমা তিথী। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা। বিংশোত্তরী রবির মহাদশা কাল। মৃতে ত্রি পাদ দোষ।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ ।পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিল্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন, শুভ ফল প্রদান।

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ ব্যঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে ।যারা কর্মের জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কর্পূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন ।ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন ।স্কুল কলেজ , বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন, মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত। তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ ।ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনস্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি, বাস্তুজমি, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ ।এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য ,না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে ।আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে ।বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ।ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি ।যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ।ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ। বাড়িতে দেবতার পুজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : আজকে কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্য একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ ।যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

(লোকমন্য বাল গঙ্গাধর তিলকে র স্মরন উৎসব)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাজনৈতিক কারণে আবাস যোজনার টাকা থেকে বঞ্চিত রাজ্য: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজনৈতিক কারণেই রাজ্যকে আবাস যোজনার টাকা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় সোমবার বিধানসভায় অভিযোগ করেন রাজ্যে গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ১১ লক্ষ এক হাজার ৭৫৭ বাড়ির অনুমোদন দেওয়া হলেও সে বাবদ এক পয়সাও দেওয়া হয়নি। একাধিকবার এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু টাকা দেওয়া হয়নি। এদিন বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে, পঞ্চায়েত দপ্তর সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার গৃহনির্মাণ প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে ২ দফায় ৪৪ জন প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। বাড়ি তৈরি বাবদ রাজ্যের অর্থ দপ্তর বরাদ্দ করে ১৩ হাজার ৫৬৮ কোটি ৬২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। ৬০ -৪০ অংশিদারিত্বে এবাবদ কেন্দের বরাদ্দ দেওয়ার কথা ৮,১৪১ কোটি ১৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ও রাজ্যর প্রদেয় টাকার পরিমাণ ৫,৪২৭ কোটি ৪৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। রাজ্যের বরাদ্দের টাকা পেলেও কেন্দ্রের বরাদ্দের কোনও টাকা রাজ্য এখনও পায়নি।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে সংযোজন করে বলেন, কেন্দ্র যে টাকা বরাদ্দ করেছিল তার ১ টাকাও দেয়নি। তিনি এপ্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, গ্রাম বাংলার কাছে আবাস যোজনা একটা বড়ো পাওনা। গরিব মানুষের মাথার উপর ছাদ হবে। কিন্তু কেন্দ্র তাদের বঞ্চিত করছে। তিনি বলেন, 'আবাস যোজনায় বাড়ি চাই। একথা কেন্দ্রকে বার বার জানানো সত্বেও কাজ হয়নি। এত টিম পাঠানোর পরেও, এত রিপোর্টে দেবার পরেও, এত বার গিয়ে দেখা করার পরেও কেন কাজ হয়নি? আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পরেও কেন কেন্দ্র টাকা দেয়নি? আমি শুনেছি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, রাজনৈতিক কারণে দেওয়া যাচ্ছে না।' এছাড়া রাজ্যে সংখ্যালঘু উন্নয়নে চলতি বছরে কেন্দ্র কোনও টাকা দেয়নি বলেও তিনি অভিযোগ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিরোধীদের বলব, আপনাদের কিছু বলার থাকলে আপনারা আমার কাছে এসে বলবেন।

মঙ্গলাহাটে পুনর্বাসনে ৫ লক্ষ টাকা ঋণের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার মঙ্গলাহাটে সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের নতুন করে পুঁজির যোগান দিতে রাজ্য সরকার ৫ লক্ষ টাকা করে ঋণের ব্যবস্থা করবে। সেখানে জমি অধিগ্রহণ করে সেখানে উন্নতমানের বাজার গড়ে সেখানে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন।

সোমবার বিধানসভায় তিনি জানান, মঙ্গলাহাট নিয়ে কেউ কেউ অপপ্রচার করছে। নানামহল থেকে প্রচার করা হচ্ছে হাওড়া শহরের শিবপুরে মন্দিরতলার কাছে যে বহুতল এখন নবান্ন নামে পরিচিতি সেখানে মঙ্গলাহাটের ব্যবসায়ীদের সরানো যায়নি রাজ্য সরকারের সচিবালয় সেখানে সরে যাওয়ার কারণে। কিন্তু এই তথ্য ভুল। ব্যবসায়ীরাই সেখানে যেতে না চাওয়ায় তা ফাঁকা পড়ে ছিল। পরে সেখানে রাজ্যের সচিবালয় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মঙ্গলাহাটের জমি বেসরকারি হাতে রয়েছে সেই জমি নিয়ে মামলা চলছে। প্রয়োজন হলে জমি অধিগ্রহণ করবে সরকার। সেখানে পাকা ও বহুতল বাজার গড়ে দেবে, সেখানেই মঙ্গলাহাটের সব ব্যবসায়ীকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। সোমবার বিধানসভায় এমনটাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও বলেন, 'আমরা নবান্ন জোর করে দখল করিনি। মঙ্গলহাটের ব্যবসায়ীরা নবান্নে যেতে চায়নি। ওই বিল্ডিং এমনি পড়ে ছিল, তাই আমরা গিয়েছি।'

হাসিমারা ও পুরুলিয়ায় নতুন বিমানবন্দর তৈরির পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা এবং পুরুলিয়ায় নতুন বিমানবন্দর তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছে। বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে আজ বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ এবং শ্রীরুপা মিত্র চৌধুরীর এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কোচবিহার, বালুরঘাটে বিমানবন্দর তৈরির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। মালদহের কাজও শেষ পর্যায়ে। এর পর হাসিমারাতেও একটি বিমানবন্দর তৈরি করার কথা ভাবা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, অন্ডালে একটি কার্গো বিমানবন্দর চালু করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন বিমানবন্দরের জন্য ইতিমধ্যেই ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।' বিমানবন্দরের জন্য ছাড়পত্র দিয়ে থাকে কেন্দ্রের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, কেন্দ্র যত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবে, তত দ্রুত বাংলার বিমানবন্দরগুলিতে বিমান চলাচল শুরু করা যাবে। তবে এ বিষয়ে বিরোধী বিধায়কদের উদ্যোগী হতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রে যে হেতু বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন, তাই বাংলার বিজেপি বিধায়কদের উদ্দেশে মমতা বলেন, 'বিমানবন্দর তৈরির জন্য আপনারা দ্রুত দিল্লি থেকে ছাড়পত্রের বন্দোবস্ত করুন। ডবল ইঞ্জিন বিমান চলাচলের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হোক।'

শিখদের বিশেষ অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ব্যারাকপুরে আন্তঃস্কুল কীর্তন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল স্থানীয় গুরুদ্বারের তরফে। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টার মধ্যে। বিজয়ী বিদ্যালয়ের শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অংশগ্রহণের শংসাপত্র সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রদান করা হয়েছে। সকাল ৮৩০টা থেকে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি পর্যন্ত গুরু কা লঙ্গর থেকে চা নাস্তাপরিবেশন করা হয়। সমস্ত সম্প্রদায়ের শিখ সঙ্গত এবং ভক্ত মিলিয়ে প্রায় ১৫০০ জন এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন। এস প্রীতপাল সিং-এর সভাপতিত্বে ১৩ জন সদস্যের সমন্বয়ে পরবর্তী ৩ বছরের জন্য ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ব্যারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী ও অন্যান্য বিশিষ্ট শিখ ব্যক্তিত্বরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পানিহাটিতে কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে ওষুধ ব্যবসায়ীকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পানিহাটি পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের আগরপাড়া উসুমপল্লি এলাকার বাসিন্দা ওষুধ ব্যবসায়ী স্বপনকুমার শীলের সঙ্গে তাঁর জেঠুর ছেলে ও বউমাদের জমি সংক্রান্ত বিবাদ চলছে। অভিযোগ, গত ২৯ জুলাই দুপুরে পাশের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হিমাংশু দেব ও তার শাকরেদ রবি দে-সহ তিন-চারজন উসুমপুর ডি এন ব্যানার্জি রোডে স্বপন বাবুর ওষুধের দোকানে যায়। অভিযোগ, পারিবারিক বিবাদ নিয়ে কথাবার্তা চলাকালীন কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে তাঁর শাকরেদ রবি দে ওষুধ ব্যবসায়ী স্বপনকুমার শীলকে মারধোর করে।

দাবিমতো টাকা না পেয়ে খড়দায় দুষ্কৃতী হামলা, আক্রান্ত দুই ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দাবি মতো টাকা না দেওয়ায় ব্যবসায়ীকে মারধরের অভিযোগ উঠল একদল মত্ত যুবকের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত দাদাকে বাঁচাতে এসে বেধড়ক মার খেলেন ব্যবসায়ীর ভাইও। ঘটনাটি খড়দা পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের রাসখোলা ঘাট এলাকার ।সিসিটিভি ফুটেজেও রাস্তায় ফেলে পেটানোর দৃশ্য ধরা পড়েছে। ঘটনায় আতঙ্কিত খড়দার রাসখোলা ঘাট এলাকার ব্যবসায়ীরা। আক্রান্তরা খড়দা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ, রবিবার সকালে কয়েকজন যুবক এসে এক ব্যবসায়ীর কাছে মোটা অংকের চাঁদার দাবি করে। কিন্তু তিনি সেই টাকা দিতে পারবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন। সে সময় ওই যুবকরা চলে গেলেও, সন্ধের পর মদ্যপ অবস্থায় বাইকে চেপে একদল যুবক এসে সেই ব্যবসায়ীকে বাঁশ, লাঠি, রড দিয়ে মারধোর করে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ঘটনায় জড়িতদের খোঁজ চালাচ্ছে। আক্রান্ত ব্যবসায়ী তরুণ দাস জানান, রবিবার সকালে তিন-চারজন যুবক এসে তাঁর কাছে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। এত টাকা তাঁর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি তা সাফ জানিয়ে দেন। তরুণের অভিযোগ, সন্ধের পর একদল যুবক বাইকে চেপে মদ্যপ অবস্থায় এসে তাঁকে এলোপাতাড়ি মারধোর শুরু করে। আরেক ব্যবসায়ী ঝন্টু দাস ছুটে এসে দাদা তরুণ দাসকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। হামলাকারীরা তরুণ বাবুর ভাই স্থানীয় ব্যবসায়ী ঝন্টু দাসকে বেধড়ক পেটায়। ঝন্টুর মাথা ফেটে গিয়ে বেশ কয়েকটি সেলাই পড়েছে। ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হয়েছেন রাসখোলা ঘাট এলাকার ব্যবসায়ীরা। ঘটনা নিয়ে খড়দা শহর তৃণমূল যুব সভাপতি দিব্যেন্দু চৌধুরী বলেন, দুষ্কৃতীদের কোনও রঙ নেই। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসন নিশ্চয়ই পদক্ষেপ নেবে। ব্যবসায়ীদের প্রতি দিব্যেন্দু বাবুর বার্তা, এতে ভয় পাবার কিছু নেই। দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য রুখতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

টার্ম ডিপোজিটে সুদের নতুন হার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ফিক্স ডিপোজিট বা টার্ম ডিপোজিটে নতুন সুদের হার চালু করল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার। ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট অনুসারে, সর্বোচ্চ সুদের হার সহ ব্যাঙ্ক ৪০০ দিনের একটি নতুন ফিক্সড ডিপোজিট মেয়াদ (বর্ষা আমানত) চালু করেছে। এর সঙ্গে, ব্যাঙ্ক ১ বছরের মেয়াদে ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার ১০০ বেসিক পয়েন্ট অর্থাৎ ১ শতাংশ কমিয়ে ৭ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশ করেছে। একইসঙ্গে ব্যাঙ্কের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে ৭ দিন থেকে ১০ বছরের মধ্যে আমানতের জন্য সাধারণ গ্রাহকদের জন্য ৩ শতাংশ থেকে ৭.৫ শতাংশের মধ্যে সুদের হার প্রদান করে। ব্যাঙ্ক সাধারণ নাগরিকদের জন্য ৭ দিন থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে ফিক্সড ডিপোজিটে আমানতের জন্য ৩ শতাংশ সুদের হার প্রদান করে। ৪৬ দিন থেকে ১৭৯ দিনের জন্য সুদের হার ৪.৫০ শতাংশ, ১৮০ দিন থেকে ২৬৯ দিনের মধ্যে আমানতের উপর ৫.০ শতাংশ, ২৭০ দিন এবং এক বছরের কম সময়ের মধ্যে ৫.৫০ শতাংশ সুদের প্রদান করছে। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ব্যাঙ্ক ৭ দিন থেকে ১০ বছরের জন্য ৩ শতাংশ থেকে ৭.৭৫ শতাংশ সুদ প্রদান করে। এই প্রসঙ্গে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বর্ধমান জোনের জোনাল ম্যানেজার প্রভাত কুমার সিনহা এই নতুন অফারটি সম্পর্কে জানান 'আমরা আমাদের গ্রাহকদের জন্য টার্ম ডিপোজিটে এই বর্ধিত সুদের হার নিয়ে আসতে পেরে আনন্দিত।'

বুধবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হবে বলে জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। উপকূলের জেলাগুলিতে কয়েক পশলা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে বলেই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এদিকে উত্তরবঙ্গে হবে হালকা থেক মাঝারি বৃষ্টি। আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, সোমবার কলকাতায় আংশিক মেঘলা ছিল আকাশ।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সিনিয়র ডেপুটি জিএম-এর দায়িত্বে অভয়কুমার গুপ্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ পূর্ব রেলের সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব নিলেন অভয় কুমার গুপ্ত। দক্ষিণ- পূর্ব রেল সূত্রে খবর, ৩১ জুলাই তিনি গার্ডেনরিচের দক্ষিণ-পূর রেলের সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর আগে, তিনি দক্ষিণ মধ্য রেলের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের দায়িত্বে ছিলেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১ অগস্ট ১৫ শ্রাবণ, ১৪৩০, মঙ্গলবার

রামনবমীর ঘটনায় এনআইএ তদন্ত নিয়ে হাইকোর্টে ভর্ৎসিত রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'রায় বিপক্ষে গেলেই পাল্টা মামলা। রাজ্য সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে সুপ্রিম কোর্টে।' রামনবমীর অশান্তি মামলা নিয়ে এই ভাষাতেই রাজ্যকে ভর্ৎসনা করল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রসঙ্গত, সোমবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে রাম নবমীর মামলার শুনানি ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এমন কথায় অস্বস্তিতে রাজ্য।

রামনবমীর অশান্তি নিয়ে এনআইএ-এর করা মামলায় রাজ্যের আচরণে বিরক্ত কলকাতা হাইকোর্ট। সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি মামলার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। সেখানেও রায় পক্ষে না গেলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। রাজ্যের একাধিক মামলা এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। এই বিষয়টি নজর এড়ায়নি কলকাতা হাইকোর্টের।

প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের তরফে গত সোমবারই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, রামনবমীতে অশান্তির ঘটনায় তদন্তভার থাকবে এনআইএ-এর হাতে। শীর্ষ আদালতে রাজ্যের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ই বহাল থাকে। তাতে স্বাভাবিকভাবেই অখুশি হয় রাজ্য সরকার। দ্বিতীয়ত শীর্ষ আদালত স্পষ্ট বলে দেয়, তদন্তের ক্ষেত্রে সমস্ত নথি রাজ্য পুলিশকে এনআইএ-এর হাতে তুলে দিতে হবে। এদিকে এনআই-এর অভিযোগ, রাজ্যের তরফে কোনও নথিই তাঁরা হাতে পাননি। এই অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন এনআইএ-র তদন্তকারীরা। এদিকে, আবার সোমবারই রামনবমীর অশান্তির ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এনআইএ তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসেই মামলা চেয়ে অনুমতি চায়। কিন্তু সেই আর্জিতে কোথাও উল্লেখ ছিল না যে শীর্ষ আদালত ইতিমধ্যেই এনআইএ-এর হাতে তদন্তভার রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

কেন্দ্রের তরফ থেকে আইনজীবী সওয়াল করেন, ইতিমধ্যেই বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের এজলাসে এই সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি হয়েছে। কিন্তু যেহেতু সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছে, এটি তাঁর এক্তিয়ার বহির্ভূত বলে মামলা ছেড়ে দেন। বিষয়টি জানার পরই বিরক্ত হন বিচারপতি সেনগুপ্ত। এরপরই বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'আপনারা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে একটা নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন। তার পর শীর্ষ আদালতের নির্দেশ পক্ষে না গেলে নতুন মামলা করছেন। এটা হতে পারে না।'

৩ অগাস্ট পর্যন্ত অভিষেকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নয়, ইডির মৌখিক আশ্বাসে সাময়িক স্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি-র করা এফআইআর খারিজ করতে চেয়ে মামলা করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবারও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলা শুনলেন না বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। ফলে ফের পিছিয়ে গেল শুনানি। কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের ভূমিকা নিয়ে এদিন কার্যত অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। ইডি মৌখিকভাবে আশ্বাস দিয়েছে আগামী ৩ অগাস্ট পর্যন্ত অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হবে না।

প্রসঙ্গত, মামলাটি কেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল ইডি। তার জেরে মামলা ছেড়েও দিয়েছিলেন বিচারপতি ঘোষ। এরপর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ফের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চেই পাঠান অভিষেকের মামলা। সোমবার বিচারপতি ঘোষ ইডি-র কাছে জানতে চান, প্রধান বিচারপতি তাঁর বেঞ্চকেই মামলার শোনার জন্য নির্দিষ্ট করায় ইডি সুপ্রিম কোর্টে যাবে কি না।

পাশাপাশি বিভিন্ন জামিন সংক্রান্ত মামলায় ইডি সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ায় সময় নষ্ট হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন বিচারপতি। তিনি জানান, সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে কি না, ইডি সেই উত্তর দিলে তবেই মামলা শুনবেন বিচারপতি। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার এ বিষয়ে উত্তর দিতে পারে ইডি।

শুনানির দিন পিছিয়ে যাওয়ায় বিচারপতি ইডি-কে বলেন, আমি আশা করব এর মধ্যে কোনও পদক্ষেপ করা হবে না। ইডি-ও মৌখিকভাবে সেই আশ্বাসই দিয়েছে। অর্থাৎ অভিষেকের বিরুদ্ধে ৩ অগাস্ট পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না। ফলে আপাতত স্বস্তি মিলল তৃণমূল সাংসদের। নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষের একটি মন্তব্যের পরই অভিষেকের নাম জুড়ে যায় নিয়োগ মামলার সঙ্গে। সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও রক্ষাকবচ পাননি তিনি। হাইকোর্টে মামলা ফিরলে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সেই এফআইআর খারিজের আর্জি জানিয়ে বিচারপতি ঘোষের বেঞ্চে মামলা করেছেন অভিষেক। এ ক্ষেত্রে ইডি-র বক্তব্য ছিল, নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি বিচারপতি ঘোষের বেঞ্চে হওয়ার কথা নয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যপালের এক্তিয়ার জানতে এবার শীর্ষ আদালতে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষাক্ষেত্র নিয়ে রাজ্য রাজ্যপাল সংঘাত চরমে। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপাল ও শিক্ষামন্ত্রীর মত পার্থক্য বারবার সামনে এসেছে। রাজ্যপাল একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করেছেন, যা শিক্ষা দপ্তরের একেবারেই মনপূতঃ হয়নি।

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের এক্তিয়ার জানতে এবার সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরিকল্পনা নিচ্ছে শিক্ষা দপ্তর। রাজভবনের বিরুদ্ধে উচ্চ শিক্ষায় নজিরবিহীন হস্তক্ষেপের অভিযোগ আনতে চলেছে রাজ্য সরকার।

রাজ্যপাল পদাধিকার বলে রাজ্যের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য। ইতিমধ্যেই তিনি 'ইউনিভার্সিটি কো অর্ডিনেশন সেন্টার' অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয় কেন্দ্র তৈরি করেছেন। যা নিয়ে প্রথম থেকেই সরব শিক্ষা দপ্তর। এই রকম নানা ইস্যুকে সামনে রেখে দেশের শীর্ষ আদালতে দ্বারস্থ হচ্ছেন বলে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। যেখানে মূল প্রশ্ন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে রাখা হবে, রাজভবনের এক্তিয়ার কতটা তা নিয়েই।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'নির্বাচিত রাজ্য সরকার, শিক্ষা দপ্তরকে বাদ দিয়ে এটা উনি করতে পারেন কি না সেটা জানতে চাওয়ার জন্য আমরা শীর্ষ আদালতে যেতে চাইছি। নিশ্চয়ই এর সদুত্তর পাব।'

সোমবার মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি বা ম্যাকাউটের সল্টলেক ক্যাম্পাসে ভাইস চান্সেলরদের নিয়ে ইউনিভার্সিটি কোঅর্ডিনেশন সেন্টারের বৈঠকে বসেন সিভি আনন্দ বোস। এই বৈঠকও না পসন্দ রাজ্য সরকারের। আর এই প্রসঙ্গ টেনেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, রাজ্যপাল যে কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন, সেটা স্বৈরাচারের থেকে কম কিছু না। রাজ্যপাল যা করছেন তা আদৌ তিনি করতে পারেন কিনা তা জানতেই রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে বলেও ইঙ্গিত দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

একইসঙ্গে ব্রাত্য বসুর সংযোজন, 'রাজভবন থেকে উচ্চশিক্ষায় আমাদের রাজ্যে নজিরবিহীনভাবে হস্তক্ষেপ চলছে। আমরা কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি। আমরা সামনে একটা কনভেনশন করছি। সেখানে সারা ভারত থেকে লোকজন আসছেন। আমরা সেখানে সুর চড়াতে পারি। আমরা তো কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা তৈরি করতে চাই না। পারলেও চাই না।

বরং আমরা সব পক্ষকে বলব এই যে নজিরবিহীন হস্তক্ষেপ চলছে, তাতে আপনারা নির্বাচিত সরকারের পাশে থাকুন।'

মুন্সি প্রেমচাঁদের জন্মদিনে কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আধুনিক হিন্দি ও উর্দু ভাষার অন্যতম সফল লেখক ছিলেন মুন্সি প্রেমচাঁদ। তিনি ছিলেন হিন্দি ও উর্দু সাহিত্যের স্বনামধন্য কথাশিল্পী। অনেকেই তাঁকে 'হিন্দির বঙ্কিম চন্দ্র' বলে অভিহিত করে থাকেন। কাঁকিনাড়ার জ্যোতি ফাউন্ডেশনের ভারতীয় সাহিত্য মঞ্চের উদ্যোগে সোমবার প্রখ্যাত এই সাহিত্যিকের জন্মদিন পালন করা তাঁরই নামাঙ্কিত প্রেমচাঁদ প্রতিভা সম্মান' প্রদান করা হয়। এদিন কবি, লেখক ও সাহিত্যিক-সহ বিশিষ্টজনদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে এদিন কুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজনের পাশাপাশি নাটকও মঞ্চস্থ করা হয়। জ্যোতি ফাউন্ডেশনের সম্পাদক প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, 'স্বনামধন্য সাহিত্যিক তথা ঔপন্যাসিক মুন্সি প্রেমচাঁদের জন্মজয়ন্তী পালনের মধ্য দিয়ে কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা

ভাটপাড়ার প্রেমচাঁদ শতবর্ষিকী ভবনে। এদিন ভাটপাড়া পুর অঞ্চলের উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিকে কৃতী প্রায় ৮০০ জন পড়ুয়াকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি ' জ্ঞাপন করা হয়েছে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য, ভাটপাড়া তথা ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের মেধাবী অভাবী পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া।'

ভাঙড়ে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার, আদালতে জানাল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভাঙড় থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সোমবার আদালতে একথা জানাল রাজ্য। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে রাজ্যের এই দাবির পর আদালতও জানিয়েছে এখন আর নওশাদের ভাঙড়ে ঢুকতে কোনও বাধা নেই। ফলে সোমবারই যে আদালতে ভাঙড় মামলার নিষ্পত্তি হল, এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি ছিল। এদিকে ভাঙড়ে ঢোকার মুখে একাধিকবার বাধা পেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন স্থানীয় বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। কেন নির্বাচিত বিধায়ককে তাঁর নির্বাচনী ক্ষেত্রে যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্নও আদালতে এদিন তোলেন তাঁর আইনজীবী। এমনকী নওশাদকে আটকাতে অতিসক্রিয়তাও দেখানো হয়েছে বলে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে অভিযোগ জানানো হয়। তখনই রাজ্যের আইনজীবী জানান, সোমবার থেকে ভাঙড়ে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে বিধায়ক নওশাদের মামলার কোনও যৌক্তিকতা নেই বলে আদালতে জানায় রাজ্য সরকার।

প্রসঙ্গত মনোনয়ন পর্ব থেকে ভাঙড়ে উত্তেজনা ছড়ায়। গুলি চালনা ও মুহুর্মুহু বোমবাজির অভিযোগ ওঠে তৃণমূল ও আইএসএফের বিরুদ্ধে। মনোনয়ন পর্বে দুই তৃণমূল ও এক আইএসএফ সমর্থকের মৃত্যু হয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন কোনও বড়ধরনের ঘটনা না ঘটলেও ভোটগণনার সময় ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভাঙড়।

এরপরই আইএসএফ-এর তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়, তাদের প্রার্থীকে জোর করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই ইস্যুতে পুলিশের সঙ্গে নওশাদ সিদ্দিকির দলের সমর্থকদের খণ্ডযুদ্ধ বাধে। গুলিতে আহত হন বারুইপুর পুলিশের এএসপি সহ দুই পুলিশকর্মী। এদিকে আবার ১২ জুলাই নওশাদকে রাজারহাটে আটকায় পুলিশ, ১৭ জুলাই তাঁকে ভাঙড়ে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়।

এই ঘটনার পর সম্প্রতি ভাঙড়কে কলকাতা পুলিশের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা পুলিশ কমিশনার ও রাজ্য পুলিশের ডিজিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে বলেই খবর। তারপর ভাঙড়ে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বুদ্ধদেব নিয়ে মন্তব্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়, নতুন সাফাই দিলেন কুণাল ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অসুস্থ হয়ে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর তাঁকে নিয়ে কুণাল ঘোষের করা পোস্ট ঘিরে ঝড় ওঠে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কুণালের সমালোচনায় সরব হন সিপিএম নেতৃত্ব-সহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ। এ নিয়ে এবার নয়া পোস্ট কুণাল ঘোষের। সোমবার কুণাল লেখেন, 'বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছি। এখনও করি, করব। একটা সময়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। সাংবাদিক কুণাল ঘোষকে কোনওদিন খালি হাতে ফেরাননি। কিছুদিন আগে মীরা ভট্টাচার্যের সঙ্গেও দেখা হল, কথা হল। আমার সৌজন্যের কোনও অভাব নেই। ছাগলের কিছু তৃতীয় সন্তান আমার কথার কিছু অংশ নিয়ে নাচছে। যারা মুখ্যমন্ত্রীর পায়ের চোট নিয়ে অসভ্যতা করে, সোশ্যাল মিডিয়ায় কুরুচিকর পোস্ট করে, তাদের কাছে শালীনতা, সৌজন্য, রুচি শিখব? ছোঃ।'

এই পোস্টের মধ্যে দিয়ে কুণাল সমালোচকদের একহাত দিলেন বলেই মনে করছেন অনেকে। আবার একাংশের ধারনা, সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ভাবে ঝড় উঠেছে কুণালের বিরুদ্ধে তাতে নিজের ভুল হয়তো বুঝতে পেরেছেন তৃণমূলের এই মুখ পাত্র। কারণ, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে নিয়ে তাঁর কমেন্টের পর সোশ্যাব মিডিয়ায় অনেকেই তাঁকে সবক শিখিয়েছেন। এরপরও সোমবারের কুণালের পোস্টের কমেন্ট বক্সেও একের পর এক সমালোচনা।

প্রসঙ্গত, এর আগে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর কুণাল ঘোষ সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, 'বুদ্ধবাবুর আরোগ্য আমিও চাই, উনি সুস্থ থাকুন। কিন্তু দয়া করে আদিখ্যেতার পোস্টে ওঁকে মহাপুরুষ বানাবেন না। উনি সিপিএম আর ওঁর ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভুলে বহু ক্ষতি হয়েছে।' কুণাল ঘোষের এই পোস্টকে ঘিরে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় ওঠে। শুধু সিপিএম নেতানেত্রীরাই নন, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষও কুণালের সমালোচনায় সরব হন।

অনলাইন কোচিং সেন্টারের আড়ালে কোটি কোটি টাকা যাচ্ছে চিনে, নজর ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কোচিং সেন্টারের আড়ালে চিনে টাকা পাচার! সাধারণ একটা কোচিং সেন্টারের টাকা লেনদেনে নজর দিতেই চোখ কপালে উঠল এনফোর্সমেন্ট ডিরক্টরেটের। সংস্থাটি থেকে ১২ কোটি ২৫ লাখ টাকা বাজেয়াপ্ত করে ইডি।

'নিট' বা আইআইটিতে চান্স পাইয়ে দেওয়ার বিজ্ঞাপন দেখে অনলাইন এই সংস্থায় পড়তে আসত প্রচুর পড়ুয়া। নামমাত্র টাকা 'এনরোলমেন্ট ফি' হিসাবে নিয়ে এরপর মোটা কোর্স ফি নিত এই অনলাইন কোচিং সেন্টার। এমনিতে অনলাইন কোচিং সেন্টারটি ঘিরে কোনও সমস্যার ছিল না। কিন্তু এই সংস্থার টাকার লেনদেনের দিকে নজর দিতে গিয়েই চোখ আটকে যায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের। তাঁরা জানতে পারেন, ওই পঠনপাঠন সংস্থাটির কোটি কোটি টাকা পাচার হয়েছে চিনে। সেই সূত্র ধরেই ফের তদন্ত শুরু করে ইডি। জানতে পারে যে, ওই সংস্থাটি পরিচালিত হচ্ছে চিন থেকেই। জিজ্ঞাসাবাদের মুখে সংস্থাটির ভারতীয় কর্তারা স্বীকার করেছে যে, চিনের কর্তাদের নির্দেশেই চলছে এই কোচিং সেন্টার।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা একটি বেসরকারি শিক্ষাকেন্দ্রর উপর নজর পড়ে গোয়েন্দাদের। ওই শিক্ষাকেন্দ্রটি থেকে যে বেআইনি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে, এমনই সন্ধান পান গোয়েন্দারা। সেই সূত্র ধরেই ওই সংস্থার দপ্তরে ইডি তল্লাশি চালিয়ে প্রথন দফায় ৮ কোটি ৩১ লাখ টাকা উদ্ধার করে। কিন্তু ওই টাকা উদ্ধারের পরও একইভাবে টাকা পাচার করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। পরের দফায় ইডি তল্লাশি চালিয়ে ৩ কোটি ৯৪ লাখ টাকা উদ্ধার করে। মোট ১২ কোটি ২৫ লাখ টাকা ইডি বাজেয়াপ্ত করে।ওই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিই একটি বিশেষ অনলাইন কোচিং সেন্টার চালায়। সেই কোচিং সেন্টারটি এনআইআইটি ও আইআইটিতে সুযোগ পাওয়ার জন্য ক্লাস করায়। এ ছাড়াও বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদেরও অনলাইন ক্লাস নেয় ওই কোচিং সেন্টার। বিশেষ করে সিবিএসই, আইসিএসসি-র বহু ছাত্রছাত্রীই ওই কোচিং সেন্টারে ক্লাস করে। সংস্থাটির দাবি, প্রায় ৭০ লাখ ছাত্রছাত্রীকে পড়িয়েছে এই অনলাইন কোচিং সেন্টার।

সংস্থার মালিক লিউ কান চিনেরই বাসিন্দা। বেজিং-সহ চিনের একাধিক শহরে তাঁর বাড়ি ও অফিস রয়েছে। ইডির দাবি, লিউ কানের নির্দেশেই এই দেশে চলে এই কোচিং সেন্টার। কিন্তু ওই কোচিং সেন্টারের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে তোলা ফি হিসাবে এখনও পর্যন্ত ৮২ কোটি ৭২ লাখ টাকা পাচার হয়েছে চিন, 'সার' বা স্পেশাল অ্যা ডমিনিস্ট্রেটিভ রিজিওনস অফ চায়না, হংকংয়ে।

সংস্থার আসল মালিক লিউ কান ওই ভারতের অধিকর্তাকে জানান যে, সোশ্যাটল মিডিয়ায় বেশি করে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। যদিও ইডির অভিযোগ, ওই বিজ্ঞাপনের কোনও নথি তাঁরা গোয়েন্দাদের দেখাতে পারেননি। এছাড়াও এই দেশের পরিকাঠামোর জন্য, টাকা রেখে বাকি টাকা পাঠানো হত চিনের কয়েকটি বিশেষ অ্যা কাউন্টে। এই ব্যাপারে আরও তদন্ত করে তথ্য জানার চেষ্টা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ইডি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনে আগুন, নিয়ন্ত্রণে এলেও আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ নম্বর গেটের কাছে একটি ভবনে আচমকা আগুন লাগল। সোমবার ওই ভবনের তৃতীয় তলে আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে যায় দমকলের দু'টি ইঞ্জিন। দুপুর ১টা ১৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র থেকে আগুন বলে অনুমান।

প্রসঙ্গত, ১৬-১৭ঘণ্টা চেষ্টার পর রবিবার বিকেলে নিয়ন্ত্রণে আসে বারুইপুরের প্লাস্টিক কারখানার আগুন।কলকাতাতেও গত কয়েক দিনে বেশ কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গত ২২ জুলাই কলকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতালে আগুন-আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। কার্ডিয়োলজি বিভাগের ক্যাথ ল্যাব থেকে ধোঁয়া দেখা গিয়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে গিয়েছিল দমকলের দু'ট ইঞ্জিন। এর আগে, কলকাতার অদূরে হাওড়ার মঙ্গালাহাটে আগুন লেগেছিল। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বহু কাপড়ের দোকান। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে কলকাতার পার্ক স্ট্রিট লাগোয়া এলাকার একটি রেস্তরাঁর রান্নাঘরে আগুন লেগেছিল রাজভবনের অদূরে বিবাদী বাগ চত্বরে টেলিফোন ভবনের কাছে একটি বহুতলে আগুনও লেগেছিল। গত মার্চ মাসে আগুন লেগেছিল দক্ষিণ কলকাতার দক্ষিণাপণে শাড়ির দোকানে।

সম্পাদকীয়

জোটকে আক্রমণ করতে মোদিকে শেষপর্যন্ত ভরসা করতে হল মহাত্মা গান্ধিকে

'ইন্ডিয়া' শোনার পরই তাঁর মুখ থেকে এপর্যন্ত যা যা বেরিয়েছে তাতে 'প্যানিক অ্যাটাকের' লক্ষণ স্পষ্ট। 'ইন্ডিয়া' বললে যে 'ভারত'-কেই বোঝায় তা একটা শিশুও জানে। যে সংবিধানকে সাক্ষী রেখে প্রধানমন্ত্রী শপথ নিয়েছেন তারও শুরুতে লেখা আছে 'ইন্ডিয়া, দ্যাট ইজ ভারত'। প্রধানমন্ত্রী যখন বিদেশে যান, তখন তাঁকে 'প্রাইম মিনিস্টার ইন ইন্ডিয়া' বলেই পরিচয় করানো হয়। ভারতের সেনা ও নৌবাহিনী 'ইন্ডিয়ান আর্মি', 'ইন্ডিয়ান নেভি' বলে পরিচিত। ভারতের নির্বাচন কমিশনের মতো অন্তত ২০টি সাংবিধানিক স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যাদের নামের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে 'ইন্ডিয়া' বা ইন্ডিয়ান শব্দ। ক্ষমতায় আসার পর থেকে এমন অনেক প্রকল্প চালু করেছে মোদি সরকার, যার নামের সঙ্গে 'ইন্ডিয়া' যুক্ত। যেমন 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া', 'স্কিল ইন্ডিয়া'। এতদিন সাধারণ মানুষের কাছে নিজের ও সরকারের ভাবমূর্তি তৈরি করতে এই 'ইন্ডিয়া' বা ভারত শব্দটি যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ভালোই জানেন, এই তিন বর্ণের শব্দটির সঙ্গে জুড়ে রয়েছে জাতীয়তাবাদ, আবেগ, আত্মবলিদানের ইতিহাস। মোদির 'মুখোশ' খুলতে এই 'ইন্ডিয়া'-কে জোটের নাম হিসেবে বিরোধীরা বেছে নেওয়ায় হয়তো একটা 'আতঙ্ক' চেপে ধরেছে প্রধানমন্ত্রীকে। গত প্রায় তিন মাস ধরে মণিপুর জ্বলছে। এই নিয়ে সংসদে তাঁর বিবৃতির জন্য বিরোধীরা দাবি জানিয়ে আসছে। পাশাপাশি দেশের বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি নারী, নির্যাতনের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেলেও টুঁ-শব্দটি করছেন না প্রধানমন্ত্রী! কিন্তু সদ্য ভূমিষ্ঠ 'ইন্ডিয়া' জোট নিয়ে তাঁর মাথাব্যথার যেন শেষ নেই! প্রায় প্রতিদিন জোটকে হেয় করতে স্তোত্রপাঠের মতো জোটের 'ইন্ডিয়া' তাঁর মুখে ঘুরে ফিরে আসছে। জোট আতঙ্কে 'আতঙ্কিত' হয়ে শেষপর্যন্ত 'দাম্ভিক' মোদিকে মহাত্মা গান্ধীর শরণাপন্ন হতে হল! আসলে 'ইন্ডিয়া' জোট নিয়ে আরও একবার মোদিবাহিনীর দ্বিচারিতা সামনে এসে পড়েছে। জাতীয়তাবাদের আবেগকে উস্কে দিতে 'ইন্ডিয়া' বা 'ভারত' নামটির উপর একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করতে চেয়েছে বিজেপি। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের আগে পাকিস্তানে 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের' পর তা দেখা গিয়েছে। আরও একটি লোকসভা নির্বাচন সামনে এসে পড়ায় সেই জাতীয়তাবাদের আবেগকে উস্কে দিতে ভোট পেতে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন, দেশের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য ভারত প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণরেখা পেরতে প্রস্তুত। বিজেপির এই জাতীয়তাবাদে বিরোধী জোট ভাগ বসাতে পারে বুঝেই মোদির মুখে এখন জোটের 'ইন্ডিয়া' নামে প্রবল ঘৃণা, বিদ্বেষ আর তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ছে। বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর প্রসঙ্গ টেনে মঙ্গলবার তিনি বলেছিলেন, 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন', 'পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া'-র মতো সংগঠনের নামের মধ্যে 'ইন্ডিয়া' আছে। বৃহস্পতিবার বলেছেন, নিষিদ্ধ সংগঠন সিমি-র নামেও 'ইন্ডিয়া' আছে। আতঙ্কগ্রস্ত মোদি আসলে বোঝাতে চাইছেন, নামে কী আসে যায়। কতটা ভীত সন্ত্রস্ত হলে মানুষ বেপরোয়া হয়ে ওঠে তার প্রমাণ দিচ্ছেন মোদি। বৃহস্পতিবার রাজস্থানে জোটের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি মহাত্মা গান্ধীর 'ভারত ছাড়ো' তথা কুইট ইন্ডিয়ার কথা টেনে আনেন। গান্ধীজির সম্পর্কে বিজেপি'র মূল্যায়ন কারও অজানা নয়। একদিকে দেশবাসী ও প্রচার মাধ্যমের সামনে ৩০ জানুয়ারি গান্ধীজির প্রয়াণ দিবস স্মরণ করতে দেখা যায় মোদিকে, অন্যদিকে গোয়ালিয়রে হিন্দু মহাসভা গান্ধীর 'খুনি' বলে অভিযুক্ত নাথুরাম গডসে 'স্মৃতিদিবস' পালন করে! তাদের উদ্যোগে এই গডসে বন্দনা, বিভিন্ন রাজ্যে গান্ধীমূর্তি ভাঙা, প্রজাতন্ত্র দিবসের 'বিটিং রিট্রিট' থেকে গান্ধীর পছন্দের প্রার্থনা সরিয়ে দেওয়ার ঘটনা রয়েছে। অন্যদিকে, রাজঘাটে মোদির গান্ধীস্মরণ, সাবরমতী আশ্রমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়াল চিত্রের উদ্বোধনের ঘটনায় কেন্দ্রের শাসকদলের ভণ্ডামি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। এই ভণ্ডামিকেই উস্কে দিয়ে এবার জোটের দিকে আঙুল তুলতে সেই জাতির জনকের দ্বারস্থ হয়েছেন মোদি! কিছুদিন আগে বলতেন বিরোধী-শূন্য ভারতের কথা, এখন বলছেন 'ভারত ছাড়োর' কথা! আসলে তিনি ভূত দেখছেন, 'ইন্ডিয়া' জোটের ভূত।

জন্মদিন

আজকের দিন

মীনাকুমারী

১৯৩৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মীনাকুমারীর জন্মদিন।*
১৯৫২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সইফুদ্দিন চৌধুরীর জন্মদিন।*
১৯৬৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ দিলীপ ঘোষের জন্মদিন।*

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নে প্রয়োজন

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের সহায়ক সদিচ্ছা ও রাজনৈতিক ঐকমত্যও

শান্তনু রায়

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের বিষয়ে মতামত আহ্বান করে আইন কমিশনের সাম্প্রতিক বিজ্ঞপির পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি আবার সামনে এসেছে-আলোচনা তর্ক-বিতর্ক চলছে এবং দেশের বর্তমান আবহে স্বাভাবিকভাবেই এক রাজনৈতিক মাত্রা পেয়েছে। একথা ঠিক যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালুর দাবি বর্তমানে,যে কারণেই হোক মুখ্যত বিজেপির। সে দাবি অন্য দলগুলির কেন নয় সেও বড় বিস্ময়ের- পাছে শাসকদলের কোন রাজনৈতিক সুবিধা হয়ে যেতে পারে হয়ত এই আশংকায়, বিশেষত বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে। এঁরা এবং এঁদের সমর্থক অনেক কলমচিরা মনে করছেন আইন কমিশনের এমন পদক্ষেপে নাকি ধর্মীয় 'বিভেদ' সৃষ্টি হবে!। কিন্তুপ্রকৃত পক্ষে এটা বিজেপি-কংগ্রেস বা সিপিএম-তৃনমূল দ্বন্দ্ব বা রাজনৈতিক তরজার বিষয় নয়-এ এক সামাজিক সমস্যা। হয়তো কেন্দ্রের বর্তমান শাসকদল বিজেপি এই অভিন্নবিধি প্রণয়নে সচেষ্ট হয়েছে বলেই বিবিধ প্রশ্ন আসছে।কিন্তু সে প্রশ্ন বিচারে সময়ের দাবিতে জীবন বীক্ষার অভিমুখটির সঠিক উপলব্ধি ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি অতিক্রম করে সুষ্ঠ সাহসী উপস্থাপনের প্রয়াস অবশ্যই প্রয়োজনীয়-যা নজরে এল এক বাংলা দৈনিকে অতি সম্প্রতি প্রকাশিত একটি নিবন্ধে।

প্রসঙ্গত দেশের সংবিধান প্রণয়নকারী গোষ্ঠীর সভাপতি ডঃ বি আর আম্বেদকার স্বাধীনোত্তর ভারতীয় সমাজের সস্কারের স্বপ্নই ব্যক্ত করেছিলেন এভাবে - I personally do not understand why religion should be given this vast expansive jurisdiction –so as to cover the whole of life and to prevent the legislature from encroaching upon that field. After all– what are we having this liberty forÚ We are having this liberty in order to reform our social system –which is so full of inequities– discrimination and other things– which conflict with our fundamental rights.

তবে সংবিধান প্রণেতারা সেসময় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন করেননি। আম্বেদকার,পণ্ডিত নেহরু কে এম মুনশি প্রমুখ এবং মুসলিম প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বিস্তারিত ও দীর্ঘ আলোচনাঅন্তে-যে আলোচনার অভিমুখ ও মুল নির্যাস ছিল আইনকে ধর্মের নিগড় থেকে বিযুক্তিকরণ,সংবিধানসভা অভিন্ন দেওয়ানী বিধি বিষয়টি সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করে (অনুচ্ছেদ ৪৪) এ ব্যাপারে আইন প্রণয়নের গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করেছিল ভাবী সংসদের উপর। অন্যদিকে শীর্ষ আদালতও সেই ১৯৯৫ সাল থেকেই বিভিন্ন মামলার রায়ে অভিন্ন দেওয়ানিবিধি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে আসছে। এমতাবস্থায় এতকাল সচেতনভাবে রাষ্ট্রীয় চর্চার বাইরে রেখে রূপায়নের নিঃশেষ্টতা কাটিয়ে স্বাধীনতার সাড়ে সাত দশকের অধিককাল পরে এ নিয়ে সরকারিস্তরে প্রাথমিক উদ্যোগেই রাজনৈতিক মহলের একাংশের ব্রোধিতা ও আপত্তি আপাতবিস্ময়ের হলেও বাস্তব। এই আপত্তি ওজর এ চাপা পড়ে যাচ্ছে,যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি-সংবিধান সভা এ ব্যাপারে ভাবী সংসদের উপর যে গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করেছিল তা পালনের কি সদিচ্ছা কদাচ প্রদর্শিত হয়েছে এ দীর্ঘকালে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিভিন্ন সরকারের আমলে?যাঁরা সে সময় অভিন্ন দেওয়ানীবিধি হওয়া যথার্থ ও বাঞ্ছনীয় 'স্বীকার' করেও রূপায়নের উপযুক্ত সময়ের যুক্তি তুলেছিলেন তাঁরাই বা কি করেছেন এতদিন? কোন সামাজিক সংস্কার চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়-এ ভাবনার প্রেক্ষিতে তাগিদটা আরও জোরালোভাবে সমাজের ভিতর থেকেই আসা উচিত ছিল না কি? সময়ের অগ্রগতির সাথে তাল রেখে সংশ্লিষ্ট সমাজের অভ্যন্তরের শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত পরিসর থেকেই জোরাল দাবি উঠবে-সমানাধিকারের স্বার্থে এক অভিন্নবিধির প্রণয়নের, অন্তত ১৯৫৬ য় হিন্দু কোড বিল পাশ হয়ে যাওয়ার পরে-একি প্রত্যাশিত ছিল না-এখনও কি সেই 'সময়'আসেনি! বাস্তবে কিন্তু বিপরীতমুখীপ্রবণতা লক্ষ্য করা গেল-ধর্মের অজুহাতে পশ্চাৎমুখীনতা ও কুসংস্কার প্রবণতাকেই হাওয়া দেওয়া হতে লাগল মৌরসীপাট্টা বজায় রাখতে।ভিন্নধর্মীরা এগিয়ে এলে ধর্ম বিপন্ন এমন জিগির তুলতে-ধর্মীয় ব্যাপারে 'হস্তক্ষেপে' 'সম্প্রীতি বিঘ্নিত'হওয়ার 'আশঙ্কা' অনুভবে যেমন বিলম্ব হয়নি, তেমনই স্বধর্মের কেউ বললে তাকে যে করেই হোক কোনঠাসা করতে এককাট্টা হতেও।

তবুও স্বীকার্য বিচ্ছিন্নভাবে হলেও নতুন সূর্যোদয়ের পথে অনেক আগে থেকেই হেঁটেছিলেন গুটিকয় মানুষ অন্তত কিছুপথ ,দু'হাতে সমস্ত প্রতিকুলতা সরাতে না পারলেও। এ প্রসঙ্গে মনে পড়তেই হবে মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলার কোঙ্কোনের এক গ্রামে সাধারণ মারাঠি ভাষাভাষী পরিবারে জন্মগ্রহন করা হামিদ দালোয়াই (১৯৩২-১৯৭৭) এর মত এক আধুনিকমনস্ক ও সমাজসংস্কারক মানুষের কর্মকাণ্ডের কথা।যাঁর উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে ১৯৬৬ সালের ১৮ই এপ্রিলে তিন তালাক প্রথা রদ, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন ইত্যাদি দাবিতে সাতজন মুসলিম মহিলার বোম্বাই (অধুনা মুম্বাই) নগরীতে মন্ত্রনালয়ের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক পদযাত্রা যা মুসলিম নারীর অধিকার অর্জনের লড়াইয়ে এক বিশেষ মাত্রা দিয়েছিল। প্রথম যৌবনে রামমনোহর লোহিয়া জয়প্রকাশ নারায়ন প্রমুখের প্রভাবে সোশ্যালিস্ট পার্টির শাখা সংগঠন রাষ্ট্রীয় সেবাদলের সদস্য পরে সক্রিয় রাজনীতির পরিসর ত্যাগ করে সমাজসেবায় এবং মুসলিম সমাজ সংস্কারে পুরোপুরি নিজেকে উৎসর্গ করা দলোয়াইএর পিছনে তখন না ছিল কোন রাজনৈতিক দল না কোন সামাজিক সংগঠন। মনে রাখতে হবে ষাটের দশকে দালোয়াই যখন মুসলিম সমাজে সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনতালাক, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা নিরসনে এবং বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের মত বিষয়গুলি রাষ্ট্র কর্তৃক

বিধিবদ্ধ আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত করার দাবি করেছিলেন তখন পর্যন্ত রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিসরে এ দাবির কথা কারো ভাবনায়ও আসেনি। মহারাষ্ট্রে মুসলিমরা উর্দুর পরিবর্তে তাদের মাতৃভাষা মারাঠিতে শিক্ষালাভ করতে পারে সেজন্য সোচ্চার হয়েছিলেন দলোয়াই। দত্তক নেওয়ার রীতি মুসলমানসমাজে যাতে স্বীকৃতি পায় সেজন্যও সচেষ্ট হয়েছিলেন তিনি। হিন্দু সাম্পদায়িকতা এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে দালোয়াইএর অভিমতও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে লেখনীকে সর্বদা হাতিয়ার করা সাংবাদিক ও চিন্তক দালোয়াইএর শ্রেষ্ঠ রচনা- মুসলিম পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া। সে অর্থে দালোয়াইই এদেশে মুসলিম সমাজে সংস্কারের অগ্রপথিক। ১৯৭৭এ দালোয়াই এর প্রয়ানের পর ১৯৭০এ পুনেতে, জ্যোতিরাও ফুলের সত্যশোধক সমাজের দৃষ্টান্তে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সত্যশোধক মণ্ডলের প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তাঁর স্ত্রী মেহরুন্নেসা এবং আটের দশকে তিনতালাক রদের দাবিতে মহারাষ্ট্রে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু পয়তাল্লিশ বছরের জীবৎকালে দালোয়াই এর সকল সমাজসংস্কারমূলক কাজে তাঁকে অনেক বাধা ও প্রবল বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল নিজের সমাজের থেকেই। অনেকেরই অনুমান দালোয়াইএর সমাজসংস্কারের কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করতেই ১৯৭৩ সালে তৈরি হয় মুসলিম পার্সোনাল ল' প্রোটেকশান কমিটি যেটিই পরবর্তীকালের মুসলিম ল' বোর্ড যা আজ ভারতবর্ষে মুসলিম সমাজের একচ্ছত্র প্রতিনিধিত্বের বলে দাবিদার এরা যেমন তিন তালাক নিষিদ্ধকরনের বিরোধিতা করেছে-আদালতের রায়ের পর কতিপয় বোরখা পরিহিতাদের সামনে এনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে এখনও তেমনই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের কথা উঠলেই ধর্মীয় অজুহাতে রে রে করে উঠছে।এদের সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ থাকা জরুরি সংশ্লিষ্ট সকলের-বিশেষত মুসলিম জনমানসকে।

প্রসঙ্গত তালাকের মত একটি অন্যায় অমানবিক প্রথা বিলোপ করতে গনতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ একটি দেশে স্বাধীনতার পর সত্তর বছর লেগে গেল, এবং তাও হল দেশের উচ্চতম আদালতের রায়ের বলে। যদিও ঘরের পাশে বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে মিশর এবং মধ্যপ্রাচ্যের অনেক মুসলিম দেশেই এই প্রথা অনেক আগেই নিষিদ্ধ হয়েছিল। উল্লেখ্য তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে সামরিক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর আমলে আইন করে এই প্রথা রদ হয় সামাজিক আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে। অতএব এই অমানবিক কুপ্রথা রদ কারও ব্যক্তিগত ধর্মীয় আচার-আচরনে হস্তক্ষেপ — এ অপপ্রচার মাত্র। এদেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দল এবং প্রগতিশীল মুসলিম মহিলা সংগঠনগুলি তিন তালাক নিষিদ্ধকারী রায়কে স্বাগত জানালেও কিছুমহল কিন্তু মুসলিম মহিলাদের লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং ন্যায়বিচার, নারীর স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়ন পক্ষে সেই লড়াইকে সহজে মেনেনিতে পারেনি। অল ইন্ডিয়া মুসলিম ল'বোর্ড এবং তাদের প্ররোচনায় ব্যক্তি বিশেষ বিরোধিতা করেছিলেন ;এমন কি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র ছাত্রীরাও (জিন্স টপ এর সাথে হিজাব বা বোরখা পরিহিতা) যারা অন্য বিষয়ে নিজেদের আধুনিক বলে দাবি করেন পথে নেমেছিলেন। অন্যদিকে ঐ রায়ের পর মামলাকারী পঞ্চকন্যার অন্যতম এই বাংলার ইসরাত জাহান হাওড়ায় নিজের এলাকায় সামাজিক বয়কটের মুখে পড়ে এলাকাবাসী একাংশের চোখে অভিধাপ্রাপ্ত এক 'গন্দি আউরাত'। তখন কোন রাজনৈতিক দলকে, না বামপন্থার ভেকধারীদেরও , তাঁর পাশে পাননি সেই অসমসাহসিনী যোদ্ধা। বরং এ রাজ্যের এক মন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের রায় অসাংবিধানিক এমন আলটপকা মন্তব্য করেছিলেন যিনি এবার অভিন্ন দেওয়ানী বিধি প্রণয়নের বিরুদ্ধতায় বিভিন্ন সভা সমিতিতে সোচ্চার। তবে একথাও ঠিক যে আশির দশক থেকে কিছু সাহসী মুসলিম নারীদের লড়াইয়ের ফলেই মুসলিম মেয়েদের অবস্থার কতটা বদল ঘটেছে ।এঁদের সকলের নিজ নিজ প্রয়াস অবশ্যই কুর্নিশযোগ্য।এদের মধ্যে প্রয়াত হামিদ দালোয়াইএর স্ত্রী মেহরুন্নেসা যেমন আছেন তেমনই এক অনমনীয় নির্ভীক নাম ইন্দোরের শাহবানু। অনেকেরই হয়ত স্মরণে আছে ১৯৮৫তে এই শাহবানুর খোরপোষের মামলার সূত্রে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওয়াই বি চন্দ্রচূড়-এর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এক যুগান্তকারী রায় দিয়েছিলেন মুসলিম নারীদের পক্ষে।অনেকের মতে সেই রায়ে ধর্মের উপরে স্থান পেয়েছিল ন্যায়বিচার এবং সমানাধিকারের বাণী। উল্লেখ্য সেই মামলায় শাহবানুর বিরুদ্ধে তাঁর স্বামীকে মদত দিয়েছিল অল ইণ্ডিয়া মুসলিম ল' বোর্ড। 'মৌলবাদী শক্তির সাথে কোন আপোষ করা হবে না' তরুন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর প্রাথমিকভাবে এমন মনোভাব থাকলেও এবং তাঁর এমন মনোভাব অনুমানে স্বরাষ্ট্রদপ্তরের তৎকালীন রাষ্ট্রমন্ত্রী আরিফ মহম্মদ খানও (কেরালার বর্তমান রাজ্যপাল) শীর্ষ আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়ে সংসদে এক প্রশংসনীয় ভাষণ দিলেও দূর্ভাগ্যজনকভাবে, পরবর্তীতে মুসলিম ল' বোর্ডের বিরোধিতায় ও কিছু দলীয় সতীর্থদের পরামর্শে নির্বাচনী রাজনীতির দিকে লক্ষ্য রেখে শীর্ষ আদালতের সেই রায়কে বানচাল করতে ১৯৮৬তে আনলেন মুসলিম মহিলা আইন। এক আধুনিকমনস্ক প্রধানমন্ত্রী একশ আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে এই পশ্চাৎগামী পদক্ষেপ স্তম্ভিত করল দেশকে, হতাশ আহত করল মুসলিম নারীদের ভাবাবেগকে- কঠিন করে দিল তাঁদের অভিযাত্রাকে। অদ্ভুত অকল্পনীয় এই দলীয় অবস্থানের প্রতিবাদে মন্ত্রীত্ব ও দলীয় সদস্যপদ ত্যাগ করলেন আরিফ মহম্মদ খান, আইনমন্ত্রী অশোক সেন বিলটি সংসদে পেশ করার সাথে সাথে-গান্ধী পরিবারের সদস্যের বিরোধিতা করায় তাঁর আর কংগ্রেসে ফেরা হয়নি।

প্রসঙ্গত অভিন্ন দেওয়ানি বিধির ধারণা প্রধানত ইউরোপীয় চিন্তাধারা সঞ্জাত, বিশেষত ফরাসীবিপ্লব-উত্তরকালের হলেও এদেশেও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা যে সমাজচিন্তকদের অনুভবে ও ভাবনায় এসেছিল অনেক আগেই-প্রায় দু'শো বছরেরও আগে তার হদিশ পাওয়া যায় এদেশে সমাজসংস্কারে পথিকৃৎ মহাত্মা রামমোহনের রচনায়। ১৮৩১এ পার্লামেন্টারি কমিটি প্রেরিত আইন ও বিচার ব্যবস্থায় সংস্কার সম্বন্ধে প্রশ্নমালার উত্তরে রামমোহন জানিয়েছিলেন-"To effect this great and preéôéeminently important object–a code of civil law should be formed'should be accurately translated and published'.in the current language of the people'..The law of inheritence should"..remain as at present'.until by the diffiusion of intelligence the whole community may be prepared to adopt one uniform system.

অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে নিজের অভিমত এভাবে নিজের মত করে ব্যক্ত করে রামমোহন সর্ব সম্প্রদায় ও ব্যক্তির পক্ষে গ্রহণযোগ্য একই ধরনের আইন ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রকৃত লোকায়েত রাষ্ট্র গড়ার রাস্তা দিশা দিয়েছিলেন।

আবার ১২৮০ সনের আষাঢ় সংখ্যার বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'বহুবিবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অভিমত জ্ঞাপন করেছিলেন যে, এদেশে অর্ধেক হিন্দু,অর্ধেক মুসলমান যদি বহুবিবাহ নিবারনের জন্য আইন হওয়া উচিত হয় তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ ,মুসলমানদের পক্ষে ভাল এমত নহে কিন্তু বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া, মুসলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে দণ্ডবিধির দ্বারা নিষিদ্ধ হইবে? রাজব্যবস্থা বিধাতৃগণ কি প্রকারে বলিবেন যে, তবহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ, অতএব যে মুসলমান বহুবিবাহ করিবে তাহাকে সাতবৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইতে হইবে'।

এবিধ বক্তব্যের দ্বারা শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 'নেশন বিল্ডার' বঙ্কিমচন্দ্রও কি অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রয়োজনীয়তার দিকেও ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলেন-এ কৌতুহল জাগা অমূলক নয়।

প্রসঙ্গত অনেকদিন আগে শ্রদ্ধেয় রেজাউল করীমের 'নয়া ভারতের ভিত্তি' গ্রন্থের নিবেদনে এক গুরুত্বপূর্ন উক্তি ছিল, 'হিন্দু সাম্পদায়িকতা দেশের অন্য বিষয়ে ক্ষতি করিলেও, হিন্দুদের জাগরনের পথে বাধা সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা মুসলমানকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের পথে প্রধান বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে'।

অন্যদিকে 'ভারতের মুসলিম যুবসমাজে যুক্তিবাদী আত্মসমালোচক শ্রেনির অস্তিত্ব নেই' দালোয়াইএর এমত আক্ষেপের প্রতিধ্বনি যেমন শুনতে পাওয়া যায় সাহিত্যিক হুমায়ুন কবীরের এক উপন্যাসের নায়ক আধুনিকমনস্ক মুসলমান যুবক ইউসুফের উচ্চারণে - '.....আমরা, ইসলাম ধর্মের মানুষরা কোন সমালোচনা শুনতে চাই না।...প্রাচীন হিন্দু ধর্মের বিস্তার তেমনভাবে না হলেও সংস্কার হয়েছে যুগে যুগে।... আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে শংকরাচার্য, রামানুজ, রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ এঁরা লড়াই করে কুসংস্কারগুলোর অপ্রয়োজনীয়তা মানুষকে বোঝাতে পেরেছেন,অথচ মহম্মদের পর ইসলাম ধর্মের সংস্কারক কেউই আসেননি। তাই সবচেয়ে আধুনিক ধর্ম হয়েও, আধুনিকতার রক্তাল্পতায় ধুঁকছে এই ধর্মের মানুষজন'। তেমনই আশার বাণী শোনায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রয়োজনীয়তা প্রণিধানযোগ্য যুক্তিতে উপস্থাপিত পূর্বোক্ত ঐ নিবন্ধটি -তখন কেন যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে এই আমার ভারতবর্ষ যেখানে হামিদ দালোয়াইরা ভারতীয় মুসলিম সমাজের যে অনুধাবন-আত্মপোলব্ধির কথা বলে গিয়েছিলেন তা বিলম্বে এবং শ্লথগতিতে হলেও আরম্ভ হয়েছে-তার চিন্তনের অনুগামীরা সঠিক দিশায় এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় অর্জন করছেন।

তবে দুর্ভাগ্য এই যে, এদেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিসরে হামিদ দালোয়াইএর মত ব্যক্তিরা প্রান্তিক হয়েই থেকে যান। তাঁদের প্রয়াসে যেমন স্বতস্ফুর্ত সমর্থন জোটে না নিজ সমাজের তেমনই অনেকক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা। এতে না হয়েছে মঙ্গল সমাজের সেই বিশেষ অংশের না সামগ্রিক ভাবে দেশের।

তবুও এদেশের নারীসমাজের সার্বজনীন সমানাধিকারের দাবিকে মান্যতাদানে এবং সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সমাজের সার্বিক বিকাশ সুনিশ্চিত করতে সময়ের দাবিতে রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নে-প্রাজ্ঞতার সাথে এবং যতদূর সম্ভব রাজনৈতিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে। অতএব সদ্যআরম্ভ সে অভিযাত্রার ধারবাহিকতা না হোক বিঘ্নিত কোন অবাঞ্ছনীয় অপপ্রয়াসে ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সিঙ্গুরের মাটিতে বুদ্ধবাবুর স্বপ্নপুরন না হওয়া এখনও হতাশায় ভুগছেন যুবকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ডান-বাম সব দলই বুদ্ধবাবুর সুস্থতা কামনা করছেন। এমতাবস্থায় কি ভাবছেন সিঙ্গুরবাসী? ২০০৬ সালে এই সিঙ্গুরের মাটিতেই শিল্প আনার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। একলাখী গাড়ি ন্যানো তৈরি করতে টাটারা এসেও ছিলেন। কিন্তু ফিরে যেতে হয় তাদের। একদিকে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী তথা তৃণমূল সাংসদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অনিচ্ছুক চাষিদের আন্দোলন অপরদিকে তা প্রতিহত করতে বাম সরকারের প্রশাসনের প্রতি নিয়ত প্রচেষ্টা। যদিও এর ফাঁদে পড়েই ১০০০ কোটি টাকা লগ্নি করার পরেও পাততাড়ি গুটিয়ে গুজরাতের উদ্দেশে রওনা দেয় টাটা। রাজনৈতিকভাবে হার হয় স্বপ্ন বিফল হওয়া বুদ্ধদেব অ্যান্ড কোম্পানির। সিঙ্গুরকে হাতিয়ার করেই বর্তমানে সরকার বদলেছে, মসনদে বসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সেই সিদ্ধান্তকেই সিঙ্গুরের অনেকে সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মানছেন।

তৎকালীন অনিচ্ছুক চাষির সন্তানরা আজ যৌবনে পা দিয়েছেন। তাদের মধ্যে থেকেই একজন জানান বুদ্ধবাবুর সিদ্ধান্তই ঠিক ছিল কারখানা হলে আজ অনেকেই কাজ পেতেন। চাষি ভাইদের একাংশের বক্তব্য হয়তো কারখানা হলেই ঠিক ছিল। আমরা চাই বুদ্ধবাবুর স্বপ্ন পূরণ হোক, আর বুদ্ধবাবুও সুস্থ হয়ে উঠুক। তৎকালীন সিঙ্গুর আন্দোলনের অন্যতম নেতা তথা বর্তমান মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, বুদ্ধবাবুর সঙ্গে আমাদের লড়াই ছিল না। আমাদের লড়াই ছিল তার দলের নীতির সঙ্গে। আমরা চাই দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সবমিলিয়ে সিঙ্গুরে শিল্প না হওয়ায় হতাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন শিক্ষিত কর্মহীন যুবকরা।

সপ্তম ক্যারাটে চাম্পিয়নশিপে সাফল্য গোপীবল্লভপুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: খেলাধুলোতে ক্রমশ নিজেদের মেলে ধরছে ঝাড়গ্রাম জেলা। কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত সপ্তম ক্যারাটে চাম্পিয়নশিপ ২০২৩ প্রতিযোগিতায় গোপীবল্লভপুরের প্রতিযোগীরা পেলেন বড়সড় সাফল্য। জাপানিস ক্যারাটে অ্যাকাডেমি অফ গোপীবল্লবপুরের পাঁচজন প্রতিযোগী এতে অংশ নিয়ে মোট সাতটি পদক ঘরে তুলে গোপীবল্লভপুর তথা জঙ্গলমহলের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। পুরুষ ৭ কাতা বিভাগে সৌম্যদীপ বাড়ি গোল্ড, পুরুষ ৯ কাতা ও কুমিত বিভাগে দীপেন্দ্রনাথ সাউ গোল্ড পদক পান। মহিলা ৯ কুমিত বিভাগে প্রত্যুষা মল্লিক গোল্ড ও কাতা বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক পান। মহিলা ১১ কাতা বিভাগে শ্রেয়শ্রী বাড়ি রুপো পদক পান। পুরুষ ১৩ কাতা বিভাগে অভিজিৎ মাদুলি রুপোর পদক পান। গোপীবল্লভপুরের জাপানিস ক্যারাটে অ্যাকাডেমি অফ অ্যাসোসিয়েশনের সুমন বেরা, সঞ্জয় মাদুলি এদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। শ্রেয়সী ও সৌম্যদীপের বাবা পেশায় স্কুল শিক্ষক বলেন, 'গত বছরের মতো এ বছরও আমার ছেলে মেয়ে এই পুরস্কার পাওয়ায় আমার পরিবার পরিজন, এলাকার মানুষজন খুব খুশি।'

অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L01113WB1990PLC050020

রেজিস্টার্ড অফিস: "ইকোস্টেশন", ব্লক-বিপি, প্লট নং ৭, সেক্টর ৫, ৬ষ্ঠ তল, সুইট নং ৫০৪, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১

টেলি: (০৩৩) ২৩৬৭-৫৫৫৫, **ইমেল:** cs@acknitindia.com, **ওয়েবসাইট:** www.acknitindia.com

বিজ্ঞপ্তি

বিষয় : দাবি না করা/অনাদায়ী লভ্যাংশ ও অনুরূপ ইক্যুইটি শেয়ার ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ)-তে স্থানান্তর

২০১৬ সালের ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস (আইইপিএফ রুলস) -এর সঙ্গে পঠিত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১২৪ ধারার বিধানাবলি অনুসারে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ২০১৬ সালের ৩১ মার্চ সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য দাবি না করা লভ্যাংশ ও কোম্পানির অনুরূপ ইক্যুইটি শেয়ার টানা সাত বছরের জন্য যেগুলির লভ্যাংশ দাবি না করা/অনাদায়ী থেকে গেছে তা ১ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে আইইপিএফ-তে স্থানান্তর করা হবে।

আইইপিএফ রুলস-এর রুল ৬ -এর শর্তে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডার(গণ) -এর নাম এবং তাঁদের ফোলিও নম্বর /ডিপি আইডি-ক্লায়েন্ট আইডি -এর বিবরণ সম্বলিত একটি বিবৃতি শেয়ারহোল্ডারদের জ্ঞাত করানো ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট: www.acknitindia.com -তে। এই সম্পর্কে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা পত্রও প্রেরিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির কাছে রেজিস্ট্রিভুক্ত তাঁদের ঠিকানায়।

যদি এইসব ইক্যুইটি শেয়ার সম্পর্কে শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে ১ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে কোনও বৈধ দাবি না পাওয়া যায়, তবে কোম্পানি রুলসে প্রদত্ত প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আইইপিএফ রুলস অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী আইইপিএফ-তে শেয়ার ও লভ্যাংশ ডিমেটিরিয়ালাইজ ও হস্তান্তর করবে। শেয়ারহোল্ডাররা অবহিত হবেন যে, একবার শেয়ার হস্তান্তর হয়ে গেলে কোম্পানিতে এইরূপ শেয়ারহোল্ডিং থেকে উদ্ভূত যে-কোনওপ্রকার সুবিধা আইইপিএফ -এর অনুকূলে জমা পড়বে।

ইক্যুইটি শেয়ার আইইপিএফ -এ স্থানান্তর হলে শেয়ারহোল্ডাররা আইইপিএফ রুলস -এর রুল ৭ -তে বর্ণিতমতো নির্দেশিকা অনুসরণ করে আইইপিএফ -এর কাছ থেকে লভ্যাংশ-সহ ইক্যুইটি শেয়র দাবি করতে পারেন, যার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে আইইপিএফ ওয়েবসাইট www.iepf.gov.in -তে।

শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্দ্বারা এই জ্ঞাত করানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইনের বিধানাবলি এবং আইইপিএফ রুলস অনুসারে কোম্পানির কাছে আইইপিএফ -তে স্থানান্তরিত দাবি না করা লভ্যংশ ও শেয়ার সম্পর্কে কোনও দাবি পড়ে থাকবে না।

আলোচ্য বিষয় ও রুলস সম্পর্কে যে-কোনও প্রশ্ন/ব্যাখ্যার জন্য শেয়ারহোল্ডাররা যোগাযোগ করতে পারেন কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স এস. কে. ইনফোসলিউশনস প্রাঃ লিঃ, শ্রী দিলীপ ভট্টাচার্য, ডি/৪২, কাটজু নগর কলোনি, প্রথম তল, পোঃ এবং থানা- যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২ -এর সঙ্গে (ফোন: ০৩৩-২৪১২০০২৭ / ০০২৯, ই-মেল আইডি: contact@skcinfo.com বা skcdilip@gmail.com)।

অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
বন্দনা সাহা
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্ল্যায়ান্স অফিসার

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩১ জুলাই, ২০২৩

হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেড

রেজিঃ অফিস "বিড়লা বিল্ডিং", ১৪তম তল, ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১

CIN- L34103WB1942PLC018967 **ফোন** +৯১ ৩৩ ২২৪২০৯৩২ , ফ্যাক্স +৯১ ৩৩ ২২৪৮০০৫৫

ই-মেল : hmcosecy@hindmotor.com, **ওয়েবসাইট:** www.hindmotor.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেডের ('কোম্পানি') সদস্যদের ৮১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") বৃহস্পতিবার, ২৪ অগাস্ট, ২০২৩ আইএসটি দুপুর ২.০০টায় অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম") -এর মাধ্যমে ৮ মে, ২০২৩ তারিখের নোটিশে বর্ণিত ব্যবসায় লেনদেন উদ্দেশ্যে।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে আর্থিক বিবৃতি এবং ভোট দেওয়ার সার্কুলার সহ সভায় লেনদেন করা ব্যবসা নির্ধারণ করে এবং ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে মিটিংয়ে অংশ নেওয়ার বিষয়ে এজিএম আহ্বান করার নোটিশ ইতিমধ্যেই শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিজ নিজ মেইল আইডিতে মেইল করা হয়েছে। কোম্পানি এই নথিগুলিকে তার ওয়েবসাইটে www.hindmotor.com -এ আপলোড করেছে।

এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ ও তৎসহ পঠিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ১০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪২ অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বই **শুক্রবার, ১৮ অগাস্ট, ২০২৩ থেকে বৃহস্পতিবার, ২৪ অগাস্ট, ২০২৩ (উভয় দিন সহ)** কোম্পানির এজিএমের উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে।

সদস্যদের লক্ষ্য করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে এজিএমে ব্যবসাটি রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে। রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল **সোমবার, ২১ অগাস্ট, ২০২৩ (সকাল ৯.০০টা) -তে শুরু হবে এবং বুধবার, ২৩ অগাস্ট, ২০২৩ (সকাল ৫.০০টা) শেষ হবে**। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। এই সময়ের মধ্যে শেয়ারধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরালাইজ আকারে কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **বৃহস্পতিবার, ১৭ অগাস্ট, ২০২৩** (রেকর্ড তারিখ) অনুযায়ী শেয়ার ধারণ করলে, ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন।

ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডাররা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন। যদিও, যদি কোনও সদস্য ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তার ভোট দিয়ে থাকেন তবে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে এজিএম চলাকালীন তাকে আর কোনও ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

শ্রী অঞ্জন কুমার রায়, এফসিএস, কোম্পানি সেক্রেটারি ইন প্র্যাকটিস (সিপি নং ৪৫৫৭), কলকাতা -কে সম্পূর্ণ ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।

ই-ভোটিংয়ের বিষয়ে যে কোনও অভিযোগের জন্য, নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে ই-মেইলে hmcosecy@hindmotor.com -তে বা ফোনে (০৩৩)২২৪২-০৯৩২-এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেডের পক্ষে
বিশাখা গুপ্ত
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
M.No. A54948

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১ অগাস্ট, ২০২৩

বৈদ্যবাটিতে খাল সংলগ্ন এলাকার বাড়িগুলিতে ফাটলের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বৈদ্যবাটি পুরসভায় ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বৈদ্যবাটি খাল সংলগ্ন এলাকার প্রত্যেকটি বাড়িতে ফাটল ধরছে বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, প্রতি ঘণ্টায় বাড়ছে ফাটলের দৈর্ঘ্য। কিছু কিছু মানুষের বাড়ি ইতিমধ্যেই খালের জলের দিকে তলিয়ে যেতে চলেছে। ঘরের মেঝেতে ফাটল, বাড়ির দেওয়ালে ফাটল, কারও কারও আবার বাড়ির ভীত সরে গিয়েছে ধসের কারণে। আতঙ্কে ঘুম উড়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের।

স্থানীয় সূত্রে খবর, কিছু মাস আগেই হয়েছে বৈদ্যবাটি খালের সংস্কার। তার জেরেই বিপদের মুখে স্থানীয় মানুষরা। খালের সংস্কারের জন্য খালের তলা থেকে মাটি কেটে তোলা হয়েছিল বলে দাবি। যার ফলে খালের গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে ধসের।

বৈদ্যবাটি পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের খড়পাড়া এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, গত কয়েকদিন ধরে খাল পাড়ের বাড়িগুলিতে ফাটল দেখা যায়। বাড়ির দেওয়াল মেঝেতে ফাটল ধরেছে, ভীত থেকে মাটি সরে গিয়েছে। বিপজ্জনক হয়েছে বসবাস। বিষয়টি সামনে আসতেই ঘটনার পর আতঙ্কিত বাসিন্দারা পুরসভার দ্বারস্থ হন।

স্থানীয় বাসিন্দা পার্থ প্রদীপ্ত নাথ, শেখ বাবুল, আখতারি বিবিদের অভিযোগ, চলতি বছরের শুরুর দিকে সেচ দপ্তর থেকে খাল সংস্কার করা হয়। তখনই গভীর ভাবে খালের মাটি কাটা হয়েছে, তারপরেই এই অবস্থা খালপারের বাড়িগুলোর। খালপারে ভাঙন বাড়ছে। ফলে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছেন না বলে দাবি তাঁদের। বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকছে কয়েকটি পরিবার। বাসিন্দারা নিজেদের উদ্যোগে বাড়ি বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন কিন্তু লাভ হয়নি বলে দাবি। বৈদ্যবাটি পুরসভার চেয়ারম্যান পিন্টু মাহাতো জানিয়েছেন, প্রায় ১৪টি বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে, জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুক্রবার সেচ দপ্তর থেকে এলাকা পরিদর্শন করে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়।

শ্রাবণেও শিবের বদলে রামের শোভাযাত্রা পানাগড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শ্রাবণেও শিবের বদলে রামের শোভাযাত্রা! আজ, সোমবার এইরকমই এক ঘটনার সাক্ষী রইল পানাগড়। চলছে শ্রাবণ মাস। শ্রাবণ মাস মানেই শিব ভক্তদের দেখা মেলে শিবের মন্দিরে দীর্ঘ লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে শিবের মাথায় জল ঢালতে। সোমবার ছিল শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবার। শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবার উপলক্ষে কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্তে শিব মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালতে ভক্তদের লম্বা লাইন দেখা যায়। সোমবার বিকেলে শ্রাবণ মাসের সোমবার উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। পানাগড় বাজার থেকে শুরু করে দার্জিলিং মোড় ঘুরে রণডিহা মোড় সংলগ্ন এলাকায় শোভাযাত্রাটি শেষ হয়। তবে শিবের নয়, রামের ধ্বজা হাতে নিয়ে ডিজে বাজিয়ে জয় শ্রীরাম স্লোগানের সঙ্গে গানের তালে নাচের সঙ্গেই চলে শোভাযাত্রা। পানাগড় বাজারের শিবভক্ত সেবা কমিটির পক্ষ থেকে এই শোভাযাত্রাটি করা হয় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। হঠাৎ করে শিবের নামে এই ধরনের শোভাযাত্রা দেখে রীতিমতো হতবাক পানাগড়ের মানুষ। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক পানাগড়ের কয়েকজন বাসিন্দা বলেন শিবের কী মহিমা তা এরা জানেই না। হয়তো তাদের কাছে শিবের থেকেও বড় রাম। তাই তারা রাম ছাড়া আর কিছুই জানে না। এই ধরনের মানুষ হিন্দু ধর্মের কালচার গুলিয়ে ফেলছে। কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য বলেন, 'এরা সবাই রামভক্ত হনুমান। শিবের মহিমা এরা কিছুই জানে না। কিছু মানুষ আছে যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে, এই কালচার তাদের।'

ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সোমবার ভোরের দিকে বিষ্ণুপুর পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ বইলা পাড়ার বাসিন্দা ৭২ বছরের স্বপন কুমার দে পেশায় ব্যাংক কর্মী ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রতিদিন তিনি বাড়ির বাইরে সকালে ব্যায়াম করতে যেতেন। সোমবার কাজের মেয়ে বাড়িতে না থাকায় তিনি বাড়ির ছাদের ওপরেই ব্যায়াম করছিলেন, সেখান থেকে হঠাৎ করে অসতর্কবশত নীচে পড়ে যান। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধের, খবর দেওয়া হয় বিষ্ণুপুর থানায়। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে পাঠায়। তবে এই ঘটনা স্বাভাবিক মৃত্যু নাকি খুন, তা তদন্ত শুরু করেছে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ।

NOTICE

IN THE COURT OF LD. DISTRICT DELEGATE, HOOGHLY AT CHINSURAH
Act. 39 Case No-20/2022

Sri Narayan Chandra Mallick, S/o Late Biswanath Mallick, residing at Vill - Bantika, P.O. - Boinchi, P.S. - Panduah, Dist - Hooghly, Pin - 712134. ..... Petitioner

It has declared that the above named petitioner sister-in-law Krishna Mallick died issueless on 10/01/2021, leaving behind the petitioner **(1) Sri Narayan Chandra Mallick,** S/o - Late Biswanath Mallick i.e. elder brother of her husband **(2) Smt. Shila Rani Karmakar,** W/o - Late Kashinath Karmakar, **(3) Sri Anil Karmakar,** S/o Late Kashinath Karmakar as her only living legal heirs according to section 15(1) (b) of Hindu Succession Act. Her husband Arun Kumar Mallick died on 17/01/2020 previous to his wife i.e. Krishna Mallick. The petitioner **Sri Narayan Chandra Mallick** has filed this Act. 39 Case for granting succession certificate U/S 372, Act.39 of 1925 of deceased Krishna Mallick.

Schedule

1) Savings Bank Account No. - 32448894637 in the name of Krishna Mallick. SBI Bainchi Branch **Rs. 2,65,214.64/-** (Two Lakhs Sixty Five Thousand Two Hundred Fourteen Rupees and Sixty Four Paisa)
2) LIC Policy No. 496286354, LIC Panduah Branch **Rs. 1, 00,000/-** (One Lakh Rupees) (Net amount payable).
3) LIC Policy No. 437505192, LIC Panduah Branch **Rs. 50,000/-** (Fifty Thousand Rupees) (Net amount payable).
In total amount of Rs. 4,15,214.64/-(Four Lakhs Fifteen Thousand Two Hundred Fourteen Rupees and Sixty Four Paisa) only.

If anybody intends to raise any objection, he/she must be appear by the Ld. Advocate and file objection within 30 days from the date of publication otherwise the case **(Act. 39, Case No. – 20/2022)** will dispased according to law.

Arnab Mukherjee
Advocate
Hooghly District Judges' Court
Chinsurah, Hooghly.

Charan Singh
Sheristadar
Ld. District Delegate,
Hooghly at Chinsurah

NOTICE

In The Court of Ld District Delegate, At Kharagpur
Ref- Probate Case No- 11/2020
Paritosh Kumar Nath
.........Petitioner

This is for information to all concerned that **Sri Paritosh Kumar Nath** Son of Late Purnendu Bikash Nath Resident of SriKrishnapur Subhaspally, Peyarabagan, P.O- Kharagpur P.S- Kharagpur(Town) Ward No-7 District- Paschim Medinipur Pin-721301 have filed the above noted Probate Case in respect of the last will and testament of Late Sudhalata Bondapadhyay W/O Late Tarun Kumar Bandopadhyay Srikrishnapur Subhaspally, Peyarabagan, P.O- Kharagpur P.S- Kharagpur(Town) Ward No-7 District- Paschim Medinipur Pin-721301 being executed on 19/07/2012 and registered on the same day before The Additional District Sub Registrar Office, Bajbaj, 24 Pargana in respect of property mentioned in the Schedule below.

If any person has any objection, then he/she may appear in person or through his/her lawyer within 30 days of publication of this notice or else the matter shall be heard ex-parte.

Schedule

District- Paschim Medinipur, P.S- Kharagpur (Town), Sub Registry Office Kharagpur Mouja- Bhabanipur J.L No-192, Sabek Khatian No-11 Hal Khatian No-44
Sabek Dag-30 Hal Dag-59,
Out of 0890 decimal 03 decimal
Sabek Dag-30 Hal Dag-60,
Out of 2470 decimal 02 decimal
Total 05 decimal

By Order
Biswanath Das
Sherestadar
Dt: 03.07.23
District Delegate, Kharagpur Sub-Division Court, Paschim Medinipur

রিকভারি অফিসার -১/২ এর অফিস ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)

৯মতল, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড,কলকাতা- ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের রিকভারি অব ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি আইনের ধারা ২৫ এবং ২৮ এবং ১৯৬১ সালের সেকেন্ড শিডিউলের আয়কর আইনের রুল ২ অধীনে নোটিশ

আর সি/ ৯২/২০২১

কানাড়া ব্যাঙ্ক
-বনাম-
মেসার্স এএসকে ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ এবং অন্যান্য

প্রতি,
(সিডি ১ঃ মেসার্স এএসকে ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ, ৭, রেড ক্রস প্লেস, ৪র্থতল, ওয়েলেসলি হাউস, কলকাতা- ৭০০০০১
(সিডি ২) মনোরঞ্জন রায় ৭, রেড ক্রস প্লেস, ৪র্থতল, ওয়েলেসলি হাউস, কলকাতা- ৭০০০০১
(সিডি ৩) রাজ কুমার রায় ৭, রেড ক্রস প্লেস, ৪র্থতল, ওয়েলেসলি হাউস, কলকাতা- ৭০০০০১
(সিডি ৪) অরুপ ঠাকুর ৭, রেড ক্রস প্লেস, ৪র্থতল, ওয়েলেসলি হাউস, কলকাতা- ৭০০০০১
(সিডি ৫) অশোক শর্মা ৭, রেড ক্রস প্লেস, ৪র্থতল, ওয়েলেসলি হাউস, কলকাতা- ৭০০০০১
(সিডি ৬) ললিতা সারাওগি ৭, রেড ক্রস প্লেস, ৪র্থতল, ওয়েলেসলি হাউস, কলকাতা- ৭০০০০১
(সিডি ৭) আনন্দ কুমার কোঠারি ৭, রেড ক্রস প্লেস, ৪র্থতল, ওয়েলেসলি হাউস, কলকাতা- ৭০০০০১
(সিডি ৮) রাজেশ কুমার ঝুনঝুনওয়ালা ৭, রেড ক্রস প্লেস, ৪র্থতল, ওয়েলেসলি হাউস, কলকাতা- ৭০০০০১
(সিডি ৯) হরি সিং ৭, রেড ক্রস প্লেস, ৪র্থতল, ওয়েলেসলি হাউস, কলকাতা- ৭০০০০১
(সিডি ১০) স্বপন কুমার সরকার ৭, রেড ক্রস প্লেস, ৪র্থতল, ওয়েলেসলি হাউস, কলকাতা- ৭০০০০১

এটি অবহিত করা হচ্ছে যে, প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩) **ওএ/১৯৮/২০১৬** দ্বারা জারি করা পুনরুদ্ধার শংসাপত্র অনুযায়ী **৩৮,৭৮,৯৩০.২৩ টাকা** (আটত্রিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার নয়শো ত্রিশ টাকা তেইশ পয়সা মাত্র) ঋণের পরিমাণ এবং সেইসঙ্গে পেন্ডেন্টলাইট এবং ভবিষ্যৎ সুদ বার্ষিক ১৬.৬৫.% হারে বার্ষিক সরল সুদ **১৭.০২.২০১৬** তারিখ থেকে কার্যকর পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এবং **৪১,০০০/- টাকা** (একচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) খরচ আপনার বিরুদ্ধে বকেয়া হয়ে গেছে। (যুগ্মভাবে এবং আলাদা ভাবে/ সম্পূর্ণ/সীমিত)

২. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে উক্ত বকেয়া পরিমাণ এই নোটিশ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে আদায় দিতে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ১৯৯৩ সালের রিকভারি অব ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আইন এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে পরবর্তী শুনানির দিনের পূর্বে আপনাদের সম্পদ বিষয়ে হলফনামা দাখিল দ্বারা ঘোষণা দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারী সমীপে **২৯.০৮.২০২৩** তারিখে বেলা **১১.৩০ টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে হবে।
৫. উক্ত বকেয়া পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা নিম্নোক্ত পরিমাণ আদায় দিতে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট নোটিশ / ব্যবস্থগ্রহণ প্রক্রিয়া চালুর অব্যবহিতভাবে সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য সুদ।
খ) সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্কবার্তা প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য এবং অন্যান্য বকেয়া আদায়ের জন্য প্রক্রিয়া ব্যয়।

স্ব হস্তে ট্রাইবুনালের মোহর প্রদত্ত তারিখ: ১৭.০৭.২০২৩

স্বা/- বনশ্রী গুহ নিয়োগী
রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল -৩

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আলিপুর শাখা
১এ, রোনাল্ডশে রোড, আলিপুর, কলকাতা-৭০০০২৭

দখল বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল-৮(১) এর অধীনে (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে রুল ৮ এবং ৯ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তত্সহ সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
ঋণগ্রহীতাগনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে ও।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট/ জামিনদার/ বন্ধকদাতা/ ঋণগ্রহীতা / শাখার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি এবং দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা:** মেসার্স সেখ জহিরুদ্দিন **স্বত্বাধিকারী:** জনাব সেখ জহিরুদ্দিন	১৬.১১.২০২২ এবং ৩১.০৭.২০২৩	**২৮১৩৪০২৯.০০ টাকা** (দুই কোটি একাশি লক্ষ চৌত্রিশ হাজার উনত্রিশ টাকা মাত্র) এবং তার উপর ভবিষ্যৎ সুদ	বাণিজ্যিক হোটেল সম্পত্তি-হোটেল লাইট হাউস এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জমির পরিমাপ প্রায় ৩২ ডেসিমেল সেখ জহিরুদ্দিন এর নামে, আরামবাগ পৌরসভার স্থানীয় সীমার অধীনে, ওয়ার্ড নং ১৩, হোল্ডিং নং ২০৫, আরামবাগ লিংক রোড, থানা - আরামবাগ, জেলা- হুগলী, এডিএসআর -আরামবাগ,ডিআর , হুগলি, পারুল মৌজার মধ্যে, জে.এল. নং ৩৮ এলআর খতিয়ান নং ৬৩৯৬, এল.আর. দাগ নং ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, আরএস দাগ নং ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৮, ৩৫৭, আরএস খতিয়ান নং ২৫০, ২৭০৩, ২১৮,৩৩৬,৩৫৭ (ডিড নং - ১৪১৪, ১৪১৫, ১৪১৬, ১৪১৭,১৪১৮, ১৪৩১, ১৪৩২, ১৪৩৩, ১৪৬৪, ৭৫১ সাল- ২০০৭ তে, ২৮৯৮, ৬১৪, ৩২৫০,৪৭১৮ সাল- ২০০৯ তে, ৪৯৫৯ সাল-২০১১ তে, ৪২১৮ সাল-২০১৫ তে) **পরিবেষ্টিত: উত্তর :** মিলন কান্তি ঘোষের সম্পত্তি; **দক্ষিণ:** প্রধান সড়ক; **পূর্ব:** সেখ আসরাফ আলী, পশ্চিম- পৌর সড়ক দ্বারা।
২.	**ঋণগ্রহীতা:** মেসার্স লাইট হাউস হোটেল **স্বত্বাধিকারী:** জনাব সেখ জহিরুদ্দিন	১৬.১১.২০২২ এবং ৩১.০৭.২০২৩	**২,৫৬,৮৮,৮৮২.০০ টাকা** (দুই কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ অষ্টআশি হাজার আটশো বিরাশি টাকা মাত্র) এবং তার উপর ভবিষ্যৎ সুদ	বাণিজ্যিক হোটেল সম্পত্তি-হোটেল লাইট হাউস এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জমির পরিমাপ প্রায় ৩২ ডেসিমেল সেখ জহিরুদ্দিন এর নামে, আরামবাগ পৌরসভার স্থানীয় সীমার অধীনে, ওয়ার্ড নং ১৩, হোল্ডিং নং ২০৫, আরামবাগ লিংক রোড, থানা - আরামবাগ, জেলা- হুগলী, এডিএসআর -আরামবাগ,ডিআর, হুগলি, পারুল মৌজার মধ্যে, জে.এল. নং ৩৮ এলআর খতিয়ান নং ৬৩৯৬, এল.আর. দাগ নং ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, আরএস দাগ নং ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৮, ৩৫৭, আরএস খতিয়ান নং ২৫০, ২৭০৩, ২১৮, ৩৩৬,৩৫৭ (ডিড নং - ১৪১৪, ১৪১৫, ১৪১৬, ১৪১৭,১৪১৮, ১৪৩১, ১৪৩২, ১৪৩৩, ১৪৬৪, ৭৫১ সাল- ২০০৭ তে, ২৮৯৮, ৬১৪, ৩২৫০,৪৭১৮ সাল- ২০০৯ তে, ৪৯৫৯ সাল-২০১১ তে, ৪২১৮ সাল-২০১৫ তে) **পরিবেষ্টিত: উত্তর :** মিলন কান্তি ঘোষের সম্পত্তি; **দক্ষিণ:** প্রধান সড়ক; **পূর্ব:** সেখ আসরাফ আলী, **পশ্চিম:** পৌর সড়ক দ্বারা।

তারিখ: ০১.০৮.২০২৩, স্থান: কলকাতা
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)
২ম তল, উইন্ডসর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালি, ইএম বাইপাস, কলকাতা- ৭০০১০৩

সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(২) ধারায় নোটিস

নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূলধন ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং ঋণসমূহকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারায় তাদের শেষ পরিচিত ঠিকানায় নোটিস জারি করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি অব্যবহৃত অবস্থায় ফেরত দেওয়া হয়েছে এবং তাই এই গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাদের অবহিত করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ঠিকানা সহ ঋণগ্রহীতা এবং জমিনদাতার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত / সুরক্ষিত সম্পদের ঠিকানা প্রয়োগ করা হবে	নোটিসের তারিখ	নোটিসের তারিখ	বকেয়াপ রিমাণ (নোটিসের তারিখ অনুযায়ী)
১.	শ্রী আইয়ন সিনহা ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং জি২,পি৮৮ নীলাচল কমপ্লেক্স, ৬ষ্ঠ রো, মন্দির গেট, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা- ৭০০১০৩ **লোন অ্যাকাউন্ট : ৩৯৯৬৪৫৪১৫০৪(বিএইচএল) ৩৯৯৬৪৬৯১৯৮০(সুরক্ষা) এবং ৪১২৫৪০৮০৪৭০(ইস্টা টি/ইউ) শাখা : এসবিআই কামালগাজি**	**মালিক : ১. শ্রী আইয়ন সিনহা, পিতা প্রয়াত বলিরাম দাস দলিলনং : ১৬২৯০১৭১৯ - ২০২১ সালের।** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬২৯-২০২১, পৃষ্ঠা ৭৭৭৩১ থেকে ৭৭৭৬৭, এডিএসআর -গড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি বসবাসের ফ্ল্যাট নং জি২ পরিমাণ কমবেশি ৬৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ দুই বেড রুম, ১ মাল্টি পারপাস রুম/ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন রম, ১ বাথ এবং প্রিভি, টাইলসের মেঝে সমন্বিত একতলা পশ্চিমদিকে জি-৩ 'সারদা নিকেতন' ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং অন্যান্য সকল সুবিধা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত প্লট নং ৮৮, নীলাচল কমপ্লেক্স, আরএস দাগ নং ১৫৫৫ এবং ১৫৫৪, এলআর দাগ নং ১৬৩৯, আরএস খতিয়ান নং ১০৬৭, মৌজা- কুমড়াখালি, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৫ অধীন বর্তমান ওয়ার্ড নং ২৭, থানা- সোনারপুর, বর্তমানে নরেন্দ্রপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :-** উত্তরে :- ১৫ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে- প্লট নং ৭৯ নীলাচল কমপ্লেক্স, পূর্বে- প্লট নং ৮৭ নীলাচল কমপ্লেক্স, পশ্চিমে- প্লট নং ৮৯ নীলাচল কমপ্লেক্স সমন্বিত।	১১.০৫.২০২৩	০৬.০৪.২০২৩	**১৪,৭১,৯১১.০০ টাকা (চৌদ্দ লক্ষ একাত্তর হাজার নয়শত এগারো টাকা মাত্র)** ১১.০৫.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী। আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তির হারে আরও সুদ প্রদানের জন্য আপনি দায়বদ্ধ।
২.	**শ্রী রঞ্জিৎ কুমার সিনহা,** প্রযত্নে : শ্রী রামবাবু সিনহা **ঠিকানা :** দুর্গ অ্যাপা. ৭/৩ রসময় বিশ্বাস রোড (এ বি মডেল স্কুলের নিকট), পোঃ- তালপুকুর, থানা- টিটাগড়, কলকাতা- ৭০০১২৩। **শ্রী রঞ্জিৎ কুমার সিনহা,** প্রযত্নে : মাইটোন ডিস্ট্রিবিউটরস প্রা.লি. **ঠিকানা :** ৬১/১ এস এন ব্যানার্জি রোড, মধুসূদন কমপ্লেক্স, ২য় তল, বি টি রোড সাইড (বারাকপুর চিড়িয়া মোড়ের নিকট), কল- ৭০০১২০ **লোন অ্যাকাউন্ট : ৪১৩৮৮৩১২০৫৯ (এইচবিএল) ৪১৩৮৮২৮৩১১৭ (সুরক্ষা) শাখা : পিবিবি বালিগঞ্জ**	**মালিক : ১. শ্রী রঞ্জিৎ কুমার সিনহা, পিতা রাম বাবু সিনহা দলিল নং : ১৫০৫০৭২৮৭- ২০২২ সালের,** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৫-২০২২, পৃষ্ঠা ২০৭৮৬০-২০৭৯০০, এডিএসআর-বারাকপুর। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ১/ডিস দ্বিতীয় তলে উক্ত প্রমথ ম্যানশন বহুতল ভবনে পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৭২০ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯০০ বর্গফুট কমবেশি ২ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, এবং ২ টয়লেট এবং প্রিভি, ১ ব্যালকনি সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগঅংশ ৫ (পাঁচ) কাঠা, ৭ (সাত) ছটাক ১৫ (পনেরো) বর্গফুট মৌজা- ইছাপুর, ওয়ার্ড নং ১৮ (নতুন), উত্তর বারাকপুর পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ৩০০, স্ট্র্যান্ড রোড, থানা- নোয়াপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি :-** উত্তরে ১২ ফুট চওড়া ময়রাপাড়া রোড, দক্ষিণে - দাগ নং ৫১১৭ এবং শিব পাত্রর ভবন, পূর্বে- তপন মির্দার ভবন, পশ্চিমে- ২০ ফুট চওড়া স্ট্র্যান্ড রোড সমন্বিত।	০২.০৫.২০২৩	২৮.০৪.২০২৩	**৩৯,২৮,৬৮৯.০০ টাকা (উনচল্লিশ লক্ষ আঠাশ হাজার ছয়শত উননব্বই টাকা মাত্র)** ০২.০৫.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী। আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তির হারে আরও সুদ প্রদানের জন্য আপনি দায়বদ্ধ।
৩.	**শ্রী শান্তনু হালদার** পিতা শ্রী দুলাল চন্দ্র হালদার শ্রীমতী অনিন্দিতা হালদার স্বামী শ্রী শান্তনু হালদার **ঠিকানা :** প্রেমিসেস নং ১৮২/কে/৫/২ বোসপুকুর রোড, ৩য় তল, ফ্ল্যাট নং ৬, যোগেন্দ্র গার্ডেন বোলাই বাবুর কারখানার কাছে, কলকাতা- ৭০০০৪২ এবং গ্রাম সারগোরিয়া, পোঃঅঃ- ছাবেড়িয়া, কায়স্থ পাড়া হিন্দোল পার্কের কাছে, নবরূপ সংঘ ক্লাব দুর্গা মন্ডপ, থানা ফলতা, পঃবঃ - ৭৪৩৫১৪। **লোন অ্যাকাউন্ট : ৩৮১০১০০১৪৩১ (এইচবিএল) ৩৮১০১০৬৮৩৮৪ (সুরক্ষা) শাখা : এসবিআই নিউ বালিগঞ্জ হালতু**	**মালিক(গণ): ১. শান্তনু হায়দার, পিতা দুলাল চন্দ্র হায়দার। ২. শ্রীমতি অনিন্দিতা হায়দার, স্বামী শ্রী শান্তনু হায়দার দলিল নং ২০১৮ সালের ১৬০৬০৫১৪৮।** বই নং ১, খণ্ড নং ১৬০৬-২০১৮, ১৭৭২৭৩ থেকে ১৭৭৩১৬ পৃষ্ঠা, এডিএসআর শিয়ালদহ, দক্ষিণ ২৪ পৃষ্ঠা। ৩য় তলায় ৬ নং আবাসিক ফ্ল্যাটের পার্সেল, ৬৫০ বর্গফুট আয়তনের সোজা ৩ তলা ভবনের পশ্চিম পাশে মৌজা-কসবা, জে.এল. ১৩ নং, এলওপি নং ৮৭-এ অবস্থিত ০২ কাঠা ০৮ ছটাকের অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ। সিএস দাগ নং ১৪৪৭ (পি), কলকাতা পৌর নিগমের সীমানার মধ্যে, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯১, কেএমসি প্রেমিসেস নং ১৮২/কে/৫/২, বোসপুকুর রোড, পিএস কসবা, এডিএসআর শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০৪২। **সম্পত্তিটি নিম্নরূপে পরিবেষ্টিত:-** উত্তরে - স্কিম সীমানা, দক্ষিণে - আরএস প্লট নং ৮৮, পূর্বে - রাস্তা, পশ্চিমে- স্কিম সীমানা।	২৩.০৫.২০২৩	১৮.০৫.২০২৩	**১৯,০৮,৮৭১.০০ টাকা (উনিশ লক্ষ আট হাজার আটশত একাত্তর টাকা মাত্র)** ২৩.০৫.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী। আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তির হারে আরও সুদ প্রদানের জন্য আপনি দায়বদ্ধ।
৪.	**শ্রী তাপস মাইতি** পিতা প্রভাত মাইতি **ঠিকানা :** গ্রাম এবং পো - বিভিষণপুর (পূর্ব) নিত্যনন্দ মাস্টারের ভবন/ মাইতি পাড়া- বাঁকড়ো পাড়া জংশন/ বাসন্তি মন্দির -এর নিকট পূর্ব মেদিনীপুর, প.ব. ৭১৫ এবং মাইটোন ডিস্ট্রিবিউটরস প্রা.লি., ৬১/১ এস এন ব্যানার্জি রোড, মধুসূদন কমপ্লেক্স, ২য় তল, বারাকপুর চিড়িয়া মোড়ের নিকট, কলকাতা- ৭০০১২০। **লোন অ্যাকাউন্ট: ৪১৩৩৯৫২৯১৬১ (এইচবিএল) ৪১৩৩৯৫৫৫৬৩৫(সুরক্ষা), শাখা : পিবিবি বালিগঞ্জ**	**মালিক : তাপস মাইতি, পিতা প্রভাত মাইতি, উল্লেখ্য দলিল নং ১৯০১০৯৩৭৮ - ২০২২ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০১-২০২২,পৃষ্ঠা ৪১৮৭৯৪ থেকে ৪১৮৮২১, এআরএ ১ কলকাতা।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি/১, ৩য়তলে সামনের অংশে বালাজি অ্যাপার্টমেন্টে পরিমাণ কমবেশি ১১৪৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ২ (দুই) বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, ১কিচেন, ২ টয়লেট, ১ ব্যালকনি সমন্বিত অবস্থিত মৌজা- রাইগাছি, জেএল নং ১২, আরএস নং ১৯৪, তৌজি নং ৩, ১৪৭, ১৬০, ১৬২, এবং ১৬৯, সিএস খতিয়ান নং ৩৫৫, আরএস খতিয়ান নং ৪৫৩, এলআর খতিয়ান নং ২৩০৩ এবং ২৩০২, সিএস দাগ নং ৪৫/৬৫১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৬৫, থানা- রাজারহাট, রাজারহাট বিষ্ণুপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সমন্বিত, **চৌহদ্দি :-** উত্তরে - আরএস দাগ নং ৬৫, দক্ষিণে- ৬ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, পূর্বে- ৩৬ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে- আরএস দাগ নং ৬৫ এবং ৬৭ সমন্বিত।	১৩.০৬.২০২৩	০৭.০৬.২০২৩	**৬৪,১৯,২৫২.০০ টাকা (চৌষট্টি লক্ষ উনিশ হাজার দুইশত বাহান্ন টাকা মাত্র)** ১৩.০৬.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী। আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তির হারে আরও সুদ প্রদানের জন্য আপনি দায়বদ্ধ।
৫.	শ্রী তাপস ঘোষ, পিতা প্রয়াত ধনঞ্জয় ঘোষ, শ্রীমতি তন্দ্রিমা ঘোষ স্বামী শ্রী তাপস ঘোষ, ঠিকানা :- ১৮১, এম এন রায় রোড, ওয়ার্ড ১৭, থানা- সোনারপুর, কল- ৭০০১৪৯, শ্রী তাপস ঘোষ প্রযত্নে : ডিশান হসপিটাল, কসবা গোলপার্ক, কলকাতা- ৭০০১০৭, লোন অ্যাকা. :- ৬৪১১০১৬৯৬৪৭ (এইচবিএল) শাখা- আনন্দপুর	**মালিক(গণ): ১. শ্রী তাপস ঘোষ, পিতা প্রয়াত ধনঞ্জয় ঘোষ, ২. তন্দ্রিমা ঘোষ, স্বামী তাপস ঘোষ দলিল নং : আই- ০৯৮৯৭-২০১২ সালের,** পৃষ্ঠা ৩৫৭৫-৩৫৯০, সিডি ভল্যুম নং ৩৫, ডিএসআর ৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৫ কাঠা বা ৮ শতক কমবেশি একতলা পাকা বসবাসের ভবন মোট পরিমাম ১৫০০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এক বেড রুম, এক লিভিং রুম, এক ডাইনিং রুম, এক টয়লেট, এক কিচেন, সিঁড়ি এবং এক গ্যারেজ এবং গাছগাছালির অধিকার সমন্বিত মৌজা- রাজপুর, জেএল নং ৫৫, আরএস নং ১০৯, সিএস খতিয়ান নং ৯০/২ ,দাগ নং ২৫৭৪, রাজপুর সোনার পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৭,হোল্ডিং নং ১৮১, এম এন রায় রোড, থানা- সোনারপুর, কলকাতা- ৭০০১৪৯ ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি:-** উত্তরে - দাগ নং ২৫৭৪ রে বাকি জমি, দক্ষিণে- দাগ নং ২৫৭৬ জমি, পূর্বে- পুকুর, পশ্চিমে- এম এন রায় রোড সমন্বিত।	১৯.০৬.২০২৩	০৮.০৬.২০২৩	**১৬,৪১,৩৫৫.০০ টাকা (যোলো লক্ষ একচল্লিশ হাজার তিনশত পঞ্চান্ন টাকা মাত্র)** ১৯.০৬.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী। আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তির হারে আরও সুদ প্রদানের জন্য আপনি দায়বদ্ধ।

নোটিসের বিকল্প সেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাকে এই নোটিস প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, তা না হলে সিকিউরিটাইজেশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) -এর অধীনে এই নোটিসের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

আইনের ধারা ১৩ -এর উপ-ধারা (৮) -এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে।

তারিখ : ০১.০৮.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সাপে কাটা রোগীর মৃত্যুতে তাণ্ডব চালাল উত্তেজিত জনতা, মারধর জুনিয়র ডাক্তারদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সাপে কাটা এক রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা তৈরি হল মালদা মেডিক্যাল কলেজে। ক্ষিপ্ত মৃত রোগীর পরিবার মেডিক্যাল কলেজের একটি ওয়ার্ডের সামগ্রী ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। প্রতিবাদ করায় মেডিক্যাল কলেজের চার জুনিয়র ডাক্তারকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। রবিবার রাতের এই ঘটনার পর থেকেই নিজেদের নিরাপত্তার অভাব বোধ করে কর্মবিরতি শুরু করে দেন মালদা মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তাররা। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার বিশাল পুলিশ এবং জেলা প্রশাসনের কর্তারা। দীর্ঘক্ষণ প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনার পর মধ্যরাতে জুনিয়র ডাক্তাররা কর্মবিরতি তুলে নেন। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা আগামীতে ঘটলে বৃহত্তর আন্দোলনেরও কথা জানিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। সোমবার সকালে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ মৃত ওই রোগীর পরিবারের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পাশাপাশি জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি দাওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখে মেডিক্যাল কলেজে নিরাপত্তা জোরদার করারও কথা জানিয়েছে প্রশাসন।

পুলিশ এবং মালদা মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে পুরাতন মালদা থানার নলডুবির এলাকার এক বাসিন্দা সাপে কামড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আনার কিছুক্ষণের পর মৃত্যু হয় ওই রোগীর। এই ঘটনায় রাতেই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে মৃত রোগীর পরিবার মেল মেডিক্যাল বিভাগে তাণ্ডব শুরু করে দেয় বলে অভিযোগ। সেই সময় মেডিক্যাল কলেজে চার কর্তব্যরত জুনিয়র ডাক্তারকেও তাণ্ডবকারীরা ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ। ভাঙচুর করা হয় মেল মেডিক্যাল বিভাগের চেয়ার টেবিল বিভিন্ন জরুরি আসবাবপত্র। রাতেই ঘটনার খবর পেয়ে ইংরেজবাজার থানার আইসি আশিস দত্তের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। জুনিয়র ডাক্তারদের আক্রান্তের ঘটনায় রাতেই মেডিক্যাল কলেজে আসেন ভাইস প্রিন্সিপাল সহ পদস্থ কর্তারা।

এদিন বিক্ষোভকারী এক জুনিয়র ডাক্তার আকাশ দত্ত জানিয়েছেন, স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক জুনিয়র এবং সিনিয়র ডাক্তাররা রোগীদের পরিষেবা দিয়ে থাকেন। এদিন যে অবস্থায় রোগীটি এসেছিল তার অবস্থা আগে থেকে আশঙ্কাজনক ছিল। তাকে বাঁচানো যায়নি। কিন্তু তারপরেই আচমকা মেডিক্যাল কলেজে ভাঙচুর এবং চারজন জুনিয়র ডাক্তারকে মারধর করা হয়। আমরা নিরাপত্তাহীনতা বোধ করছি। তাই রাতেই কর্মবিরতির ডাক দিয়েই অবস্থান বিক্ষোভে বসেছিলাম। কিন্তু আরও রোগীদের চিকিৎসার কথা ভেবেই মধ্যরাতে কর্মবিরতি তুলে নিয়েছি। কিন্তু আগামীতে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

এদিকে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে পুলিশ চারজনকে আটক করেছে। মালদা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ডক্টর পুরঞ্জয় সাহা জানিয়েছেন, যে রোগীটিকে সাপে কাটা অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসা হয়েছিল, তার অবস্থা আগে থেকেই আশঙ্কাজনক ছিল। অনেক চেষ্টা করেও ওই রোগীকে বাঁচানো যায়নি। কিন্তু এরপরই মৃত রোগীর লোকেরা তাণ্ডব চালায়। জুনিয়র ডাক্তারদের উপর হামলা করে। এই ধরনের ঘটনা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সোমবার পুরো বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজে নিরাপত্তা জোর দেওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশি টহলদারি এবং বাড়তি সিসি ক্যামেরা ও নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অপহরণ করে ভিন রাজ্য পাচারের চেষ্টার অভিযোগ, উদ্ধার বধূ

পুলিশের জালে ২ অপহরণকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন হিঙ্গলগঞ্জ: উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ থানার ঘোষপাড়া ঘটনা। বছর ২৭ এর গৃহবধূ গত এক সপ্তাহ আগে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায়। তারপর থেকে আর তার খোঁজ পাওয়া যায় না। তার স্বামী কার্তিক ঘোষ শ্বশুরবাড়ি নিকট আত্মীয়স্বজনের কাছে খোঁজখবর নিলে তার আর খোঁজ পাওয়া যায় না। ওই গৃহবধূর ফোন নম্বর হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক আইডি ছবি-সহ পুলিশের কাছে গিয়ে লিখিত অভিযোগ করেন স্বামী। তার স্ত্রীকে পরিকল্পনা করে অপহরণ করে ভিন রাজ্যে পাচারের চেষ্টা করছিল বলে হিঙ্গলগঞ্জ থানায় অভিযোগ করেন। চলতি মাসে ২৭ জুলাই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তার মোবাইল ফোন ট্রাক করে জানতে পারে পশ্চিম মেদিনীপুর খড়গপুর লোকাল থানা এলাকায় তাকে রাখা হয়েছে। তারপর খড়গপুর থানার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিক অনিল সাউ নেতৃত্বে একদল পুলিশ গিয়ে খড়গপুরের একটি বাড়ি থেকে ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে। সঙ্গে দুই অপহরণকারী সুমন হোর, সরস্বতী হোর, এই দু'জনের বাড়ি হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে। গৃহবধূ সহ দুই অপহরণকারীকে সোমবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ওই গৃহবধূর সঙ্গে অপহরণকারীদের ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ হয়েছিল। সেখান থেকেই বিভিন্ন প্রলোভনের শিকার হয় ওই বধূ। পুলিশ নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জানতে চাইছে এদের সঙ্গে আন্তরাজ্য কোনও নারী পাচারের যোগসূত্র আছে কিনা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা।

কেন্দ্রের ইউসিসি বিলের খসড়া বাতিলের দাবি, আদিবাসী সংগঠনের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মণিপুরে আদিবাসী মহিলাদের বিবস্ত্র করে প্যারেড করানোর পাশাপাশি কেন্দ্র সরকারের ইউসিসি বিল আনার জন্য তৈরি করা খসড়া বাতিলের দাবিতে আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল ও ব্লক ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

মণিপুর কাণ্ড এবং কেন্দ্রের ইউনিফর্ম সিভিল কোড আনার জন্য খসড়া তৈরির প্রতিবাদে বাঁকুড়ার সিমলাপালে ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহল ও অন্যান্য আদিবাসী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও ব্লক ডেপুটেশন অনুষ্ঠিত হল। সোমবার দুপুর নাগাদ সিমলাপাল নদীঘাট থেকে আদিবাসী সংগঠনের শতাধিক সদস্যরা মিছিল সহকারে সিমলাপাল বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। এরপরই বিডি অফিস প্রাঙ্গণে তাঁরা বসে বিক্ষোভ দেখান।

তাঁদের দাবি, মণিপুরে যে ভাবে দুই আদিবাসী মহিলাকে বিবস্ত্র করে প্যারেড করানোর পাশাপাশি তাঁদেরকে ধর্ষণ করা হল তার প্রতিবাদ সহ কেন্দ্রীয় সরকার ইউসিসি বিল আনার জন্য যে খসড়া তৈরি করেছে, তা বাতিলের দাবিতে এই বিক্ষোভ মিছিল ও ব্লক ডেপুটেশন। অন্যদিকে কেন্দ্র সরকারের 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' এই স্লোগানকে সামনে রেখে মণিপুরের মহিলাদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগে মণিপুর সরকার ও কেন্দ্র সরকার কেন চুপ, সে বিষয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন আদিবাসী সংগঠনের নেতৃত্বরা।

পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার ইউসিসি বিল আনার জন্য যে খসড়া তৈরি করেছে, তা অবিলম্বে বাতিল না হলে আদিবাসী সংগঠন বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে। তাতে যদি আইনি ব্যবস্থার কোনও টালমাটাল ঘটে, তার জন্য আদিবাসী সংগঠনের সদস্যরা কোনও ভাবেই দায়ী থাকবেন না বলে জানান তাঁরা।

লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ফ্লেক্স বিতর্ক রায়গঞ্জ শহরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: পঞ্চায়েত নির্বাচন মিটতে না মিতেই লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ফ্লেক্স বিতর্ক রায়গঞ্জ শহরজুড়ে। 'লোকসভা নির্বাচনে রায়গঞ্জ কেন্দ্রে ভূমি পুত্রকেই প্রার্থী চাই', রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন জায়গায় এমনই পোস্টার ঘিরে শোরগোল রাজনৈতিক মহলে।

রবিবার বিকেল থেকেই রায়গঞ্জ শহরের সদর রাস্তার পাশে বেশ কিছু ফ্লেক্স নজরে আসে। এই ফ্লেক্সগুলিতে লেখা রয়েছে, 'আর নয় বঞ্চনা, রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে আগামী নির্বাচনে বহিরাগত প্রার্থী নয়, ভূমিপুত্র/পুত্রীদের প্রার্থী করতে হবে।' রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়, জনবহুল এলাকায় এ কথা লেখা বেশ কিছু ফ্লেক্স টাঙানো হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর জেলা নাগরিকবৃন্দের নামে লাগানো ওই ফ্লেক্সগুলিকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বছর গড়ালেই লোকসভা ভোট। তার আগে বিতর্ক উস্কে দিতে এই ফ্লেক্স কারা লাগিয়েছে তাই নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন। কার অঙ্গুলিহেলনে এ জাতীয় কাজ করা হয়েছে তা নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছে বিভিন্ন চায়ের দোকান ও আড্ডাস্থলে। প্রসঙ্গত, গত লোকসভা নির্বাচনে দেবশ্রী চৌধুরীকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করতেই বিরোধীরা সে সময় তাঁকে 'বহিরাগত' বলে কটাক্ষ করেছিল। অন্যদিকে, ২০১৪ সালে এই লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন সিপিআইএমের মহঃ সেলিম। তিনিও কলকাতার বাসিন্দা। তাকে নিয়েও নানা কটাক্ষ করেছিল বিপক্ষরা। বর্তমানে রায়গঞ্জের সাংসদ বিজেপির দেবশ্রী চৌধুরী আদতে বালুরঘাটের বাসিন্দা। কিন্তু তার আগের দুটি নির্বাচনে যথাক্রমে ২০০৯ দীপা দাশমুন্সি তার আগেরবার প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। প্রয়াত প্রিয়বাবু উত্তর দিনাজপুরের ভূমিপুত্র ছিলেন। আর দীপাদেবী তাঁর স্ত্রী। তিনি অবশ্য রায়গঞ্জের ভূমি কন্যা ছিলেন না। আগামী বছরই লোকসভা নির্বাচন। তার আগেই এই পোস্টারকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই নানা প্রকারের রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতারা। ইতিমধ্যেই একে অপরের দিকে আঙুল তুলতে শুরু করেছে রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা। বাম-কংগ্রেস ও তৃণমূলের দাবি বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে এ ঘটনা ঘটেছে। যদিও বিজেপি একথা অস্বীকার করে পাল্টা তাদের দিকেই আঙুল তুলেছে।

বিজেপির জেলা কমিটির প্রাক্তন সদস্য বলরাম চক্রবর্তী জানিয়েছেন, দীপা দাশমুন্সী, মহম্মদ সেলিম থেকে শুরু করে আমাদের দলের সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী কেউই এই শহর তথা জেলার বাসিন্দা নয়। সকলেই সেই অর্থে বহিরাগত। ফলে এলাকার উন্নয়নে তাদের সেইভাবে সচেষ্ট হতে দেখা যায়নি। বর্তমান সাংসদও এলাকার উন্নয়নে সামান্য কিছু কাজ করলেও রায়গঞ্জ - বারসই সড়ক যোগাযোগ এবং এইমসের দাবির ব্যাপারে উদাসীন থেকেছেন। ভূমিপুত্র না হওয়ার কারণে এদের মধ্যে এলাকার প্রতি সংবেদনশীলতা তুলনামূলকভাবে কম। সেই কারণে যে রাজনৈতিক দলেরই হোক, ভূমিপুত্র হলে তার থেকে এলাকার উন্নয়নে অনেক বেশি কাজ পাওয়া যাবে। ফলে যারাই ফ্লেক্স লাগিয়ে এই দাবি তুলেছে, তাদের সঙ্গে আমি সহমত।

সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী জানিয়েছেন, আমি অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা। সাংসদ হওয়ার পর আমি এলাকার উন্নয়নে যা করেছি, মানুষ দেখেছে। এই ধরনের সস্তা রাজনীতির ব্যাপারে আমি কোনো মন্তব্য করব না।

শ্রাবণ মাসের সোমবারে বক্রেশ্বর এ ভক্তদের ভিড়।

মা আনন্দময়ী কালচারাল সেন্টারের উদ্যোগে সিউড়িতে বর্ষা মঙ্গল অনুষ্ঠান।

কাজের দাবিতে পানাগড় শিল্পতালুকের কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাজের দাবিতে পানাগড় শিল্পতালুকের একটি বেসরকারি কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভে নামলেন স্থানীয় শ্রমিক ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা। সোমবার সকাল থেকে কারখানার গেটে কোনও আধিকারিককে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। আধিকারিকরা কারখানার ভেতর প্রবেশ করতে গেলে স্থানীয়রা বাধা দেন, তখনই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

শ্রমিকদের দাবি, তাঁরা সকলেই স্থানীয় বাসিন্দা। কারখানা শুরুর আগে থেকে তাঁরা ওই ওখানে কাজ করতেন। কারখানা যতই নির্মাণ হয়, ততই একের পর এক শ্রমিক ছাঁটাই শুরু করে কারখানা কর্তৃপক্ষ। স্থানীয়দের কাজের দাবিতে তাঁরা আগেও কারখানা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা সকাল থেকে কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন বলে দাবি করেন শ্রমিকরা। তাঁদের দাবি, তারা অধিকাংশ মানুষ আদিবাসী সম্প্রদায়ের। স্থানীয়দের কোনও ভাবেই বঞ্চিত করা যাবে না বলেও দাবি করনে তাঁরা। দ্রুত সমস্যা সমাধান না হলে আগামী দিনে তাঁরা লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কারখানার গেটের সামনে এদিন শ্রমিকদের আন্দোলনে সামিল হন দিশম আদিবাসী গাঁওতার সদস্যরা। দিশম আদিবাসী গাঁওতার রাজ্য পর্যবেক্ষক বকুল মাণ্ডি দাবি করেন, 'কারখানা শুরুর আগে ওই জায়গায় চাষের জমি ছিল। সেখানে এলাকার গরিব মানুষ ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা চাষের কাজ করে দিনযাপন করতেন। সেই জমি অধিগ্রহণ করার পরবেসরকারি টাইলস তৈরির কারখানা শুরু হতে এলাকার অনেকেই নানান কাজ পান। কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এলাকার অনেক মানুষকে কাজ শিখিয়ে পরে কারখানায় স্থায়ী চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ সেই প্রতিশ্রুতি রাখেনি।' আদিবাসীদের বঞ্চিত করা যাবে না বলেও দাবি করেন তিনি। যতদিন না মীমাংসা হচ্ছে, ততদিন আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, পরে কারখানা কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে এলাকার মানুষদের নিয়ে বৈঠক করেন এবং দ্রুত এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়ার পরেই বিক্ষোভ উঠিয়ে নেন আদিবাসীরা।

ছাত্রী ও মহিলাদের নিয়ে বিনামূল্যে থ্যালাসেমিয়ার রক্ত পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী দিবস উপলক্ষে সোমবার ছাত্রী ও এলাকার মহিলাদের নিয়ে বিনামূল্যে থ্যালাসেমিয়া রোগের রক্ত পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। কাঁকসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং পানাগড় ভলেন্টিয়ারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের যৌথ উদ্যোগে এদিন রক্ত পরীক্ষা শিবিরের পাশাপাশি থ্যালাসেমিয়া রোগ থেকে মানুষকে বাঁচানোর লক্ষ্য নিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হীরক জয়ন্তী দিবসের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুমনা পাল, এলাকার বিশিষ্টজনেরা সহ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যরা, পানাগড় ভলান্টিয়ার ব্লাড ডোনার্স ফোরামের সদস্যরা, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা এবং বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্যরা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুমনা পাল জানিয়েছেন, থ্যালাসেমিয়া রোগের মতো ব্যাধি থেকে ছাত্রীরা যাতে বাঁচতে পারে, তাই কী কী করণীয় সেই বিষয়ে তাদের অবগত করা হয়। এছাড়াও বিশ্ব উষ্ণায়ন রুখতে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা কী, তা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়, পাশাপাশি এলাকার কয়েকশো মানুষের হাতে গাছের চারা বিতরণ করে বৃক্ষরোপণের প্রতি উৎসাহ বাড়ানো হয়। পানাগড় ভলান্টিয়ার ব্লাড ডোনার্স ফোরামের সম্পাদক প্রণব শেঠ জানিয়েছেন, প্রতিটি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুলে তাঁরা উদ্যোগ নিয়ে ছোট ছোট ক্যাম্পের মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়ার মতো মারণব্যাধি থেকে কী ভাবে বাঁচা যায়, সেই বিষয়ে শিবির করছেন।

বেহাল রাস্তার জেরে নাজেহাল অবস্থা সালেপুরবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বেহাল রাস্তা। নাজেহাল অবস্থা এলাকার মানুষের।হুগলির আরামবাগের ডোঙ্গলমোড় থেকে হাটতলা পর্যন্ত রাস্তা বেহাল। তাই দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবি নিয়ে পিডব্লুডি রোডসের দ্বারস্থ হয়েছে ওই এলাকার মানুষ। লিখিত আবেদন জানায় তারা। এই বিষয়ে সালেপুর দুই নম্বর অঞ্চলের বাসিন্দা শীতল মন্ডল বলেন,আরামবাগের ডোঙ্গলমোড় থেকে হাটতলাগামী রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। এই রাস্তাটির উপর কয়েক হাজার মানুষ প্রত্যেকদিন চলাচল করে। জনবহুল এলাকা দিয়ে রাস্তাটি গেছে। দুটি কোল্ড স্টোরেজ রয়েছে, বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, কয়েকশো বিঘা জমির ফসল চাষিরা নিয়ে যায়। অথচ রাস্তা সংস্কার হচ্ছে না। তাই পিডাব্লুডি রোডসের অফিসে সংস্কারের দাবিতে লিখিত আবেদন জানালাম। যদি কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙে। মানুষ যদি জেগে ঘুমায় তাহলে তো ঘুম ভাঙানো যায় না। সবাই জেগে ঘুমাচ্ছে। যাতে রাস্তাটি দ্রুত সংস্কার করা হয় তার দাবি জানিয়েছি। অপরদিকে আরামবাগের বিধায়ক বলেন, কেবল সালেপুর এলাকার ওই রাস্তা নয়, আরামবাগ ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা খারাপ। এই কথা বিধানসভায় তুলব। পথ চলতি মানুষ নয়ন কুণ্ডু বলেন, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে রাস্তাটি খানা খন্দে ভরে গেছে। মাঝে একবার তাপ্পি দেওয়া হয়েছিল। বর্ষার জল সামান্য হতেই কঙ্কালসার চেহারা বের হয়ে যায়। যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা ভয়ে রয়েছে। সাইকেল চালিয়ে স্কুল যেতে পারছে না। দুটো গাড়ি চলে এলেই বিপদ বাড়ছে। যেকোনও সময় বড় বিপদ ঘটতে পারবে। সবমিলিয়ে এখন দেখার এলাকার সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের স্বার্থে রাস্তা সংস্কার হয় কিনা।

বিদ্যুতের খুঁটির সরঞ্জাম এবং তার চুরির অভিযোগে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বিদ্যুতের খুঁটির সরঞ্জাম এবং তার চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে কাঁকসা থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম সৌরভ বালা। ধৃত ব্যক্তি কাঁকসার গোপালপুরের বাসিন্দা। ধৃতকে সোমবার দুপুরে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসা থানার পুলিশ। কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঁকসার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিদ্যুতের খুঁটির সরঞ্জাম এবং তার চুরি হয়ে যাচ্ছিল বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা গত জুন মাসের ৯ তারিখ কাঁকসা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ জানালে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে কাঁকসা থানার পুলিশ সোমবার ভোরে সৌরভ বালা নামের ব্যক্তিকে কাঁকসার মুচিপাড়া আন্ডারপাস থেকে গ্রেপ্তার করে।

বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিল্লেশ্বর সিনহার বিরুদ্ধে পোস্টার বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দলের মণ্ডল সভাপতি পরিবর্তন নিয়ে খোদ বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিল্লেশ্বর সিনহার বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ল বাঁকুড়ায়। সোমবার সকাল থেকে বাঁকুড়া-২ ব্লক এলাকার বিকনা, কেশিয়াকোল, মিথিলা এলাকায় ওই পোস্টার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সাদা ফুলস্কেপ কাগজের ওপর কালো কালিকাতে ছাপার অক্ষরে ওই পোস্টারগুলিতে লেখা রয়েছে, 'বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিল্লেশ্বর সিনহা বাঁকুড়া-২ (ওন্দা ৪) নং মণ্ডল সভাপতিকে মণ্ডলে কোনও আলোচনা ছাড়াই রাতারাতি বদলে ফেলা হল কার স্বার্থে? জবাব দিন', এছাড়াও 'বর্তমান মাতাল মণ্ডল সভাপতি ২০১৮ তে পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থী না দেওয়ার জন্য একটি আইসিডিএস চাকরি পুরস্কার পায়, সেটা বিল্লেশ্বর সিনহা আপনি জানেন তো?' এর পাশাপাশি 'বিল্লেশ্বর হটাও বিষ্ণুপুর বাঁচাও' ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই পোস্টারে বিল্লেশ্বর সিনহা মাসে দু'বার কাকে নিয়ে দিঘা যান' সে প্রশ্নও তোলা হয়েছে। যদিও রাতের অন্ধকারে কে বা কারা নামবিহীন পোস্টার লাগাল বিষয়টি স্পষ্ট নয় কারও কাছেই।

প্রসঙ্গত, অতি সম্প্রতি বিজেপির তরফে ওন্দা-৪ মণ্ডলের সভাপতি পরিবর্তন করা হয়। নিত্যানন্দ প্রতিহারকে সরিয়ে তুষারকান্তি সিংহকে ওই পদে বসানো হয়। আর তারপরেই এই পোস্টার ঘিরে তৈরি হয়েছে তীব্র বিতর্ক। এই সুযোগে তাঁদের অন্যতম বিরোধী বিজেপিকে বিঁধতে ছাড়েনি শাসক তৃণমূল। দলের বাঁকুড়া-২ ব্লক সভাপতি বিধান সিং বলেন, 'সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনেই স্পষ্ট, মানুষ ওঁদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। ওই দলে গ্রহণযোগ্য কোনও মুখ নেই।' বিজেপি নেতাদের সম্পর্কে যত কম বলা যায়, ততই ভালো বলে তিনি দাবি করেন।

বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিল্লেশ্বর সিনহাকে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এই এলাকায় পঞ্চায়েত ভোটে হেরে হীনমন্যতায় ভুগছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তারাই এই পোস্টার দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াতে চাইছে। আগামী লোকসভা ভোটে মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবেন।' তবে মণ্ডল সভাপতি পরিবর্তন নিয়ে দলের অভ্যন্তরে কেউ কোন অভিযোগ করেনি বলে তিনি দাবি করেন। যদিও দলের জেলা সভাপতির উলটো পথে হেঁটে বিজেপির ওন্দা মণ্ডল-৪ এর নবনিযুক্ত সভাপতি তুষার কান্তি সিংহ বলেন, 'বিষয়টি বিচার বিবেচনা না করে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাব না।'

আইসিডিএস'র খাবারে টিকটিকি, অসুস্থ ৫০'র বেশি পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: আইসিডিএস স্কুলের খাবারে টিকটিকি পড়ে বিষক্রিয়া, আর তাতেই অসুস্থ ৫০ এর অধিক শিশু। ১৩ জন শিশুর শারীরিক অবস্থা অবনতি হওয়ায় উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি শ্যামপুর থানার ধান্দালি গ্রাম পঞ্চায়েতের সৈয়দপুরে। জানা গেছে, সৈয়দপুর আইসিডিএস স্কুলে শিশুদের জন্য খিচুড়ি রান্না হয়েছিল। কোনওক্রমে সেই খিচুড়িতে টিকটিকি পড়ে যায়। আর সেই খিচুড়ি বাড়িতে নিয়ে এসে খেলেই অসুস্থ বোধ করে স্কুলের পড়ুয়ারা। শিশুদের মধ্যে কারও বমিভাব কারও পায়খানা বিভিন্ন রকম উপশম লক্ষ্য করা যায়। অভিভাবকরা তড়িঘড়ি স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখান থেকেই তেরো জন শিশুকে উলুবেড়িয়ায় শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিভাবকদের অভিযোগ অঙ্গনওয়াড়ি স্কুল থেকে এই খিচুড়ি তারা বাড়িতে নিয়ে আসে এবং বাড়িতে তারা খাওয়া দাওয়া করে। তার পরেই শিশুরা অসুস্থতা বোধ করে। জানা যায় প্রায় ৫০ এরও অধিক শিশু এই খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাশাপাশি বাড়িতেও বেশ কিছু শিশুর চিকিৎসা চলছে বলে জানা গিয়েছে।

মহাদেবের দরবারে ফের যাত্রা লখিরামের

বুকের ভরে ৫০ কিমি পথ পাড়ি জঙ্গলমহলের শিবভক্তের

বুদ্ধদেব পাত্র

পুরুলিয়া: মনের কামনা যায় না বলা প্রকাশ্যে। গোপনে বলবেন ঈশ্বরকে। আর এই তাগিদ থেকে বুকের ভরে পথ হাঁটছেন ঝালদা থানার ইচাগ এলাকার বাসিন্দা লখিরাম মাহাতো। আর অল্প পথ নয়, প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার রাস্তা তিনি বুকে হেঁটে দণ্ডি কেটে যাবেন আরাধ্য গৌরীনাথ মহাদেবের দরবারে।

ঝাড়খণ্ডের মুরি থানা এলাকার দেলবেড়া থেকে যাত্রা শুরু করেছেন লখিরাম। গন্তব্য পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার পবিত্র শিবতীর্থ চিড়কা গৌরীনাথধাম। এই প্রথম নয়, এর আগেও মনস্কামনা পূরণের তাগিদে দণ্ডি কেটেছেন লখিরাম।

বিভিন্ন শিবতীর্থে দণ্ডি কেটে আরাধনা করাই তাঁর লক্ষ্য। ২০১৪ তে প্রথমবার যখন দেলবেড়া থেকে পাহাড়ি মন্দিরের উদ্দেশ্যে দণ্ডি কাটতে শুরু করেন তিনি, তখন মনে একটা আশঙ্কা ছিল যে আদৌ সফল হবেন তো এই কঠিনতম কার্যক্রমে? যখন আরাধ্যের কাছে পৌঁছালেন ভক্ত, আনন্দে আর ভক্তিতে চোখের জল উপচে পড়েছিল গাল বেয়ে। ফের আরও একবার অভিযান ২০২০তে। দেলবেড়া থেকে লহরিয়া শিব মন্দির। করোনাকাল তাঁকে আটকে রেখেছিল ঘরে। লক ডাউন আর করোনা বিধি শিথিল হতেই ২০২২ সালে ফের বেরিয়ে পড়েন লখিরাম। লহরিয়া থেকে বেড়াদা অভিমুখে যাত্রা করেন তিনি। এবার দেলবেড়া থেকে যাত্রা শুরু করেছেন। গন্তব্য পুরুলিয়া মফস্বল থানার চিড়কা ধাম।

কথায় আছে বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর। সেই অটল বিশ্বাসকে সঙ্গী করেই রওনা দিয়েছেন লখিরাম। ভক্ত আর ভগবানের মধ্যে যে সেতু সেই বিশ্বাস নামক সেতুটি বড়ই জাগ্রত তার কাছে।

মণিপুর নিয়ে বিধি ২৬৭-র দাবিতে অনড় ইন্ডিয়া জোট

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই: মণিপুর নিয়ে আলোচনার দাবিতে সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম ৯ দিন কার্যত নষ্ট হয়েছে। দশম দিনের শুরুতেই রাজ্যসভায় কেন্দ্র জানালো, সোমবারই দুপুর দুটোয় মণিপুর ইস্যুতে আলোচনা চায় সরকার। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্যসভার নেতা পীযূষ গোয়েল জানান, যাতে সকলের সামনে বিরোধীদের পরিকল্পনা স্পষ্ট হয়ে যায়, মণিপুর হিংসা নিয়ে এদিন দুপুর ২টোয় সংসদে আলোচনা করতে চায় সরকার। তিনি বলেন, 'সরকার মণিপুর নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। কেন তারা (বিরোধীরা) বিতর্ক এড়িয়ে যাচ্ছে? তারা কী লুকানোর চেষ্টা করছে? বিরোধীদের আত্মদর্শন করা উচিত।'

বস্তুত, বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন থেকেই সরকার বলে আসছে, তারা মণিপুর নিয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত। বিরোধীরাও আলোচনার দাবি জানাচ্ছেন। কিন্তু, মূল বিরোধ আলোচনার ধরন নিয়ে। বিরোধীদের দাবি, প্রধানমন্ত্রীকে এই বিষয়ে সংসদের দুই কক্ষে বিবৃতি দিতে হবে। সেই সঙ্গে বিরোধীরা চাইছেন সংসদীয় বিধি ২৬৭ অনুযায়ী আলোচনা হোক মণিপুর নিয়ে। এই বিধিকে বলা হয় মূলতবি প্রস্তাব। এই বিধির আওতায় কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব গৃহীত হলে, সংসদের অন্য সব কার্যাবলী মুলতবি করে সীমাহীন সময়ের জন্য আলোচনা করা যায়। কিন্তু, সরকার চাইছে বিধি ১৬৭ অনুযায়ী আলোচনা হোক। এই বিধির আওতায় অল্প মেয়াদের আলোচনা হয়। তাও সংসদীয় কার্যক্রমের মধ্যে সময় পেলে তবেই। এই বিধির আওতায় আলোচনা করা যায় সর্বোচ্চ ৩০ মিনিটের জন্য।

এদিনও এই বিরোধ মেটেনি। রাজ্যসভায় পীযূষ গোয়েল বলেন, 'বিধি ১৬৭-র অধীনে আলোচনা হোক এবং সত্যিটা বেরিয়ে আসুক।' তিনি আরও অভিযোগ করেন, মণিপুর নিয়ে প্রতিবাদের নামে বিরোধীরা সংসদের নয় দিন নষ্ট করেছে। এরপরই, বিধি ২৬৭-এর আওতায় আলোচনার দাবিতে স্লোগান দিতে শুরু করেন বিরোধী সাংসদরা। তীব্র হই-হট্টগোলের মধ্যে দুপুর ২টো পর্যন্ত রাজ্যসভার কার্যক্রম মূলতবি করে দেওয়া হয়।

লালু-সহ পরিবারের ৬ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই: বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব ও তাঁর পরিবারের প্রায় ৬ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। চাকরি-দুর্নীতি মামলাতেই সোমবার লালুপ্রসাদ ও তাঁর পরিবারের এই বিপুল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি।

লালুপ্রসাদ যাদব এবং তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী- দুজনেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। রেলমন্ত্রীও ছিলেন লালুপ্রসাদ। তাঁদের ছেলে তেজস্বী যাদব বর্তমানে বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী। বিহারে চাকরির জন্য জমি দুর্নীতির মামলায় এঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই তদন্ত শুরু করেছে ইডি। মাস কয়েক আগেই এই মামলায় বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ৬০০ কোটি টাকার সম্পত্তি চিহ্নিত করেছিল ইডি। যার মধ্যে ৩৫০ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি এবং ২৫০ কোটি টাকার অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে। বিহারের পাশাপাশি দিল্লি, এনসিআর, এবং রাঁচিতে এই সম্পত্তির হদিশ মিলেছিল।

প্রসঙ্গত, চাকরির জন্য জমি-দুর্নীতি মামলায় গত ৩ জুলাই চার্জশিট পেশ করেছে সিবিআই। সেই চার্জশিটে লালুপ্রসাদ যাদব, রাবড়ি দেবী এবং তেজস্বী যাদবের নাম রয়েছে। এছাড়া আরও ১৪ জনের নাম রয়েছে সিবিআইয়ের চার্জশিটে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, প্রতারণা-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

আইআইটি বম্বের ক্যান্টিনের দেওয়ালে বিতর্কিত পোস্টার

মুম্বই, ৩১ জুলাই: আইআইটি বম্বের হস্টেলের ক্যান্টিনে পোস্টার ঘিরে বিতর্ক। তাতে লেখা আছে, 'এখানে কেবলমাত্র নিরামিষাশীরাই বসতে পারবেন।' এই পোস্টারে খাদ্য বৈষম্যের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন পড়ুয়াদের একাংশ। দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইআইটি বম্বে। অধ্যাপক, কর্মী, ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গড়ে ওঠা সেখানকার পরিবেশ 'প্রগতিশীল' হিসাবেই পরিচিত। খাদ্যাভ্যাসের ভিত্তিতে কেন সেখানে বৈষম্যের শিকার হলেন পড়ুয়ারা, সেই প্রশ্ন উঠেছে।

ABRIDGED NOTICE
NOTICE INVITING TENDER NO. - WBIW/SDO/BIS/NIT-01/2023-2024

Sealed tenders are hereby invited by the undersigned from resourceful, Bonafide eligible contractors for **08 (Eight) number of works.Last date & time of receiving application for the purpose of purchase of tender form is on 10.08.2023 up to 15.00 hrs.** kindly note that details may be seen at the office of the undersigned on any working day up to **16.00hrs**

Sd/-
Sub-Divisional Officer
Berhampore Irrigation
Sub-Division,
Berhampore, Murshidabad

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ টিআরএস-এসআরসি-টিএফপিসিইউডব্লুডিজি-২৩-১২৬৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরএস/সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ডব্লুএপি-৪/ডব্লুএজি-৭ লোকোসমূহের ৫৪০০ কেভিএ সিইউ ওয়াইন্ডিং টাইপ ট্রান্সফরমার-এর পুনর্বাসন। **পরিমাণ ঃ** ১৪টি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** জিএসটি সমেত ২,৫০,১৫,১৪৬.২৪ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৭৫,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য টাকা। **যোগ্যতা শর্তাবলিঃ** আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে টেন্ডার নথি দেখুন। **খোলার তারিখ ঃ** ২৫.০৮.২০২৩ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৪ মাস। **দাখিল করার শেষ তারিখ ঃ** ২৫.০৮.২০২৩ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সকল বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ, সংশোধনী পেতে এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব ও টেন্ডার ফর্মের মূল্য ও প্রদেয় বায়না অর্থ দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট অবশ্যই দেখুন। কোনো ক্ষেত্রেই টেন্ডার পুস্তিকা হাতেহাতে প্রদান অথবা গ্রহণ করা যাবে না। **(PR-456)**

দেশের সম্পদ লুঠ করছে প্যারিস, নাইজারে আক্রান্ত ফরাসি দূতাবাস

নিয়ামে, ৩১ জুলাই: 'সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স নিপাত যাক। পুতিন দীর্ঘজীবী হোন।' হাজার হাজার মানুষের এহেন হুঙ্কারে রবিবার কেঁপে ওঠে নাইজারের ফরাসি দূতাবাস। শুধু তাই নয়, দূতাবাসের ফলক খুলে টাঙিয়ে দেওয়া হয় রাশিয়া ও নাইজারের পতাকা।

পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ নাইজার। ইউরেনিয়াম, কয়লা, সোনার মতো প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে দেশটিতে। দীর্ঘদিন উপনিবেশ থাকার পর ১৯৬০ সালে ফ্রান্সের হাত থেকে স্বাধীনতা পায় নাইজার। তবে আজও দেশটিতে ফরাসি প্রভাব রয়েছে। অভিযোগ, আজও দেশটির সম্পদ লুঠ করছে প্যারিস। এই প্রেক্ষাপটে, গত বুধবার নাইজারে সেনা অভ্যুত্থান ঘটে। রাজধানী নিয়ামেতে নিজের প্রাসাদে রক্ষীদের হাতেই আটক হন প্রেসিডেন্ট মহম্মদ বাজুম। ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমেরিকা। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে আফ্রিকান ইউনিয়ন ও আমেরিকা। দ্রুত প্রেসিডেন্ট মহম্মদ বাজুমকে মুক্তির দাবি জানিয়েছে তারা। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসও বলেছেন, প্রেসিডেন্ট বাজুমের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে এবং তাঁকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ। এবার পরিস্থিতি জটিল করে আক্রান্ত হয়েছে ফরাসি দূতাবাস। কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে, লাঠিচার্জ করে কোনও মতে নাকি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় পুলিশ। সামরিক অভ্যুত্থানের পক্ষে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দেশের সম্পদ লুঠ করছে প্যারিস। পালটা ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর দপ্তর হুমকি দিয়েছে। কোনও ফরাসি নাগরিক আক্রান্ত হলে প্রত্যাঘাত করা হবে। বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, নাইজারে সেনা অভ্যুত্থানেও মদত রয়েছে রাশিয়ার ভাড়াটে ওয়াগনার বাহিনীর। গত জুন মাসে রুশ সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে গোটা বিশ্বে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন প্রিগোজিন। তবে শেষমেশ লড়াই থামিয়ে বেলারুশে ঘাঁটি গেড়েছেন ওয়াগনার প্রধান। অনেকেই বলছেন, পুতিনের সঙ্গে নাকি বোঝাপড়াও হয়ে গিয়েছে তাঁর। মস্কো আগেই জানিয়েছিল, মালিতে যেভাবে কাজ করছিল ওয়াগনার সেভাবেই কাজ চলবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Chakdighi Gram Panchayat
Chakdighi, Jamalpur, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of development work(s) under GP area vide **NIT No.: 303/ CHAK (Sl.-1), Date: 31.07.2023.** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **31.07.2023 at 18:00 IST.** Technical & Financial Bid Submission Closing Date (Online): **07.08.2023 up to 16:00 IST.** Date of Opening of Technical Bid: **09.08.2023 at 16:00 IST.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Chakdighi Gram Panchayat

Durgapur Abhaynagar-I Gram Panchayat
Samabaypally, Nischinda, Howrah-711205
Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 05 no. different development work(s) vide **NIT No.: (i) WB/HOW/BJPS/DA–I GP/PBG SFC/NIT-30 & 31, (ii) NIT No.: WB/HOW/BJPS/DA–I GP/Tied Drinking Water/NIT-32 & 33, iii) NIT No.: WB/HOW/BJPS/DA–I GP/Untied/NIT-34, Date: 26.07.2023 & 27.07.2023** respectively. **Tender ID: 2023_ZPHD_551427_1, 2023_ZPHD_551474_1, 2023_ZPHD_551969_1, 2023_ZPHD_551986_1 & 2023 _ZPHD_552001-1.** Bid submission End Date: **04.08.2023** up to **05.00 & 06.00 PM.** Technical Bid Opening Date: **07.08.2023** at **11.00 A.M.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board

Sd./-
Pradhan
Durgapur Abhoynagar-I Gram Panchayat

OFFICE OF THE
KANDI PANCHAYAT SAMITY
P.O.-Kandi, Dist.-Murshidabad, West Bengal, PIN-742137
NIET No. 04/KPS/BEUP/2023-2024 & NIeT No. 05/ KPS/ 2023-2024

eTender is hereby invited from bonafide firms/contractor/companies/ Engineering co-ope for various types of works under Kandi Panchayat Samity areas for the project of 15th CFS Tied & Untied Fund.
NIeT No. 04/ KPS/ 2023-2024. Installation of 6 nos. waterATM Tender Cost Rs. 4.50 lakh each.
NIeT No. 05/KPS/ 2023-2024. Construction of 4 nos. Covered Drain & 2 nos building works. Tender Cost Rs. 1.74 to 9.62 lakh.
Start date of downloading of documents: **31-07-2023 from 11.00 hours.**
Last date of downloading of documents: **07-08-2023 upto 14.00 hours**
All others details will be available in the website **http://wbtenders.gov.in** & **https://murshidabad.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Kandi Panchayat Samity
Kandi, Murshidabad

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No. : UKM/004(e)/2023-24(2nd Call) dt. 31.07.2023
1.Construction of concrete pavement at Upper B.P.M.B Sarani offshoot in ward no-10
2.Construction of cement concrete Road at Makhaltala (Bahurupi Math) near the house of Ashima Mondal in Ward no-21
3.Construction of concrete pavement at Dharmatala Lane offshoot near Adarsha Balika Vidyalaya in ward no-2
Bid Submission Closing Date – 09/08/2023
e-Tender No. : UKM/007(e)/2023-24 dt 31.07.2023
1.Sinking of 300mm x 200 mm dia deep tube well including Inter Connection between Water main pipe and Newly sunk deep tube Well at C.A. Ground in Ward no- 14.
Bid Submission Closing Date – 09/08/2023.
e-NIT No. : UKM/008(e)/2023-24(2nd Call) dt. 31.07.2023
1.Bituminous Road restoration with Mastic asphalt at D.P.J.M. Sarani from the Jn. Of B.B.D. Road, up to Deshbandhu Park in ward no- 6 and 7.
Bid Submission Closing Date – 16/08/2023.
For Details: - wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman,U.K. Municipality

আমেরিকার আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে সামিল ৩ ভারতীয় বংশোদ্ভূত

ওয়াশিংটন, ৩১ জুলাই: ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রথম মহিলা ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে কমলা হ্যারিসকে আগেই পেয়েছে আমেরিকা। এ বার আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে সামিল হতে চলেছেন আরও তিন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। নিকি হ্যালি, বিবেক রামস্বামীর পর এবার সামনে এল হর্ষবর্ধন সিংয়ের নাম। তিনি পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। ভারতীয় বংশোদ্ভূত তৃতীয় ব্যক্তি যিনি রিপাবলিকান প্রার্থী হওয়ার প্রতিযোগিতায় নাম লেখালেন। ২০২৪-এর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি টুইটারে একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন হর্ষবর্ধন। বছর ৩৮-এর এই ভারতীয়-আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার তাঁর ভিডিও বার্তায় বলেছেন, সারা জীবনের রিপাবলিকান এবং প্রথমে আমেরিকা। যিনি কাজ করেছেন নিউ জার্সি রিপাবলিকান পার্টির কনজারভেটিভ উইং পুনরুদ্ধারের চেষ্টায়। ৩ মিনিটের সেই ভিডিও বার্তায় হর্ষবর্ধন বলেন, গত কয়েক বছরে আমেরিকায় যেসব পরিবর্তন হয়েছে, সেগুলি পাল্টানোর জন্য এবং আমেরিকানদের মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারে আমাদের শক্তিশালী নেতৃত্ব প্রয়োজন। তাই, আমি ২০২৪ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন পাওয়ার চেষ্টা করব।

অন্যদিকে, রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে আছেন আরেক ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান রাজনীতিবিদ নিকি হ্যালি। ডোনাল্ড ট্রাম্পের জমানায় দক্ষিণ ক্যারোলিনার গভর্নর ছিলেন নিকি। পাশাপাশি রাষ্ট্রসংঘে আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বও সামলেছেন তিনি। মতবিরোধের জেরে ২০১৮ সালে ট্রাম্প প্রশাসন থেকে ইস্তফাও দিয়েছিলেন তিনি। প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন শিল্পপতি বিবেক রামস্বামীও। রামস্বামীর শিকড় ভারতের কেরলে। অবশ্য তিনি বেড়ে উঠেছেন আমেরিকায়।

Office of the Board of Councillors
Konnagar Municipality
73, G. T. Road (West), Konnagar, Hooghly

e-Tender has been invited by Chairman, Konnagar Municipality from bonafied resourceful Contractors/Agencies for "Shed for protection of Trampoline for children at southern side of Baganbari at W 15" under Konnagar Municipality." For details please visit **www.wbtenders.gov.in.**
e-Tender ID: 2023_MAD_552845_1
Bid Submission Start Date: **01/08/2023 at 11:00 AM.** Bid Submission Closing Date: **11/08/2023 at 04:00 PM.** Bid Opening Date: **14/08/2023 at 05:00 PM.**

Sd/-
Chairman
Konnagar Municipality

OFFICE OF THE
KANDI PANCHAYAT SAMITY
P.O.-Kandi, Dist.-Murshidabad, West Bengal, PIN-742137
NIET No. 03/KPS/BEUP/2023-2024

eTender is hereby invited from bonafide firms/contractor/companies/ Engineering co-ope for 42 nos. 9 Mtr. High Mast works under Kandi Panchayat Samity and Berhampore Panchayat Samity area and Tender Cost Rs. 42.00 lakh of the Executive Officer, Kandi Panchayat Samity for the project of BEUP.
Start date of downloading of documents: **28-07-2023 from 11.00 hours.**
Last date of downloading of documents: **14-08-2023 upto 14.00 hours**
All others details will be available in the website **http://wbtenders.gov.in** & **https://murshidabad.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Kandi Panchayat Samity
Kandi, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস বা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়ার অধীনে ঃ ক্রঃ নং ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ১১৩_২০২৩-২৪, তারিখ ২৮.০৭.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই/ডব্লু/বর্ধমান এবং এইএন/বর্ধমানের অধীনে রেলওয়ে কলোনিতে আরই পাম্পের ভাইস বোরিং গভীর নলকূপ (৩৫০×২০০ মিমি ডায়া), পাম্প নং ১৫ ও একটি নতুন আরসিসি ট্যাঙ্ক (মোট ৩টি)-এর ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৭৫,৫৯,৭৪৭.১৮ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৫১,২০০ টাকা। **ক্রঃ নং ২। ই-টেন্ডার নং ঃ ১১৮_২০২৩-২৪, তারিখ ২৮.০৭.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়ার শাখায় হাওড়া ডিভিশন ঃ টিএফআর ২০.৮১ কিমি, নিম্নলিখিত অবস্থানগুলিতে– বর্ধমান-খানা জংশন ডাউন এইচবিসি ১০৬.৭৮০-১০৭=০.২২০ কিমি; শক্তিগড়-বর্ধমান ডাউন এমএল ১০৫.৬৩৭-১০৫.৯৬২=০.৩২৫ কিমি; বর্ধমান-খানা জংশন ডাউন-১ ১০৭-১০৮.৫৩৫=১.৫৩৫ কিমি, আপ-২ ১০৭.৭০০-১০৮.৬০০=০.৯০০ কিমি; খানা জংশন-বোলপুর শান্তিনিকেতন ডাউন সাহেবগঞ্জ ০-১=১ কিমি; বালী-শক্তিগড় আপ এইচবিসি ৭৩-৭৬=৩ কিমি, ৭৮-৮০=২ কিমি; শক্তিগড়-বর্ধমান আপ এইচবিসি ৯৮-১০৪=৬ কিমি; বালী-শক্তিগড় রিভ এইচবিসি ৭৭.২০০-৭৮=০.৮০০ কিমি, আপ এইচবিসি ৬৫.১০০-৬৬=০.৯০০ কিমি, ৩য় লাইন ৪৫.৭৩০-৪৭=১.২৭০ কিমি, ৫৮.৮৪০-৬১=২.১৬০ কিমি, ৬৫.৩০০-৬৬=০.৭০০ কিমি। সিটিআর(পি)-০.৭০৫ কিমি, নিম্নলিখিত অবস্থানগুলিতে ঃ ডানকুনি আপ ল্যুপ৩ ০.০৬-০.৭৬৫=০.৭০৫ কিমি টিএসআর(পি) - ১৬.৪০৬ টিকেএম, বালী-শক্তিগড় আপ কর্ড ৩৯.৮৮০-৪৬.৯০০=৭.০২০ কিমি, ৫২.৭৪৫-৫৫=২.২৫৫ কিমি, ব্যান্ডেল জংশন-শক্তিগড় ডাউন এমএল ৯০.৮০০-৯১.০২২=০.২২২ কিমি; বালী-শক্তিগড় ডাউন১ ১৭.৮২০-১৮.৯৮৪=১.১৬৪ কিমি; এবং বালী-খানা জংশন মেন লাইন আপ এইচবিসি ৪৬.৯৪৫-৫২.৬৯= ৫.৭৪৫, মোট ১৬.৪০৬ কিমি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়ক কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৩,৪৯,০৩,৬৫৬.৬৮ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩,২৪,৫০০ টাকা। **ক্রঃ নং ৩। ই-টেন্ডার নং ঃ ১১৯_২০২৩-২৪, তারিখ ২৮.০৭.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়ার অধিক্ষেত্রে এইএন/বর্ধমানের অধীনে বিভিন্ন ইয়ার্ড রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,২৩,২২,৭৬১.৭৭ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,১১,৬০০ টাকা। **ক্রঃ নং ৪। ই-টেন্ডার নং ঃ ১২১_২০২৩-২৪, তারিখ ২৮.০৭.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়া, ডিইএন/৩/হাওড়া এবং ডিইএন/১/হাওড়ার শাখায় পোর্শন সরবরাহ এবং কম্প্রেসড্ এয়ার পেট্রোল প্রি-হিটিং সিস্টেম ব্যবহার করে ৬০কেজি/৫২কেজি/৬০ই১ আর২৬০ রেলের ফিউশনের শর্ট প্রি-হিট ওয়েল্ডিং টেকনিক (এসকেভি প্রসেস) দ্বারা রেল জয়েন্টগুলির অ্যালুমিনো থার্মিট ওয়েল্ডিং। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৪,৪৮,৩৮,৪৬৯.৬৮ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩,৭৪,২০০ টাকা। **ক্রঃ নং ৫। ই-টেন্ডার নং ঃ ১২২_২০২৩-২৪, তারিখ ২৮.০৭.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** টিটিআর-১৭ সেট, বর্ধমান-খানা জংশন শাখায় (টিটিআর ৬০ কেজি ১ ইন ১২ (সিএস+সিএমএসসি)) বর্ধমান ৩৫০এ, ৩৭৬বি, ৩৭৯এ, ৩৭৩, টিটিআর ৬০ কেজি ১ ইন ৮.৫ (সিএস+সিএসএমসি) বর্ধমান-৩৪৬, ৩৯১, ৩৮১বি, ৩৯০, ৩৯১এ, ৩৮০বি, ৩৮০এ, ৩৮২এ, ৩৯২, ৩৮৪এ এবং টিটিআর ৬০ কেজি ১ ইন ১২ (সিএস+সিএসএমসি) খানা জংশন-৫২এ, ৫৩এ এবং টিআইটি-৩৬এ। মোট ১৭ সেট, এইএন/বর্ধমানের অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/বর্ধমান (ওয়েস্ট)-এর শাখায় এবং যে অবস্থানগুলিতে সিটিআর(এস) — রসুলপুর ডাউন ল্যুপ (কমন ল্যুপ)-এ ২.৪৫৯ কিমি, ০.০৯৯-০.৮৩৬=০.৭৩৭ কিমি; বর্ধমান-খানা জংশন বর্ধমান লাইন নং ৮ ০-০.০৪৮=০.০৪৮ কিমি, ০.০৮৬-০.৯২৭=০.৮৪১ কিমি, বর্ধমান লাইন নং-৯ ০-০.৮৩৩=০.৮৩৩ কিমি। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৩৮,৮৮,৩৮৮.৮৯ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,১৯,৫০০ টাকা। **ক্রঃ নং ৬। ই-টেন্ডার নং ঃ ১২৪_২০২৩-২৪, তারিখ ২৮.০৭.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/ডানকুনির শাখায় ডানকুনি, জনাই রোড, এমবিজেড, চন্দনপুর, বেলমুড়ি ইত্যাদিতে স্টেশন বিল্ডিংয়ের অ্যাপ্রোচে রোড সারফেসের উন্নতিবিধান। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৭০,৩৭,৮৮১.৩০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৪০,৮০০ টাকা। **ক্রঃ নং ৭। ই-টেন্ডার নং ঃ ১২৫_২০২৩-২৪, তারিখ ২৮.০৭.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/ডানকুনির অধীনে স্টেশন বিল্ডিং, সাইনেজের সংস্কার এবং স্টেশনগুলির সার্কুলেটিং এরিয়ার উন্নয়ন। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,১৪,৩৫,৭২৬.৭২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,০৭,২০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** প্রতিটির জন্য নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** প্রতিটির জন্য ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট থাকলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না কেননা আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করা হলে অনুমোদন করা হবে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৮.২০২৩ তারিখে দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-192/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank
জোনাল সস্ত্র সেন্টার দুর্গাপুর, রেড ক্রস রোড, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পঃবঃ-৭১৩২১৬
ই-মেইল: zs8344@pnb.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশনের তারিখ : ২২.০৮.২০২৩, সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) অধীনে ব্যাঙ্ক এর কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয় ।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০০২ সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার বাস্তবিক/গঠনমূলক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যা-কিছু আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে। সংরক্ষিত মূল্য ও বায়না টাকা জমা করতে হবে নিচের সারণিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পাশে বর্ণিতমতো।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা [উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের গঠনমূলক দখল/বাস্তবিক দখলে রয়েছে]

লট নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা গ) জামিনদারগণ	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতা এবং দখল	ক) ১৩(২) সেকশন অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান	ক) ই-অকশনের তারিখ/ সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিশদ বিবরণ
১.	**ক) দুর্গাপুর শাখা [০৩০৪১০],** দুর্গাপুর, নাচন রোড, বেনাচিটি, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান (পঃবঃ)-৭১৩২১৩ **খ) মেসার্স শোভা ইস্পাত অ্যালয়স (মেগা প্রজেক্ট) লিঃ** রুম নং ১৫, মার্টিন বার্ন বিল্ডিং, ১, আরএন মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০০১ **গ) ১) শ্রী সমীর মুখার্জি, (জামিনদার),** পিতা-প্রয়াত সুরেশ মুখোপাধ্যায়, নবপল্লী, সার্কুলার রোড, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ **২) শ্রীমতী সুচেত্রা মুখার্জি (জামিনদার),** শ্রী সমীর মুখার্জীর স্ত্র, নবপল্লী, সার্কুলার রোড বারাসাত কলকাতা ৭০০১২৬ **৩) মিস সুনন্দা মুখার্জি (জামিনদার),** পিতা- শ্রী সমীর মুখার্জি, নবপল্লী, সার্কুলার রোড, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ **৪) শ্রী গৌতম চ্যাটার্জি (জামিনদার),** পিতা-প্রয়াত অশোক চ্যাটার্জি, ছোটবাজার, পোস্ট-নবাপল্লী, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ ,জেলা-২৪ পরগনা উত্তর (পঃবঃ) **৫) শ্রী স্বরূপ চ্যাটার্জি (জামিনদার)** পিতা-প্রয়াত অশোক চ্যাটার্জি, ছোট বাজার পোস্ট-নবাপল্লী, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ জেলা-২৪ পরগনা উত্তর (পঃবঃ)	ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, ৪৮৬ ডেসিমেল পরিমাপের, মৌজা অঙ্গদপুর এ অবস্থিত, থানা- দুর্গাপুর, সাব রেজিস্ট্রার অফিস দুর্গাপুর, জেলা বর্ধমান, এডিডিএ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, জেএল নং ৮৯, সিএস প্লট নং ৭০৮(পি), ৭১৯(পি), ৭৩৮(পি), ৭৪০(পি), ৭৩৯(এফ), ৭৪১(এফ), ৭৪২(এফ), ৭৪৩(এফ), ৭৪৪(এফ), ৭৪৫(এফ), ৭৪০/১৪০০(এফ), ৭৭৯(পি), ৭৮০(পি), ৭৮১(পি), ৭৮২(পি), ৮০১(পি), ৮০২(পি), ৮০৩(পি), ৮০৪(পি), ৮০৮(পি), ৮০৯(পি),৮১০(পি) খতিয়ান নং ৩৫৩, ৩৭৯, ১২৭,৩৪৪, ১৯৩,৩১৫,২৪৫, ১২৬,১৩৯,৩৭৮, ২৮, ২৪০. ৩৮০,৪৭৩, ৪০০, ৪০,৪১০,২৭৩.২৬৪, ৩৫৬, ১৪৫, ১৪০, ৩০৪ লিজ দলিল নং আই- ৫৬০৬/২০০৪ এর অধীনে মেসার্স শোভা ইস্পাত অ্যালয়স (মেগা প্রজেক্ট) লিঃ -এর অধীনে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- হ্যানিমান সরণি, পূর্ব- সরকারি জমি, দক্ষিণ- এডিডিএ খালি জমি, পশ্চিম- এডিডিএ অধিগ্রহণকৃত জমি দ্বারা। **দখল: বাস্তবিক**	ক) ১০.১১.২০১৪ খ) ২৫.০৬.২০১৫ গ) ৪০,৬৯,৫৬,৪২৮.২৯ টাকা সহ ০১.১১.২০১৪ থেকে অর্জিত সুদ আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ এবং চার্জ ইত্যাদি	ক) ৪২৩.১০ লক্ষ টাকা খ) ৪৩.০০ লক্ষ টাকা গ) ১০০০০০.০০ টাকা	ক) ২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা খ) বর্তমানে ব্যাংকের অজানা
২.	**ক) দুর্গাপুর শাখা [০৩০৪১০],** দুর্গাপুর, নাচন রোড, বেনাচিটি, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান (পঃবঃ)-৭১৩২১৩ **ক) মেসার্স শোভা ইস্পাত অ্যালয়স লিঃ** রুম নং ১৫, মার্টিন বার্ন বিল্ডিং, ১, আরএন মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০০১ **গ) ১) শ্রী সমীর মুখার্জি, (জামিনদার),** পিতা-প্রয়াত সুরেশ মুখোপাধ্যায়, নবপল্লী, সার্কুলার রোড, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ **২) শ্রীমতী সুচেত্রা মুখার্জি (জামিনদার),** শ্রী সমীর মুখার্জীর স্ত্র, নবপল্লী, সার্কুলার রোড বারাসাত কলকাতা ৭০০১২৬ **৩) মিস সুনন্দা মুখার্জি (জামিনদার),** পিতা- শ্রী সমীর মুখার্জি, নবপল্লী, সার্কুলার রোড, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ **৪) শ্রী গৌতম চ্যাটার্জি (জামিনদার),** পিতা-প্রয়াত অশোক চ্যাটার্জি, ছোটবাজার, পোস্ট-নবাপল্লী, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ ,জেলা-২৪ পরগনা উত্তর (পঃবঃ) **৫) শ্রী স্বরূপ চ্যাটার্জি (জামিনদার)** পিতা-প্রয়াত অশোক চ্যাটার্জি, ছোট বাজার পোস্ট-নবাপল্লী, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ জেলা-২৪ পরগনা উত্তর (পঃবঃ) **শ্রী নেপাল চ্যাটার্জি (জামিনদার)** পিতা-প্রয়াত ভোলানাথ চ্যাটার্জি, গোপাল মঠ, থানা- দুর্গাপুর- ৭১৩২০৩, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান	মৌজা আঙ্গদপুরে অবস্থিত কারখানার জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, জেএল নং ৮৯, থানা- দুর্গাপুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, এডিডিএ (রাতুরিয়া) ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, ১৯৯৫ সালের নিবন্ধিত ইজারা দলিল নং ৪৬৮৩ এর আওতায়, সিএস প্লট নম্বর (সম্পূর্ণ) ৩৩০, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪২ থেকে ৩৫৪, ৩৫৭,৩৫৯,৩৬৬ এবং সিএস প্লট নম্বর (অংশ) ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৬০, ৩৬৭, ৩৬৯, ৬৯৫, ৭০৪, ৭০৫, ৭১৭, ৭০৫/১৩৯, ৩৬৫/৪৮৪ খতিয়ান নং ১১১, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১, ৮৮২, ৫৬৯, ৩৫৭, ৭৭১, ৭৭৩, ৭৬৫, ৭৭৭, ১৩৭, ৭৫৩, ১৯৮, ১৩২, ৭৫৪, ৪১৩, ৭৬০, ৭৬৬, ৭৮০, ৭০৬, ৮২, ১৩২, ৪৩৫, ২৯৫, ৮১, ৮৭, ৭০১, ৭৫৭, ১৮, ২৭৯, ৫৭৫, ৫৭৮, ১৫৫, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৩৩৭, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৩৩, ৬০, ৭৫৫, ১১২, ৭৭৮, ৬৩ জমির এলাকা ৯.৮৯ একর এবং ২০০৩ সালের নিবন্ধিত ইজারা দলিল নং ২১৯৯, সিএস প্লট নং ২৮৫(পি), ২৮৭(এফ), ২৮৮(এফ), ২৮৯(এফ), ২৯০(পি), ২৯১(পি), ২৯২(পি), ২৯৩(এফ), ৩২২(পি), ৩২৩(পি), ৩২৮(পি) এবং ৩২৯(পি), খতিয়ান নং ৩৯৭, ২৬৮, ৩৪৭, ২১৯, ৪০৭, ৪৫৮, ৯৯, ৪৮৮, ৪৮৭, ১০৯, ১৫৬, ৩৭৮, ২২০, ৪৮০, ৫২৫, ৫২৯, ৫৩৮, ৬ এলাকা ৪.০০ একর মোট জমির এলাকা ১৩.৮৯ একর যার মধ্যে ২০০৬ সালের আত্মসমর্পণ দলিল নং ৩৭১৮ অনুসারে, জমির এলাকা ৪.০০ একর সমর্পণ করা হয়েছে সেজন্য এখন এলাকা ৯.৮৯ একর যা শোভা ইস্পাত অ্যালয়স লিঃ এর নামে উপরোক্ত উভয় দলিল সমন্বিত। **দখল: বাস্তবিক**	ক) ০৬.০৯.২০২২ এবং আইওবি দ্বারা ১৩.০১.২০১৫ খ) ২৩.১১.২০১২ গ) পিএনবি - ১২৪,১০,৩১,৫০০.৩৬ টাকা (একশো চব্বিশ কোটি দশ লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা ছত্রিশ পয়সা মাত্র) সহ ০১.০৭.২০২২ থেকে অতিরিক্ত সুদ এবং আইওবি, দুর্গাপুর শাখা ২০,৭৮,৫৭,৭৮৯.৪৪ টাকা সহ ০১.০১.২০১৫ থেকে অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ এবং চার্জ ইত্যাদি	ক) ৮২৩.৪৩ লক্ষ টাকা খ) ৮৩.০০ লক্ষ টাকা গ) ১০০০০০.০০ টাকা	ক) ২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা খ) বর্তমানে ব্যাংকের অজানা

নিয়ম ও শর্তাবলি

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে -
১) সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে **''যেখানে যেমন আছে'' এবং ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যা-কিছু আছে''** ভিত্তিতে।
২) অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
৩) নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়কার্য করবেন ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যা ব্যবস্থিত হয়েছে ওয়েবসাইট : https://www.mstcecommerce.com -তে ২২.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা।
৪) বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন ওয়েবসাইট www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app এবং www.pnbindia.in
৫) বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কিত যেকোন প্রশ্নের জন্য, আগ্রহী দরদাতারা যোগাযোগ করতে পারেন, অজয় কুমার জয়সওয়াল (সিএম) মোঃ- ৮০০১১৫৫৯২৬ -এর সঙ্গে
৬) প্রথম বিড অবশ্যই রিজার্ভ মূল্যের চেয়ে বেশি হতে হবে
৭) প্রযোজ্য কর ক্রয়কারী দ্বারা বহন করতে হবে
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২-এর বিধি ৯(১) এর অধীনে ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০১.০৮.২০২৩
স্থান: দুর্গাপুর

অজয় কুমার জয়সওয়াল
চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর রুল ৮(৬) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

কলকাতা লিগে উয়াড়ির বিরুদ্ধে পাঁচ গোল ইস্টবেঙ্গলের, প্রথমার্ধ গোলশূন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথমার্ধে গোলশূন্য। দ্বিতীয়ার্ধে পাঁচ গোল। কলকাতা লিগে সোমবার ইস্টবেঙ্গলের দাপটে উড়ে গেল উয়াড়ি। ৫-০ গোলে জিতল লাল-হলুদ। অতিরিক্ত সময়েই হল তিনটি গোল। জোড়া গোল অভিষেক কুঞ্জুমের। একটি করে গোল দীপ সাহা, তন্ময় দাস এবং আমন সিকের। ঘরের মাঠে ফিরে আবার দাপট বিনো জর্জের দলের। এ দিন শুরু থেকেই স্বাভাবিক ছন্দে শুরু করে ইস্টবেঙ্গল। একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে উয়াড়ির বক্সে। ২০ মিনিটের মাথায় উয়াড়ির বক্সের সামনে ফ্রিকিক পেলেও সেখান থেকে গোল করতে পারেননি দীপ। পাঁচ মিনিট পরে পেনাল্টি পায় উয়াড়ি। কিন্তু এগিয়ে যেতে পারেনি তারা। সাঙ্গার শট বাঁচিয়ে দেন ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার আদিত্য পাত্র। বেঁচে গিয়ে ইস্টবেঙ্গল আরও তেড়েফুড়ে খেলতে থাকে। পর পর একাধিক সুযোগ নষ্ট করে তারা। ফলে প্রথমার্ধে গোল অধরাই থাকে।

দ্বিতীয়ার্ধে ৫১ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি বক্সে ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা তিনটি শট মারলেও উয়াড়ির গোলকিপারের দক্ষতায় গোল করতে পারেনি। এর পরই গোলের দরজা খুলে যায়। ৫৩ মিনিটে গোল করে ইস্টবেঙ্গল। ডান দিক থেকে গুরনাজ সিংহের নিখুঁত ক্রস থেকে গোল করেন দীপ। ৫৯ মিনিটে আবার গোল করেছিলেন দীপ। প্রতি আক্রমণ থেকে আমন সিকের পাস থেকে গোল করেন তিনি। তবে অফসাইডের কারণে সেই গোল বাতিল হয়। তিন মিনিট পরে দীপের শট ক্রসবারে লাগে।

ইস্টবেঙ্গলের মুহুর্মুহু আক্রমণে কেঁপে যায় উয়াড়ি। আর প্রতিরোধ করতে পারেনি তারা। ৭০ মিনিটের মাথায় উয়াড়ির দুই ডিফেন্ডারকে অনায়াসে কাটিয়ে গোল করেন তন্ময়। ৭৭ মিনিটে উয়াড়ির গোলকিপার গোললাইন সেভ করেন। অতিরিক্ত সময়ের প্রথম মিনিটে প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে জোরালো শটে গোল করেন অভিষেক। দু'মিনিট পরে গোল আমনের। খেলা শেষের কয়েক মুহূর্ত আগে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের পঞ্চম গোল করেন অভিষেক। এই গোলটিও আসে প্রতি আক্রমণে। উয়াড়ির ক্লান্ত ডিফেন্ডাররা কোনও প্রতিরোধই গড়তে পারেননি।

বদলে গেল বিশ্বকাপে ভারত-পাক দ্বৈরথের তারিখ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওডিআই বিশ্বকাপের সূচি অনুযায়ী ১৫ অক্টোবর ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ হওয়ার কথা। ম্যাচটি নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে খেলার কথা রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে খবর, বদলে ফেলা হয়েছে ভারত-পাক হাইভোল্টেজ ম্যাচের দিন। ১৫ অক্টোবরের পরিবর্তে ম্যাচটি একদিন এগিয়ে ১৪ অক্টোবর করা হয়েছে । শুধু ভারত-পাক ম্যাচের দিনক্ষণই নয়, বিশ্বকাপের ঘোষিত সূচিতে আরও বেশ কিছু পরিবর্তনের সম্ভাবনার কথাও শোনা যাচ্ছে। বোর্ড সচিব জয় শাহ এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ৩১ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে সংশোধিত সূচি ঘোষণা হতে পারে।

বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে। টিকিটের জন্য খোঁজখবর, ট্রেন, ফ্লাইট বুকিং, আমেদাবাদের হোটেলে আগাম বুকিং ইত্যাদি বুঝিয়ে দেয় এই ম্যাচ ঘিরে ক্রিকেটপ্রেমীদের উৎসাহের কতটা। তবে ১৫ অক্টোবরের ম্যাচের তারিখ বদলের সম্ভাবনার কথা উঠে আসছিল বেশ কয়েকদিন ধরে। এর কারণ হল নবরাত্রি। গুজরাটে ধুমধাম করে নবরাত্রি পালিত হয়। উৎসবের মরসুম শুরু হয় নবরাত্রি দিয়ে। ১৫ অক্টোবর নবরাত্রির প্রথম দিন। উৎসব ও ক্রিকেট একইসঙ্গে পড়ায় নিরাপত্তায় ঘটতি হতে পারে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই বিসিসিআইকে কয়েকটি সিকিউরিটি এজেন্সি সতর্ক করে দিয়েছে। নিরাপত্তাজনিত কারণে আইসিসির কাছে ভারত-পাক ম্যাচের দিন বদলানোর আবেদন জানিয়েছিল বিসিসিআই। সেই আবেদনে সাড়া দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল।

গত সপ্তাহে বোর্ড সচিব জয় শাহ সূচিতে বদলের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ত্সূচি পরিবর্তনের জন্য তিনটি সদস্য দেশ আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে। শুধুমাত্র তারিখ এবং সময় পরিবর্তন করা হবে। ভেনু পরিবর্তন করা হবে না। ম্যাচের মধ্যে ছয় দিনের ব্যবধান থাকলে আমরা তা কমিয়ে ৪-৫ দিন করার চেষ্টা করছি। আইসিসির সঙ্গে আলোচনা করে সূচিতে পরিবর্তন হবে।দ অর্থাৎ তারিখ বদলালেও ভেনুতে পরিবর্তন হচ্ছে না। ম্যাচের তারিখ পরিবর্তনে বড় সংখ্যক দর্শক বিপাকে পড়বেন। সেসব জেনেও নিরাপত্তা নিয়ে আপোস করতে চায় না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। আপাতত বিশ্বকাপের সূচি পরিবর্তন নিয়ে বোর্ডের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা।

৪১-এ এখনও অবসর নেননি, জিমিকে কটাক্ষ করে 'গার্ড অব অনার' নেওয়ার অনুরোধ স্মিথের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৩ সালের অ্যাশেজ সিরিজে পঞ্চম টেস্টের তৃতীয় দিনের শেষে স্টুয়ার্ট ব্রড একটি বোমা ফাটিয়েছেন। তিনি নিজের সেরা ফর্মে থাকার সময়েই অবসরের ঘোষণা করে দিয়েছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, এটিই তাঁর শেষ টেস্ট হতে চলেছে। রবিবার এবং সোমবার (যদি সেদিন ম্যাচ গড়ায়) অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষবারের মতো বল হাতে নামবেন তারকা ইংরেজ পেসার। যিনি বুঝিয়ে দিলেন যে জেমস অ্যান্ডারসনের মতো পরিণতি চান না। বরং তুখোড় ফর্মে থাকতে থাকতেই ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে চান। আর সেটাই করছেন। অস্ট্রেলিয়াও চতুর্থ দিনের শুরুতে গার্ড অব অনার তৈরি করে কিংবদন্তি পেসারকে স্বাগত জানায়। সেই দুরন্ত আবেগপ্রবণ মুহূর্তের ঠিক পরেই স্টিভ স্মিথ খোঁচা দেন জেমস অ্যান্ডারসনকে। যে অংশটি আবেগঘন ওভাল দৃশ্যের মধ্যে অলক্ষিত ছিল।

রবিবার অ্যান্ডারসনের সঙ্গে ব্রড ফের ব্যাট করতে নেমেছিলেন। কারণ ইংল্যান্ডের কিছুটা রান বাড়ানোর লক্ষ্য ছিল। তৃতীয় দিনের শেষে ছিল নয় উইকেটে ৩৮৯ রান। খুব বেশি রান অবশ্য ইংল্যান্ড যোগ করতে পারেননি। ৬ রান যোগ করেছিল তারা। আর সেই ছয় রান ব্রড করেছিলেন ছক্কা হাঁকিয়ে। শেষ পর্যন্ত তিনি ৮ রানে অপরাজিত থাকেন। অস্ট্রেলিয়ার গার্ড অব অনার দেওয়ার আগে পুরো ওভাল স্টেডিয়াম জুড়ে সকলে বিশাল করতালির সঙ্গে ব্রডকে সম্মান জানায়। তার পর পুরো অজি টিম ব্রডকে গার্ড অফ অনার দেয়। ব্রডের গার্ড অব অনার শেষ হওয়ার ঠিক পরেই, স্টিভ স্মিথ কিছুটা কটাক্ষ করেই জেমস অ্যান্ডারসনকে গার্ড অব অনার নিতে বলেন। কিন্তু জিমি সেটা প্রত্যাখ্যান করেন। এই ঘটনার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যা নিয়ে চলছে হাসি-ঠাট্টাও।

রবিবার অ্যান্ডারসন তাঁর ৪১তম জন্মদিন উদযাপন করলেন। কিন্তু তিনি এখনও তাঁর টেস্ট ক্যারিয়ার ছাড়ার বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেননি। তিনি এখনও খেলা চালিয়ে যেতে চান। অ্যান্ডারসন ইতিমধ্যে স্পষ্ট করে বুঝিয়েও দিয়েছেন যে, তাঁর এখন অবসর নেওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই। ব্রড এবং অ্যান্ডারসন ২০০৮ সাল থেকে একসঙ্গে টেস্ট ক্রিকেট খেলছেন। ইংল্যান্ডের হয়ে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার দিক থেকে দুই কিংবদন্তি বোলারই যথাক্রমে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। অবসরের ঘোষণার পর ব্রড বলেছিলেন যে, আমি যখন অ্যান্ডারসনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তখন আমার চোখে জল ছিল। কিন্তু আমাদের দলের জন্য আরও একটি ম্যাচ জিততে হবে এবং যদি তা হয় তবে আমরা পরে মনে রাখতে পারি।

৩ আগস্ট শুরু ডুরান্ড কাপ, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৩ আগস্ট শুরু হচ্ছে এবারের ডুরান্ড কাপ। প্রথম ম্যাচে যুবভারতী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে মোহনবাগান এবং বাংলাদেশের আর্মি দল। তার আগে জমজমাট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা রয়েছে আয়োজকদের। আর সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং।

রবিবার আয়োজকদের তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে এখবর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, চিফ অফ আর্মি স্টাফ জেনারেল মনোজ পান্ডে এবং সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের জিওসি লেফটেন্যান্ট জেনারেল রানাপ্রতাপ কলিতা উপস্থিত থাকবেন। আয়োজকরা জানিয়েছেন, বিকাল পাঁচটা থেকে আধঘণ্টার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে। সেখানে সেনার বিভিন্ন বিভাগের সদস্যরা মার্শাল আর্ট প্রদর্শন সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবেন। এরপর ম্যাচের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্য অতিথিরা দুই দলের ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচিত হবেন।

অন্যদিকে, ডুরান্ডের উদ্বোধনী ম্যাচের টিকিট বিনামূল্যে বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আয়োজক কমিটি। সোমবার থেকে মোহনবাগান তাঁবুতে এই ম্যাচের টিকিট পাওয়া যাবে। ম্যাচের আগের দিন পর্যন্ত সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন সমর্থকরা।

বুমরাহ ফিরবেন রাজার মতো, আগুনে গতির বল করলেন নেটে

বেঙ্গালুরু: রবিবার সকাল পর্যন্ত বুমরাহকে নিয়ে আশায় বুক বাঁধছিলেন ভারতীয় সমর্থকরা। গত বৃহস্পতিবার বিসিসিআই সচিব জয় শাহ জানিয়েছিলেন যে পুরো ফিট হয়ে উঠেছেন বুমরাহ। তারপর রবিবার আলুরে প্রস্তুতি ম্যাচে পুরো ১০ ওভার বল করেন। ৩৪ রান দিয়ে দুই উইকেট পান। দুটি মেডেন ওভারও করেন। কিন্তু ফের চোট পেলেন জসপ্রীত বুমরাহ। সূত্রের খবর, রবিবার বেঙ্গালুরুতে অনুশীলন ম্যাচের পর নেটে বল করছিলেন ভারতের তারকা পেসার।

সেইসময় ফের চোট লাগে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, বুমরাহের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট লেগেছে। চোট কতটা গুরুতর, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু বুমরাহ নতুন করে চোট পাওয়ায় উদ্বেগ বেড়েছে। চোট যদি গুরুতর হয়, তাহলে ভারতীয় তারকা পেসারের পক্ষে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ খেলা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠবে। কারণ অগস্ট প্রায় শুরু হতে চলল। বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী অক্টোবরে।

দু'মাসের মধ্যে চোট সারিয়ে ম্যাচ ফিট হয়ে বুমরাহ আদৌও বিশ্বকাপে নামতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে আশঙ্কার কালো মেঘ। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী ভয়ের কিছু নেই। বেঙ্গালুরর আলুরে মুম্বইয়ের সিনিয়র ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে পুরোদমে বল করলেন। ১৩৫ থেকে ১৪০ কিলোমিটার গতিতে বল করছেন ভারতের তারকা পেসার। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকবার ব্যাটসম্যানদের বোকা বানাচ্ছেন গতির তারতম্য ঘটিয়ে। আশা করা যায় আয়ারল্যান্ড এবং তারপর এশিয়া কাপে খেলবেন তিনি। এদিকে ভারতের প্রাক্তন বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক কপিল দেব জানিয়েছেন প্লেয়ারদের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট ঠিক করে করতে পারছে কিনা বিসিসিআই সেটা নিয়ে ধারণা নেই তার। অল্প চোট লাগলেই একদিন ক্রিকেটার দেশের হয়ে খেলেন না, অথচ একই রকম চোট নিয়ে আইপিএল খেলছেন। কপিল মনে করেন বিসিসিআইয়ের মনে রাখা উচিত ভারতীয় দলের জন্য আইপিএল হয়েছে। আইপিএলকে দেখে ভারতীয় ক্রিকেট হয়নি।

'মেসির সঙ্গে অবসরের স্বপ্ন দেখি', বললেন উরুগুয়ের তারকা সুয়ারেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিওনেল মেসি-লুইস সুয়ারেজের বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ়। বার্সেলোনায় খেলার সময়ে মেসি ও সুয়ারেজের বন্ধুত্বের প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল খেলার মাঠে। আর্জেন্টাইন ও উরুগুয়ান তারকা এখন ভিন্ন ক্লাবে খেলছেন। কিন্তু দু' জনের বন্ধুত্ব এতটাই গভীর যে উরুগুয়ের একটি টেলিভিশন চ্যানেলে লিও মেসি সম্পর্কে লুইস সুয়ারেজকে বলতে শোনা গিয়েছে, দআমরা একসঙ্গে অবসর নেওয়ার স্বপ্ন দেখি।দ

প্যারিস সাঁ জাঁ ছেড়ে মেসি এখন ইন্টার মায়ামিতে। সেখানে বার্সেলোনার প্রাক্তন ফুটবলার সের্জিও বুস্কেটস ও জর্ডি আলবাও যোগ দিয়েছেন। জল্পনা ছড়িয়েছে, সুয়ারেজও নাকি আসতে পারেন ইন্টার মায়ামিতে। তবে তিনি শেষমেশ আসবেন কিনা, তা এখনও স্থির নয়।

কারণ সুয়ারেজ এখন খেলছেন ব্রাজিলের ক্লাব গ্রেমিওতে। আর গোড়ার দিকে গ্রেমিওর সঙ্গে ইন্টার মায়ামির কথাবার্তা এগোলেও এখন দুই ক্লাবের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুয়ারেজ ইন্টার মায়ামিতে শেষ পর্যন্ত সই করবেন কিনা, তা স্পষ্ট নয়। কালের চক্রে দুজন দুই দেশে থাকলেও মেসি-সুয়ারেজের বন্ধুত্বের বন্ধন এতটুকু আলগা হয়নি। তাঁদের বন্ধুত্ব কতটা গভীর, সেটা স্পষ্ট হয় সুয়ারেজের বলা একটি কথায়ও। উরুগুয়ের একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান 'পুনতো পেনাল',এ তিনি বলেছেন, 'আমরা একসঙ্গে অবসর নেওয়ার স্বপ্ন দেখি ।'

সুয়ারেজের এমন কথা বলার একটি কারণও আছে। মায়ামিতে মেসির সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তাঁর সাবেক দুই বার্সা সতীর্থ সের্হিও বুসকেতস ও জর্দি আলবা। শোনা যাচ্ছে, সুয়ারেজকেও দলে ভেড়াতে চায় ডেভিড বেকহামের যৌথ মালিকানার ক্লাবটি। উরুগুয়ের টিভি চ্যানেলকে সুয়ারেজ বলেছেন, দআমরা যখন বার্সেলোনায় ছিলাম, তখনই অবসর নিয়ে পরিকল্পনা করেছিলাম। বার্সা ছেড়ে আমি অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে যাই। মেসি চলে যায় পিএসজিতে। তখনই আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাব বলে স্থির করেছিলাম। কিন্তু সেই সময়ে তা সম্ভব হচ্ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে মেসিকে সুখি বলেই মনে হচ্ছে। আশা করি একসময়ে আমরা যা পরিকল্পনা করেছিলাম, সেটা সম্ভব হবে।দ মেসি বার্সেলোনার যুব দলে যোগ দেন ২০০০ সালে, ১৩ বছর বয়সে। সেখান থেকে বার্সেলোনা 'সি' ও 'বি' হয়ে মূল দলে তাঁর অভিষেক ২০০৪ সালে। আর সুয়ারেজ বার্সেলোনায় নাম লেখান ২০১৪ সালে। দুজনে একসঙ্গে খেলেছেন ৬ বছর। মেসি ও সুয়ারেজ মিলে বার্সেলোনার হয়ে জিতেছেন ১৩টি শিরোপা। এর মধ্যে চারটি লা লিগা ও একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ। ২০১৫ সালে দুজনে একসঙ্গে জিতেছেন ট্রেবলও।

এলএম টেন-কে বার্সেলোনায় ফিরতে সাহায্য করবে ইন্টার মায়ামি

নিজস্ব প্রতিনিধি: পরিস্থিতি সঙ্গ দিলে ফের একবার বার্সেলোনার জার্সি গায়ে চড়াতে পারতেন তিনি। সম্ভাবনা দেখা দিলেও শেষমেশ হয়ে ওঠেনি। পিএসজির সঙ্গে চুক্তি শেষের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দিয়েছেন লিওনেল মেসি । ইন্টার মায়ামির হয়ে অভিষেক হয়েছে এখনও ১৫টা দিনও হয়নি। এরই মধ্যে লিওর বার্সায় ফেরার জল্পনা ছড়িয়ে পড়েছে ইতিউতি। শোনা যাচ্ছে, লোনে ইন্টার মায়ামি থেকে বার্সেলোনায় ফিরতে পারেন তিনি। এই জল্পনা জোরদার হতেই মুখ খুলেছেন ইন্টার মায়ামির সহ-মালিক জর্জ মাস। তিনি বলেছেন, আমেরিকান ক্লাব সবরকম সাহায্য করবে মেসিকে ক্যাম্প ন্যু'য়ে পাঠাতে! ব্যাপারটা কী? মেসিকে বার্সায় পাঠাতে কেন রাজি ইন্টার মায়ামি?

লিওনেল মেসির সঙ্গে বার্সেলোনার সম্পর্কটা শুধুমাত্র ফুটবলে সীমাবদ্ধ নেই। এই ক্লাবের জার্সিতে চারা গাছ থেকে বৃক্ষ হয়ে উঠেছেন তিনি। যার ফল কুড়োচ্ছে ফুটবল বিশ্ব। মাত্র ১০ বছর বয়সে আর্জেন্টিনা থেকে স্পেনে গিয়ে বার্সেলোনার যুব অ্যাকাডেমিতে যোগ দেন। এরপর কাতালান ক্লাবটির হয়ে ফুটবল কেরিয়ারের অধিকাংশ বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন। বার্সার জার্সি গায়ে কত শত ট্রফি, খেতাব, রেকর্ড, কয়েকশো গোলের মালিক তিনি। বছর দুয়েক আগে আর্থিক কারণে বাধ্য হয়ে ক্লাব ছাড়তে হয় মেসিকে। চোখের জলে ক্লাবকে বিদায় জানিয়েছিলেন। তাঁর মতো মহাতারকাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানাতে পারেনি স্প্যানিশ জায়ান্টরা। বর্তমানে শোনা যাচ্ছে, ক্লাবে পুনরায় যোগদান না করলেও মেসিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানাতে চায় ক্যাম্প ন্যু। সেই প্রসঙ্গে ইন্টার মায়ামির অন্যতম কর্ণধার জর্জ মাস বলেছেন, ত্বার্সেলোনার তরফে যথাযথ বিদায় অনুষ্ঠান মেসির প্রাপ্য। এতে আমি সাহায্য করব।দ

তিনি বলেছেন, আমি জানি না এটা প্রীতি ম্যাচ নাকি ফেয়ারওয়েল ম্যাচ হবে। ওরা গ্রীষ্মের সময় গ্যাম্পার ট্রফি খেলে। তবে সেটা হবে ক্যাম্প ন্যু খোলার পর। আপাতত দেড় বছর স্টেডিয়াম খোলা হবে না। আশা করি লিওনেল মেসি যথাযোগ্য বিদায়ী সম্মান পাবেন। তবে এটা কিন্তু বার্সেলোনার হয়ে খেলা নয়। ও লোনে যাচ্ছে না। এমনটা কখনও হবে না। একটি যথাযথ বিদায়ী অনুষ্ঠান ওর প্রাপ্য। আমার ক্ষমতায় যতটুকু কুলোবে আমি ওঁকে সেটা পেতে সাহায্য করব।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**